ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি

জাতীয় খানা জরিপ ২০২১

৩১ আগস্ট ২০২২

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২১

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ দল
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক এ.কে. এনামুল হক, *ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডাটা অ্যানালিস্ট, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. জুলকারনাইন, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. নেওয়াজুল মওলা, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
কাওসার আহমেদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. নূরুজ্জামান ফরহাদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. মোস্তফা কামাল, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ালিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. সহিদুল ইসলাম, *গবেষণা সহযোগী, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ালিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. সাজ্জাদুল করিম, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ালিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতা
সৈয়দ আতহার বিন আমির, মাহবুব আলম, মো. মিজানুর রহমান এবং টিআইবি'র অন্যান্য ইউনিটের সহকর্মীবৃন্দ

সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. মাহফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	৮-৯
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা	১০-১১
অধ্যায় ১. ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি	**১২-১৬**
১.১ প্রেক্ষাপট	১২
১.২ জরিপের যৌক্তিকতা	১২
১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য	১৩
১.৪ জরিপের আওতা	১৩
১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন	১৩
১.৬ জরিপের সময়কাল	১৫
১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	১৫
১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১৫
অধ্যায় ২. খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য	**১৭-২১**
২.১ খানার বৈশিষ্ট্য	১৭
২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৭
২.৩ খানাপ্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৮
২.৪ খানাপ্রধানের পেশা	১৯
২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	১৯
২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	২০
২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়	২০
অধ্যায় ৩. সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র	**২২-৩২**
৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র	২২
৩.২ দুর্নীতির ধরন	২২
৩.৩ নিয়মবহির্ভূত অর্থ	২৩
৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	২৪
৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	২৪
৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য	২৫
৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি	২৮
৩.৮ দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য	২৯
৩.৯ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭-২০২১	৩১
অধ্যায় ৪. খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র	**৩৩-৮১**
৪.১ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৩৩
৪.২ পাসপোর্ট	৩৫
৪.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৩৮
৪.৪ বিচারিক সেবা	৪০
৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা	৪৩
৪.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৭
৪.৭ ভূমি সেবা	৫৩
৪.৮ শিক্ষা	৫৫
৪.৯ বিদ্যুৎ	৫৯
৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৬২
৪.১১ কৃষি	৬৫
৪.১২ বীমা	৬৮
৪.১৩ এনজিও	৭১
৪.১৪ গ্যাস	৭৩
৪.১৫ ব্যাংকিং	৭৫
৪.১৬ কর ও শুল্ক	৭৮
৪.১৭ অন্যান্য	৭৯
অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ	**৮২-৮৩**
পরিশিষ্ট	**৮৪**
পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ও এলাকাভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস	৮৪
পরিশিষ্ট ২: বিভাগ ও এলাকাভেদে জরিপে প্রাপ্ত নমুনার বিন্যাস	৮৪

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট ৩: ২০২১ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান ৮৫
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার ৮৬
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার ৮৬
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার ৮৭
পরিশিষ্ট ৭: বিভিন্ন সেবাখাতে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৮৭
পরিশিষ্ট ৮: প্রাক্কলন ৮৮
পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৮৮
পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৮৮
পরিশিষ্ট ১১: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র ৯০

সারণির তালিকা

	পৃষ্ঠা
সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন	১৪
সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৮
সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৮
সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা	১৯
সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন	২০
সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	২০
সারণি ২.৬: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়	২১
সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থের হার ও পরিমাণ	২৩
সারণি ৩.২: জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ	২৪
সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৭ ও ২০২১ এর জরিপের তুলনা)	৩১
সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৭ ও ২০২১ এর জরিপের তুলনা)	৩১
সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৩৪
সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৩৪
সারণি ৪.৩: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৩৯
সারণি ৪.৪: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার হার	৪১
সারণি ৪.৫: আদালতভেদে বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৪২
সারণি ৪.৬: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৪৫
সারণি ৪.৭: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৪৫
সারণি ৪.৮: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৪৮
সারণি ৪.৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৪৮
সারণি ৪.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৪৯
সারণি ৪.১১: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫০
সারণি ৪.১২: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তাসংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৫০
সারণি ৪.১৩: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৫১
সারণি ৪.১৪: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৫১
সারণি ৪.১৫: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৫২
সারণি ৪.১৬: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৫৪
সারণি ৪.১৭: ভূমি সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৫৪
সারণি ৪.১৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৫৭
সারণি ৪.১৯: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৫৭
সারণি ৪.২০: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৫৮
সারণি ৪.২১: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৫৮
সারণি ৪.২২: শিক্ষাখাতে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্রঃ ২০১৭ বনাম ২০২১	৫৯
সারণি ৪.২৩: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬১
সারণি ৪.২৪: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬১
সারণি ৪.২৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতির শিকার খানা	৬৩
সারণি ৪.২৬: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৬৪
সারণি ৪.২৭: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৬৬
সারণি ৪.২৮: কৃষি সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৬৬
সারণি ৪.২৯: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৬৬
সারণি ৪.৩০: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৬৭
সারণি ৪.৩১: বীমা সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬৯
সারণি ৪.৩২: বীমা সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৭০
সারণি ৪.৩৩: বীমা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৭০
সারণি ৪.৩৪: এনজিও খাতে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৭২
সারণি ৪.৩৫: এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৭২
সারণি ৪.৩৬: গ্যাস সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৭৪
সারণি ৪.৩৭: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৭৬
সারণি ৪.৩৮: ব্যাংকিং সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৭৬
সারণি ৪.৩৯: কর ও শুল্ক সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৭৯
সারণি ৪.৪০: অন্যান্য খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৮০

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি	১৪
চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত	১৭
চিত্র ২.২: খানাপ্রধানের লিঙ্গ	১৭
চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের ধর্ম	১৮
চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২২
চিত্র ৩.২: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৩
চিত্র ৩.৩: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ	২৪
চিত্র ৩.৪: খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার খানার হার	২৫
চিত্র ৩.৫: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার	২৬
চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৬
চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার	২৭
চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার	২৭
চিত্র ৩.৯: আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা	২৮
চিত্র ৩.১০: ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা	২৮
চিত্র ৩.১১: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	২৯
চিত্র ৩.১২: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	২৯
চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের	৩০
চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ	৩০
চিত্র ৩.১৫: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ	৩০
চিত্র ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৩৩
চিত্র ৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১ সালের তুলনা	৩৫
চিত্র ৪.৩: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৬
চিত্র ৪.৪: সহযোগিতা নিয়ে এবং সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৭
চিত্র ৪.৫: পাসপোর্টের ধরন ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৭
চিত্র ৪.৬: পাসপোর্ট সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৩৮
চিত্র ৪.৭: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৯
চিত্র ৪.৮: বিআরটিএ থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৪০
চিত্র ৪.৯: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪১
চিত্র ৪.১০: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৪২
চিত্র ৪.১১: স্বাস্থ্যসেবার ধরনভেদে সেবাগ্রহীতার হার	৪৩
চিত্র ৪.১২: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৪
চিত্র ৪.১৩: স্বাস্থ্যসেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ	৪৬
চিত্র ৪.১৪: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৪৬
চিত্র ৪.১৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৮
চিত্র ৪.১৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৫২
চিত্র ৪.১৭: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫৩
চিত্র ৪.১৮: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৫৫
চিত্র ৪.১৯: শিক্ষার স্তরভেদে সরকারি শিক্ষা সেবা (সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড/এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) গ্রহণের হার	৫৬
চিত্র ৪.২০: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫৬
চিত্র ৪.২১: শিক্ষাখাতে ঘুষের শিকার খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ	৫৯
চিত্র ৪.২২: বিদ্যুৎ সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৬০
চিত্র ৪.২৩: বিদ্যুৎ সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৬২
চিত্র ৪.২৪: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৬২
চিত্র ৪.২৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬৩
চিত্র ৪.২৬: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৬৪
চিত্র ৪.২৭: কৃষি সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬৫
চিত্র ৪.২৮: কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৬৮
চিত্র ৪.২৯: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ	৭০
চিত্র ৪.৩০: বীমা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৭১
চিত্র ৪.৩১: এনজিও খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৭২
চিত্র ৪.৩২: এনজিও খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৭৩
চিত্র ৪.৩৩: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৭৪
চিত্র ৪.৩৪: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৭৫
চিত্র ৪.৩৫: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৭৭
চিত্র ৪.৩৬: ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৭৭
চিত্র ৪.৩৭: কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৭৮
চিত্র ৪.৩৮: কর ও শুল্ক সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১	৭৯

চিত্র ৪.৩৯: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ৮০
চিত্র ৪.৪০: অন্যান্য খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৭ ও ২০২১ ৮১

শব্দসংক্ষেপ

আইসিইউ	:	ইনটেনসিভ কেয়ার ইফনিট (Intensive Care Unit)
ইউএইচএফডব্লিউসি	:	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (Union Health and Family Welfare Center)
ইউএসসি	:	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Union Sub Center)
ই-কমার্স	:	ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)
ই-টিআইএন	:	ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (Electronic Tax Identification Number)
ই-পাসপোর্ট	:	ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (Electronic Passport)
এনজিও	:	বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organisation)
এমপিও	:	মান্থলি পে-অর্ডার (Monthly Pay Order)
এফআইআর	:	ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (First Information Report)
এমআরপি	:	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (Machine Readable Passport)
এলএ	:	ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (Land Acquisition)
এলসি	:	লেটার অব ক্রেডিট (Letter of credit)
এসএ	:	স্টেট অ্যাকুইজিশন (State Acqisition)
এসডিজি	:	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal)
ওজোপাডিকো	:	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
কাবিখা	:	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
কাবিটা	:	কাজের বিনিময়ে টাকা
জিআর	:	গ্রাচুইটাস রিলিফ (Gratuitous Relief)
জিআরএস	:	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System)
জিডি	:	জেনারেল ডায়েরি (General Diary)
জিডিপি	:	গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (Gross Domestic Product)
টিআইবি	:	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (Transparency International Bangladesh)
টিটি	:	টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (Telegraphic Transfer)
টিসি	:	ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (Transfer certificate)
ডিপিএস	:	ডিপোজিট পেনশন স্কিম (Deposit Pension Scheme)
ডিপিডিসি	:	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
ডিবি	:	ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (Detective Branch)
ডেসকো	:	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
দুদক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন
নেসকো	:	নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
পেট্রোবাংলা	:	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation)
বাপবিবো	:	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
বিআরটিএ	:	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Road Transport Authority)
বিউবো	:	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
বিএডিসি	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation)
বিজিবি	:	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
বিবিএস	:	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
ভিজিএফ	:	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং
ভিজিডি	:	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
ভিপি	:	ভেস্টেট প্রোপার্টি
মূসক	:	মূল্য সংযোজন কর
সিআইডি	:	ক্রাইম অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (Crime and Investigation Department)
সিএইচসিপি	:	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (Community Health Care Provider)
বিআইএন	:	বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Business Identification Number)
আইএমপিএস	:	ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং ফ্রেম (Integrated Multipurpose Sampling Frame)
পিএসইউ	:	প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (Primary Sampling Unit)
এসই	:	স্ট্যান্ডার্ড এরর (Standard Error)
এসপিএসএস	:	স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশাল সায়েন্স (Statistical Package for Social Science)
স্টাটা	:	স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার ফর ডাটা সায়েন্স (Statistical Software for Data Science)
টিআইএন	:	ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (Tax Identification Number)

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবাখাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য: প্রথমত, ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এ জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত নয়টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জরিপে (২০২১) দেখা যায় বাংলাদেশের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৪%) সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; এর পরেই রয়েছে পাসপোর্ট (৭০.৫%), বিআরটিএ (৬৮.৩%), বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), সরকারি স্বাস্থ্য সেবা (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমি সেবা (৪৬.৩%)। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৭ এর ৬৬.৫% এর তুলনায় ২০২১-এ ৭০.৮%); তবে ঘুষের শিকার খানার হার হ্রাস পেয়েছে, ২০১৭-এর ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশের তুলনায় ২০২১-এ ৪০ দশমিক ১ শতাংশ। ঘুষ আদায়ের শিকার খানার ৭২ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছেন যা ২০১৭ (৮৯%) এর তুলনায় কম। তবে ৫৯ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ দেওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হিসেবে 'হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য' উল্লেখ করেছেন যা ২০১৭ (৪৭.১%) এর তুলনায় বেশি, যা মূলত ঘুষ আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ধারার উদ্বেগজনক নির্দেশক। জরিপের ফলাফলে আরও দেখা যায়, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বীমা, ব্যাংকিং এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে; অন্যদিকে শিক্ষা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও গ্যাস খাতে দুর্নীতি কমেছে।

২০২০ এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ২০২১ এর নভেম্বর পর্যন্ত মেয়াদের তথ্য ভিত্তিক এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহে সেবা পর্যায়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে লেনদেনকৃত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৮৩০ দশমিক এক কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ এবং জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায্য বোঝা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যেসব খানার মাসিক আয় ২৪ হাজার টাকার কম তাদের বার্ষিক আয়ের ২ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়, পক্ষান্তরে মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে, এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার প্রধান উচ্চশিক্ষিত তাদের তুলনায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন খানাপ্রধানের খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আরও দেখা যায়, খানাপ্রধানের পেশা সরকারি চাকরিজীবী এবং পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী) হলে তার তুলনায় কৃষক, মৎস্যজীবী, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশার খানাপ্রধানের খানা দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার বেশি হয়।

লক্ষণীয়, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট সেবা, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি সেবার মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা বেশি। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে

নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৯৩ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়কগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাহউদ্দন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/ গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে- এ ধরনের সদস্য খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবাখাত	জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতির শিকার	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।
ঘুষের শিকার	নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ধরনের ঘুষ যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেয় তাদের ঘুষের শিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে।
বিভিন্ন খাত সংক্রান্ত সেবা	
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, জলবায়ু ও দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ভূমি	ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‌্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারিক প্রক্রিয়া	বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থীর বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গৃহীত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number – BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ কর সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিআরটিএ (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি)	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেওয়া, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিল সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস, উপজেলা/জেলা মৎস অফিস, উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস, উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী), আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দেখানো হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৬টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ১

ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি

১.১ প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রেও দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। এসব দুর্নীতি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক উভয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত এসব দুর্নীতিকে বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অপরদিকে, সেবাগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সংস্থা হতে সেবা গ্রহণকালে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। কোনো সেবা গ্রহণকালে সেবার মূল্যের সাথে ছোট অংকের আর্থিক লেনদেন এ পর্যায়ে এ দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এ ধরনের দুর্নীতি ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। বর্তমান জরিপে এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর নয়টি খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এ খানা জরিপটি এ ধরনের নবম জরিপ। ২০২০ এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ২০২১ এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে।

১.২ জরিপের যৌক্তিকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬[১], জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে[২] সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুসাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়েছে। এছাড়াও সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, এ জরিপ বর্তমান সরকার, ক্ষমতাসীন জোট ও রাষ্ট্রের দুর্নীতি বিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ হতে এ জরিপ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সেবাখাতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্য ১৬.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক একমাত্র জরিপ হিসেবে টিআইবি'র এ খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবাখাতসমূহে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরে, যা এসডিজি'র এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করবে।

---

[১]বিস্তারিত দেখুন, http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

[২] বিস্তারিত দেখুন, https://pmo.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pmo.portal.gov.bd/page/da1ed2d3_23e9_43a5_9859_50df7de24ee4/writeup_election_manifesto_2018_010921.pdf

১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো -

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার এবং সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ক্ষুদ্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৬টি প্রধান সেবাখাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যেসব খাত হতে সেবা গ্রহণের হার ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ ছিল, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক প্রক্রিয়া, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বীমা ও গ্যাস। এছাড়া আরেকটি নতুন খাত হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সেবা।

১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে IMPS হতে ৮টি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিভাজনে ১৬টি স্তরের বিবেচনায় প্রতিটির স্তরে নির্দিষ্টসংখ্যক গ্রাম ও মহল্লা মোট ১ হাজার ৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৮৩১টি, শহরাঞ্চল-৪৮৯টি) নির্বাচন করা হয়েছে। তবে জরিপ করতে যেয়ে দেখা যায় কিছু এলাকা সরকার কর্তৃক শহরাঞ্চল ঘোষণা করায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৮২০টি ও শহরাঞ্চলে ৫০০টি। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের মোট জনসংখ্যার square root transformation এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে বের করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০টি খানা সংবলিত এক বা একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে গুচ্ছসমূহ হতে ১০০ খানা সংবলিত একটি গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত গুচ্ছ হতে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ 'মার্জিন অব এরর (Margin of Error)' বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৬৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e= ৫% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

design effect= ১.৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫১৩ যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮ হাজার ২০৮। তবে ২০১৭ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটি সীমা নিশ্চিত করতে, ২০২১ সালে ২০১৭ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৪০টি রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৭ শতাংশ খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলে নমুনার সংখ্যা ৯ হাজার ৯৭২ এবং শহরাঞ্চলে ৫ হাজার ৮৬৮ (পরিশিষ্ট ১)। কিন্তু কিছু এলাকা শহরাঞ্চল হওয়ায় জরিপে প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৯ হাজার ৮৪০ এবং শহরাঞ্চলে ৬ হাজার (পরিশিষ্ট ২)।

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

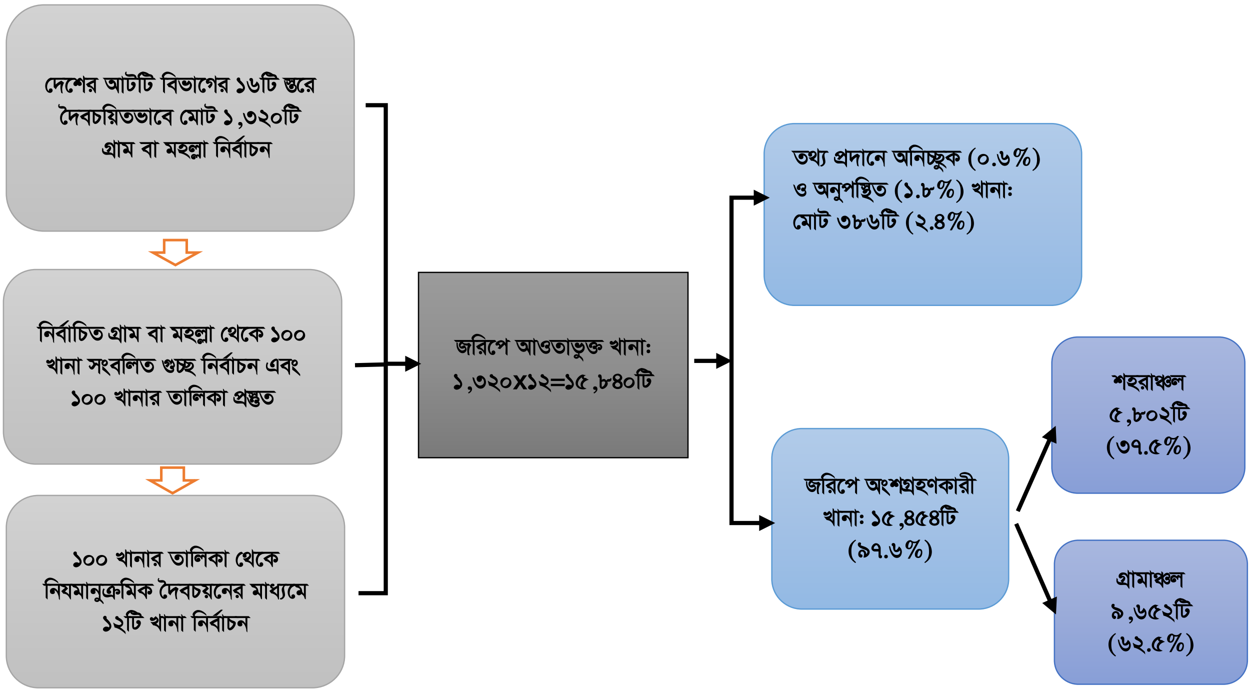

জরিপকালে ৩৮৬টি খানা অনুপস্থিত থাকা (১ দশমিক ৮ শতাংশ) বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় (শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ) চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৪৫৪টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ৯ হাজার ৬৫২টি (৬২.৫%) ও ৫ হাজার ৮০২টি (৩৭.৫%)। এসব খানা ৬৪টি জেলাসংশ্লিষ্ট ১ হাজার ৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (গ্রামাঞ্চলে ৮২০টি, শহরাঞ্চলে ৫০০টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এ জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদণ্ড নিশ্চিত করে। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা (Margin of Error) যথাক্রমে পাওয়া গিয়েছে ±৩.৩ শতাংশ ও ±২.৭ শতাংশ।

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৭৪২	১,১৪৫	২,৮৮৭
চট্টগ্রাম	১,৫১৯	৮৬৯	২,৩৮৮
রাজশাহী	১,৩২৮	৭১২	২,০৪০
খুলনা	১,১৮২	৭৩৯	১,৯২১
বরিশাল	৮২৬	৪৮০	১,৩০৬
রংপুর	১,১৯২	৭৪৬	১,৯৩৮
সিলেট	৮৪৫	৪৯৪	১,৩৩৯
ময়মনসিংহ	৯৮২	৬১৭	১,৫৯৯
মোট খানা	**৯,৬৫২**	**৫,৮০২**	**১৫,৪৫৪**

১.৬ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৯৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে স্নাতক এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে স্নাতকে অধ্যয়নরত। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের ১৪ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। মাঠ পর্যায়ে জরিপের জন্য একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন (কিছু কিছু দলে ৫ জন) তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলের আওতায় দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত পিএসইউ সংশ্লিষ্ট খানাগুলো হতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও মাঠ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি দলে টিআইবি'র একজন গবেষকও নিয়োজিত করা হয়।

ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নপত্রটিকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য PACTApp[3] এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে (smart phone) প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্তও নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। জরিপকালীন সময়ে পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে। টিআইবি'র গবেষক ও মাঠ তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৫১ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্নভাবে যাচাই করেন, যেখানে অ্যাকম্পানি চেক ২১ দশমিক ১ শতাংশ, ব্যাক চেক ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ, স্পট চেক ১২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং টেলিফোন চেক করা হয়েছে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ ক্ষেত্রে। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা উত্তরপত্রে ঠিক করা হয়।

প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। খানাপ্রধান বৃদ্ধ হলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনবার পর্যন্ত একটি খানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা হলেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে. মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। এ পরামর্শক দল গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে ফলাফল উপাস্থপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোন চেক করা হয়েছে। অবশেষে SPSS এবং STATA ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি জটিল জরিপ কার্য (complex survey) বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্তভাবে design based প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর[8](weight) ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক

---

[3] PACTApp টিআইবি'র তৈরি একটি স্মার্টফোনভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। এটিতে KoBotoolbox এর মতো একটি ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের টুল রয়েছে।

[8] p1=probability of having IMPS PSUs from national population, p2=probability of selecting sampled PSUs from IMPS, p3=probability of selecting PSUs in a stratum, p4=probability of selecting a segment of 100 hhs

এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৫] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৬]-এর মান বের করা হয়।[৭]

---

from hhs in a selected PSU, p5=probability of selecting 12 hhs from the segment; p=p1*p2*p3*p4*p5; weight=1/p, পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৫] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৬] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু, population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

[৭] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। জরিপের পূর্ববর্তী একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছেন এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে-এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে করে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ অধ্যায়ে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

জরিপে নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ, ৫০ দশমিক ২১ শতাংশ (চিত্র ২.১), যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে শূন্য দশমিক ০২ শতাংশ সদস্য। জরিপকৃত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৫৫ জন।[৮] খানার সদস্যদের বয়সের শ্রেণির ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৪ বছর বা তার নিচে ২৭ দশমিক ১ শতাংশ, ১৫-২৪ বছরের মধ্যে ২০ দশমিক ২ শতাংশ, ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ, ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ, ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ, ৫৫-৬৪ বছরের মধ্যে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বছরের সদস্যদের হার ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে নারীপ্রধান খানা ৯ দশমিক ১ শতাংশ, ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা পুরুষপ্রধান এবং শূন্য দশমিক ১ শতাংশ খানা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি খানাপ্রধান (চিত্র ২.২)। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯ শতাংশ খানায় কমপক্ষে একজন প্রতিবন্ধিতাসহ সদস্য আছে, প্রতিবন্ধিতাসহ সদস্যের হার জরিপকৃত খানার মোট সদস্যের ২ দশমিক ২ শতাংশ।

চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত (%)

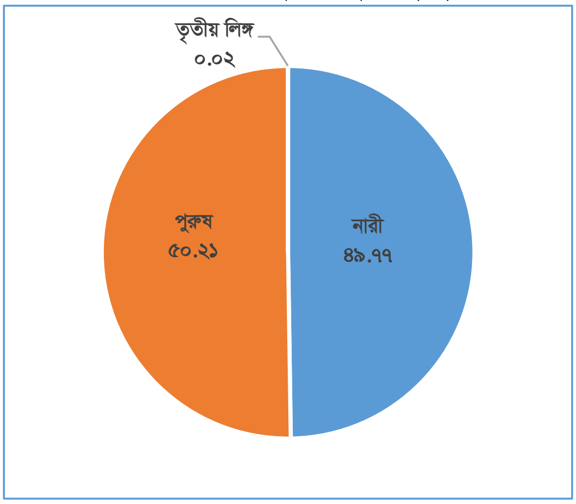

চিত্র ২.২: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)

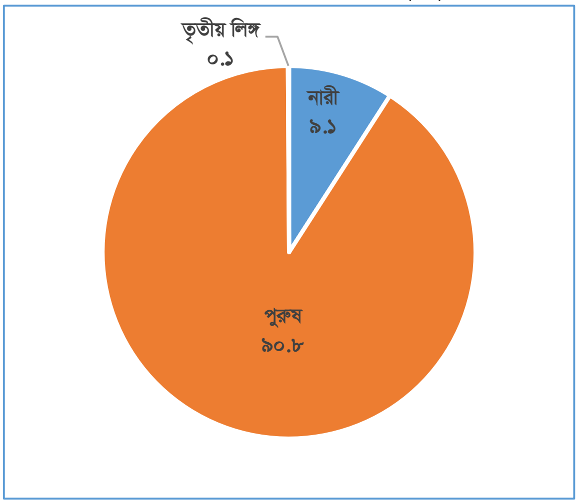

২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮৯ শতাংশ খানাপ্রধান ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৯ দশমিক ১ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ১ দশমিক ৯ শতাংশ অন্যান্য (বিশেষ করে, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান) ধর্মাবলম্বী (চিত্র ২.৩)। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে

[৮] জাতীয়ভাবে নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের শতকার হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ, ৪৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ০৩ জন, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২৭ জুলাই, ২০২২, বিবিএস।

ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যার হার যথাক্রমে ৯১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ ও ১ দশমিক শূন্য এক শতাংশ।

চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের ধর্ম (%)

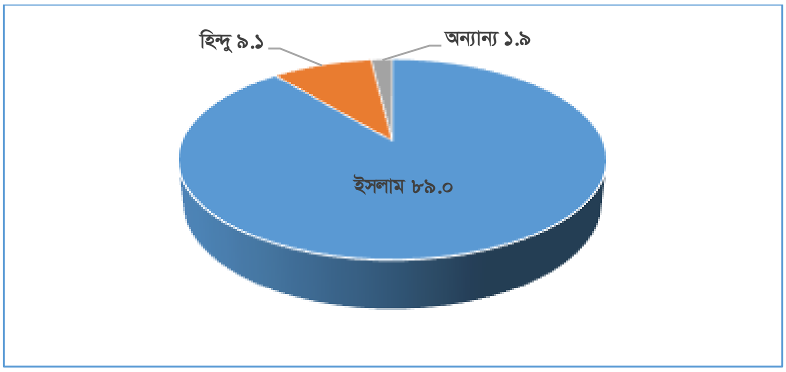

অধিকাংশ খানাপ্রধান বাঙালি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। জরিপে ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান বাঙালি এবং ২ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (সারণি-২.১)।[৯]

সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় (%)

খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বাঙালি	৯৭.৪	৯৮.৫	৯৭.৫
অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	২.৬	১.৫	২.৫

২.৩ খানাপ্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানার খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৬ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোর শূন্য দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধানের বয়স ২০ বছরের নিচে, ২০-২৯ বছরের মধ্যে ৯ দশমিক ২ শতাংশ, ৩০-৩৯ বছরের মধ্যে ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ, ৪০-৪৯ বছরের মধ্যে ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ, ৫০-৫৯ বছরের মধ্যে ২০ শতাংশ এবং ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব খানাপ্রধানের হার ২০ শতাংশ।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বাধিক (২৭.৪%) খানাপ্রধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন এবং ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং ৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান নিরক্ষর (সারণি ২.২)। লিঙ্গভেদে নারী খানাপ্রধানদের ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন, ২০ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং ২০ দশমিক ২ শতাংশ নারী খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। পুরুষ খানাপ্রধানদের ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর এবং ২৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। পুরুষ খানাপ্রধানদের ১০ দশমিক ১ শতাংশ স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত পড়াশোনা করছেন, এ হার নারী খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলকাভেদে (%)		সার্বিক (%)
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
নিরক্ষর	১৪.৮	৮.২	১২.০	৭.১	৮.৮
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	২০.২	১৫.১	২০.০	১৩.২	১৫.৫
কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই. কিন্তু লিখতে ও পড়তে জানে	০.১	০.৪	০.৭	০.২	০.৪
প্রি-স্কুল	১২.৩	৪.৬	৪.৬	৫.৬	৫.৩
প্রাথমিক	২৫.৬	২৭.৬	২৮.৬	২৬.৭	২৭.৪
মাধ্যমিক	২০.৬	২৬.০	২৩.১	২৬.৯	২৫.৫

[৯] জাতীয়ভাবে খানার ৯৯ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বাঙালি এবং শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২৭ জুলাই ২০২২, বিবিএস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলাকাভেদে (%)		সার্বিক (%)
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
উচ্চ মাধ্যমিক	২.৫	৮.০	৫.৫	৮.৬	৭.৫
স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	২.০	৬.২	৩.০	৭.২	৫.৮
স্নাতকোত্তর বা সমমান	১.৩	৩.৬	২.৪	৪.০	৩.৪
উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ্ব)	০.৬	০.৩	০.১	০.৫	০.৪

এলাকাভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গ্রামাঞ্চলের ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন এবং ২০ শতাংশ খানাপ্রধান সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলের ১২ শতাংশ খানাপ্রধান নিরক্ষর, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৭ দশমিক ১ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান স্নাতক ও তদূর্ধ্ব, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ১৭ দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা বেসরকারি চাকরি, ১০ দশমিক ৪ শতাংশ কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ এবং ৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান দিনমজুর/ক্ষেতমজুর (সারণি ২.৩)। এছাড়া ৩ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা সরকারি চাকরি, ১ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষকতা এবং শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)।

সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	লিঙ্গভেদে হার		অঞ্চলভেদে হার		সার্বিক
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪.৫	১৮.৩	১২.০	১৯.৮	১৭.১
বেসরকারি চাকরি*	৬.৩	১৪.৭	৭.৫	১৭.৪	১৩.৯
কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ	০.৮	১১.৪	২৩.৮	৩.৪	১০.৪
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	৩.৯	১০.৩	১৩.১	৮	৯.৭
পরিবহন শ্রমিক	০.৩	৯.৮	৭.৪	৯.৮	৯.০
অবসরপ্রাপ্ত	৭.৭	৮.৩	৬.১	৯.৩	৮.২
মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা	০.৯	৭.২	৫.২	৭.৩	৬.৬
গৃহকর্ম	৬৮.৬	০.২	৫.৩	৭.১	৬.৫
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক	০.১	৬.৫	৫.৫	৬.১	৫.৯
প্রবাসী	০.২	৩.৬	৫.৬	২	৩.৩
সরকারি চাকরি*	১.৮	৩.৩	১.১	৪.৩	৩.২
শিক্ষকতা	০.৮	১.২	১.৭	০.৯	১.১
পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার)	০.১	০.৫	০.৪	০.৪	০.৫
অন্যান্য**	৪.০	৪.৭	৫.৩	৪.২	৪.৬

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।

**জেলে, কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি।

নারী খানাপ্রধানদের অধিকাংশ (৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ) গৃহকর্মের সাথে জড়িত। এছাড়া ৭ দশমিক ৭ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত, ৬ দশমিক ৩ শতাংশ বেসরকারি চাকরি এবং ৪ দশমিক ৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষের সাথে জড়িত, এ হার শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ক্ষুদ্র ব্যবসায় জড়িত, এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ। তাছাড়া শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ এর পেশা বেসরকারি চাকরি, এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ।

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল খানাপ্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানাপ্রধান অনুপস্থিত থাকায় অথবা সক্রিয় সদস্য না হলে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বলতে

বোঝানো হয়েছে সেই সদস্যকে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। সার্বিকভাবে প্রায় ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ তথ্যদাতা হচ্ছে খানাপ্রধান নিজে এবং বাকি ৬০ দশমিক ৩ শতাংশ খানার অন্য একজন সক্রিয় সদস্য (সারণি ২.৪)। জরিপে তথ্যদাতাদের গড় বয়স ৪০ বছর।

সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন (%)

তথ্যদাতার ধরন	অঞ্চলভেদে হার		সার্বিক
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
খানাপ্রধান স্বয়ং	৪১.১	৩৯.০	৩৯.৭
খানার অন্য সক্রিয় সদস্য	৫৮.৯	৬১.০	৬০.৩

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের ২৯ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক এবং ২৯ দশমিক ৮ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন (সারণি ২.৫)। এছাড়া ৮ দশমিক ৬ শতাংশ তথ্যদাতা স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ নারী প্রাথমিক স্তর এবং ২০ দশমিক ৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২৬ শতাংশ। স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন পুরুষ তথ্যদাতাদের ১০ দশমিক ১ শতাংশ, এ হার নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে হার		অঞ্চলভেদে হার		সার্বিক
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
নিরক্ষর	১৪.৮	৮.২	১০.৫	৪.৮	৬.৮
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	২০.২	১৫.১	১৬.৮	১০.৭	১২.৮
কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই. কিন্তু লিখতে ও পড়তে জানে	০.১	০.৪	০.৬	০.৩	০.৪
প্রি-স্কুল	১২.৩	৪.৬	৩.৯	৫.০	৪.৬
প্রাথমিক	২৫.৬	২৭.৬	২৮.৩	২৯.৪	২৯.১
মাধ্যমিক	২০.৬	২৬.০	৩০.০	২৯.৭	২৯.৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২.৫	৮.০	৫.৭	৯.১	৭.৯
স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	২.০	৬.২	২.৩	৬.২	৪.৮
স্নাতকোত্তর বা সমমান	১.৩	৩.৬	১.৮	৪.৬	৩.৬
উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ)	০.৬	০.৩	০.১	০.২	০.২

গ্রামাঞ্চলে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর এবং ৩০ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ। স্নাতক ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ১১ শতাংশ, গ্রামাঞ্চলে এ হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ।

২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ২৫ হাজার ১৮৭ টাকা, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২০ হাজার ২৯ টাকা ও ২৭ হাজার ৯২৮ টাকা (সারণি ২.৬)। অপরদিকে জরিপকৃত খানার গড় মাসিক ব্যয় ২২ হাজার ৫৫ টাকা, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক ব্যয় যথাক্রমে ১৭ হাজার ১৮৬ টাকা ও ২৪ হাজার ৬৪৪ টাকা। উল্লেখ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬'[১০] অনুযায়ী জরিপকৃত খানাগুলোর মাসিক আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে ২০ হাজার ৯৯২ টাকা) এবং খানাগুলোর মাসিক ব্যয় ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মূল্যস্ফিতি সমন্বয় করে ২০ হাজার ৬৮৯ টাকা)। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের জনমিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১০] আয়-ব্যয় খানা জরিপ (HIES) ২০১৬, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিস্টিকস (বিবিএস); বিস্তারিত: http://hies.bbs.gov.bd/content/files/HIES%20Preliminary%20Report%202016.pdf

সারণি ২.৬: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়

বিভাগ	গড় আয় (টাকা)			গড় ব্যয় (টাকা)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বরিশাল	১৮,১৯৬	২৬,৫৫৩	২২,৩০০	১৫,৬৯৬	১৯,৭৪৫	১৭,৬৮৭
চট্টগ্রাম	২১,৬৮১	২৫,৫০২	২৪,০৮২	১৯,৩১৯	২৩,১৪০	২১,৭২০
ঢাকা	২২,৭৫০	৩১,৪৬৯	২৯,৫৯৮	১৯,৬৯৪	২৮,২০৮	২৬,৩৮২
খুলনা	১৮,০১৩	২৩,৫৫৮	২০,৯৪৯	১৫,৫৬২	২০,২১২	১৮,০২০
ময়মনসিংহ	১৮,৮৯৪	২৩,৫০১	১৯,৯২৭	১৪,৫৭০	১৬,৮৮৯	১৫,০৯০
রাজশাহী	১৮,৬৫৭	১৯,৭০৮	১৯,২০৮	১৫,২৩৯	১৭,০৭৯	১৬,২০৪
রংপুর	১৪,৯৮৩	২১,৮৫৯	১৮,৭৩৯	১২,৮৩৫	১৮,০৭১	১৫,৬৯৬
সিলেট	২০,২৭৯	২৩,৮৭৮	২২,৬৪৮	১৭,৫৮৯	২০,৯৫৩	১৯,৮০৩
সার্বিক	**২০,০২৯**	**২৭,৯২৮**	**২৫,১৮৭**	**১৭,১৮৬**	**২৪,৬৪৪**	**২২,০৫৫**

বিভাগভেদে জরিপে খানার আয়-ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয়-ব্যয় (যথাক্রমে ২৯ হাজার ৫৯৮ টাকা এবং ২৬ হাজার ৩৮২ টাকা) অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি। খানার মাসিক গড় আয় ও ব্যয় বিবেচনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চট্টগ্রাম বিভাগে (যথাক্রমে ২৪ হাজার ৮২ টাকা এবং ২১ হাজার ৭২০ টাকা)। তৃতীয় সর্বোচ্চ সিলেট বিভাগের খানাগুলোর মাসিক গড় আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ২২ হাজার ৬৪৮ টাকা এবং ১৯ হাজার ৮০৩ টাকা। সবচেয়ে কম আয় রংপুর বিভাগে (১৮ হাজার ৭৩৯ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ব্যয় ময়মনসিংহ বিভাগে (১৫ হাজার ৯০ টাকা)।

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

৩.১ সেবাখাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

২০২১ সালের খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে (পরিশিষ্ট ৪) এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাসপোর্ট (৭০.৫%) ও বিআরটিএ (৬৮.৩%)। বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), স্বাস্থ্য (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমির (৪৬.৩%) মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো দুর্নীতির শিকার হয় (পরিশিষ্ট ৫)।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

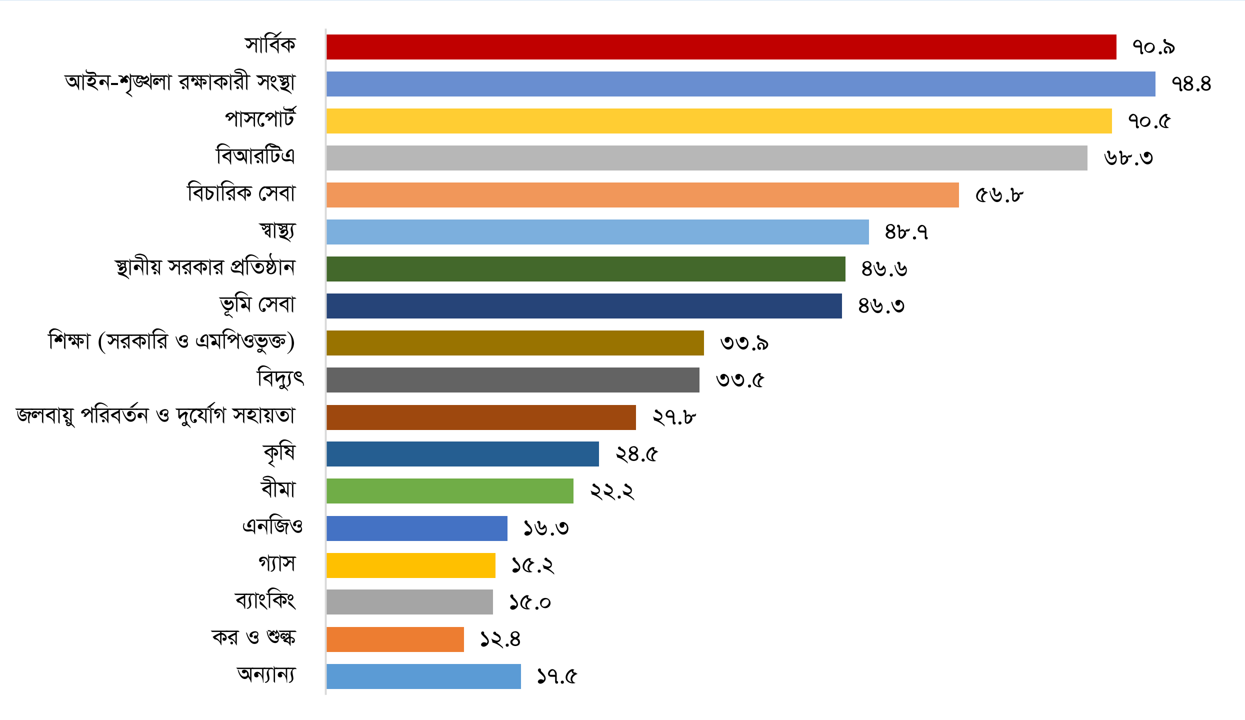

৩.২ দুর্নীতির ধরন

সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও খানাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫৫.৫%) এবং অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার (২৩.৪%) হয় (চিত্র ৩.২)।

চিত্র ৩.২: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*(%)

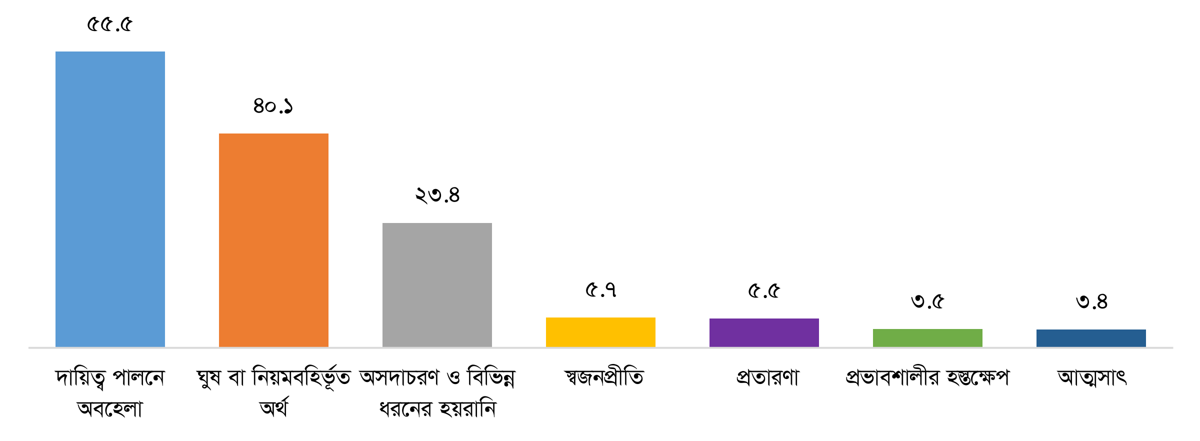

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবাখাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবাখাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৪০ দশমিক ১ শতাংশ নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.১ এবং পরিশিষ্ট ৬)। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক হারে (৫৫.৮%) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে পাসপোর্ট খাতে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং বিআরটিএ, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও ৫০ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে এনজিও, ব্যাংকিং ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো তুলনামূলক কম হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার (%) ও পরিমাণ

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
	সার্বিক	**৪০.১**	**৬,৬৩৬**
১	পাসপোর্ট	৫৫.৮	৫,০৫৫
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৫.৭	৬,৬৯৮
৩	বিআরটিএ	৫০.২	৫,১৪৭
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩.৫	১,০১২
৫	ভূমি সেবা	৩১.৫	৭,২৭১
৬	বিচারিক সেবা	২৩.৭	১৯,০৯৬
৭	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৬.৯	৭০২
৮	কর ও শুল্ক	১০.৪	৪,৭৮৮
৯	বিদ্যুৎ	৭.৯	৩,২৮৬
১০	গ্যাস	৬.৪	১১,৭১০*
১১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬.২	৬৮০
১২	বীমা	৫.৫	২১,৭৬৫
১৩	কৃষি	৪.৯	২৬৬
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২.২	১,৩৬৫
১৫	ব্যাংকিং	১.০	৪,৬৬০
১৬	এনজিও	০.৪	১,৮৭৯
১৭	অন্যান্য	৪.২	২,৭১১

*সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ বীমা সেবার খাতে সবচেয়ে বেশি, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ২১ হাজার ৭৬৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরে আছে বিচারিক সেবা ও গ্যাস সেবা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো

গড়ে যথাক্রমে ১৯ হাজার ৯৬ টাকা ও ১১ হাজার ৭১০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৭০২ টাকা ও ৬৮০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.১)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবাখাতে মাথাপিছু প্রাক্কলিত গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬৭১ টাকা।

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭২ দশমিক ১ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে। এছাড়া ৫৯ দশমিক ২ শতাংশ খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো, ৪৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৩.৩)।

চিত্র ৩.৩: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

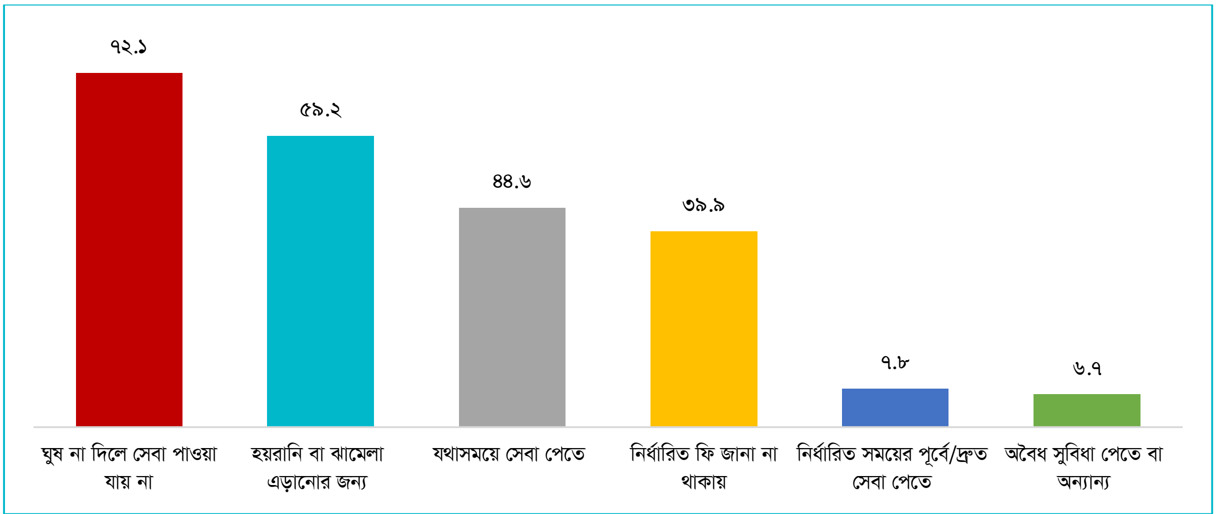

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহ গণনা প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৪.০৭ কোটি (পরিশিষ্ট ৮)। এই হিসাবে ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২১ সময়কালে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বিভিন্ন সেবাখাতে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার পরিমাণ ১০ হাজার ৮৩০ দশমিক ১ কোটি টাকা (সারণি ৩.২)। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের এ পরিমাণ ২০১৭ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১৩৩ দশমিক ২ কোটি টাকা (১.২%) বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ২০২১ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের জিডিপি'র[১১] শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের[১২] ২ শতাংশ। উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সকল সেবাখাতের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

সারণি ৩.২: জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
	২০১৭	২০২১
বিচারিক সেবা	১,২৪১.৯	১,৬০৮.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২,১৬৬.৯	১,৪৮৮.৮
ভূমি	২,৫১২.৯	১,৩৩৬.৮
বীমা	৫০৯.৯	৯৩২.৫

[১১] চলতি বাজার মূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা (সূত্র: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২)।
[১২] ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা।

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
	২০১৭	২০২১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩৮.৭	৭৫৬.৪
পাসপোর্ট	৪৫১.৬	৬৮৪.৪
বিআরটিএ	৭১০.২	৬৪০.৪
বিদ্যুৎ	৯১৪.১	৫২০.৩
গ্যাস	৫২৮.১	৪২০.২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২	২২৮.১
স্বাস্থ্য	১৬০.২	১৯২.১
ব্যাংকিং	১১২.৯	৯৬.১
কর ও শুল্ক	১২৩.৮	৯২.১
এনজিও	৩৬.৪	২৪.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	-	৮.০
কৃষি	৫১.০	৪.০
অন্যান্য	৩৭৫.১	১,৭৯৭.০
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	**১০,৬৮৮.৯**	**১০,৮৩০.১**

৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের খানার সেবাখাত থেকে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো তারতম্য নেই। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭১ দশমিক ২ শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে সেবাখাত থেকে ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে খানার ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ সেবাখাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।[১৩] জরিপে নারীপ্রধান খানার ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতি এবং ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়, এ হার পুরুষপ্রধান খানার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ৪০ দশমিক ২ শতাংশ (চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪: খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার খানার হার* (%)

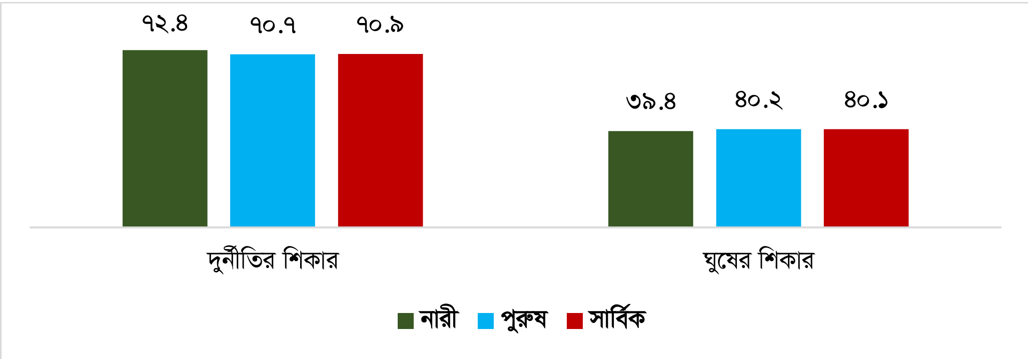

*'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে খানার দুর্নীতি ও ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়নি।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানাপ্রধান উচ্চতর ডিগ্রিধারী (দ্বিতীয় মাস্টার্স/পিএইচডি) সেসব খানার দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ ও ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ। অপরদিকে যেসব খানার খানাপ্রধানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর বা সমমান খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ (চিত্র ৩.৫)।

[১৩] তবে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (অনুচ্ছেদ ৩.৭ দ্রষ্টব্য)

চিত্র ৩.৫: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)

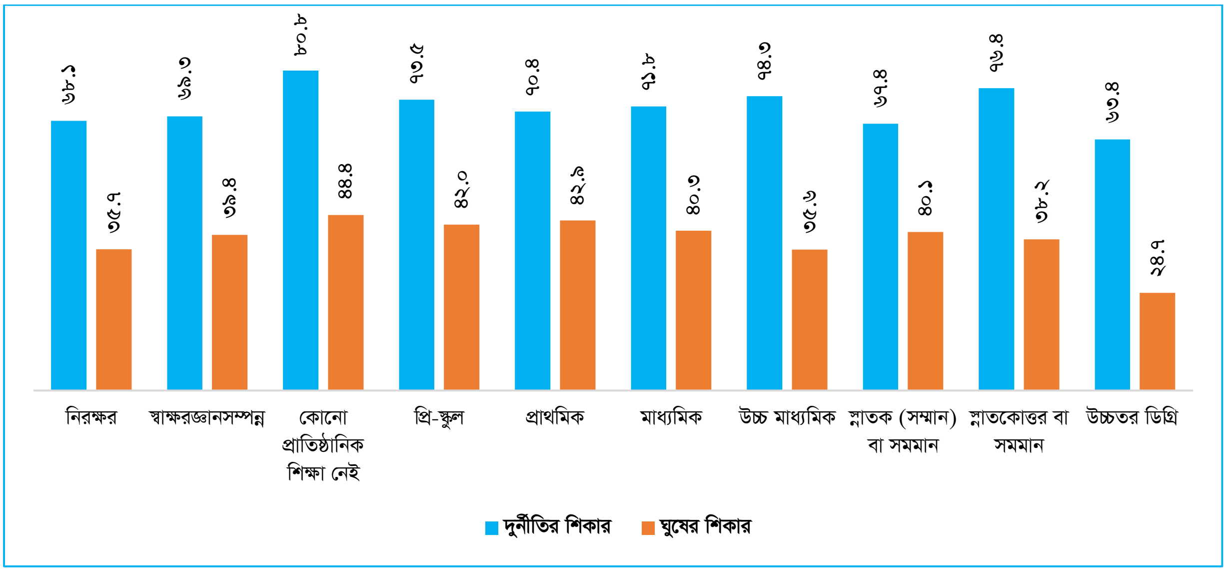

*'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতি ও ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

তবে খানাপ্রধানের পেশার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে কিছুটা তারতম্য লক্ষণীয়। সরকারি চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ইত্যাদি) তুলনায় অন্যান্য পেশার খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেশি।

চিত্র ৩.৬: খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*** (%)

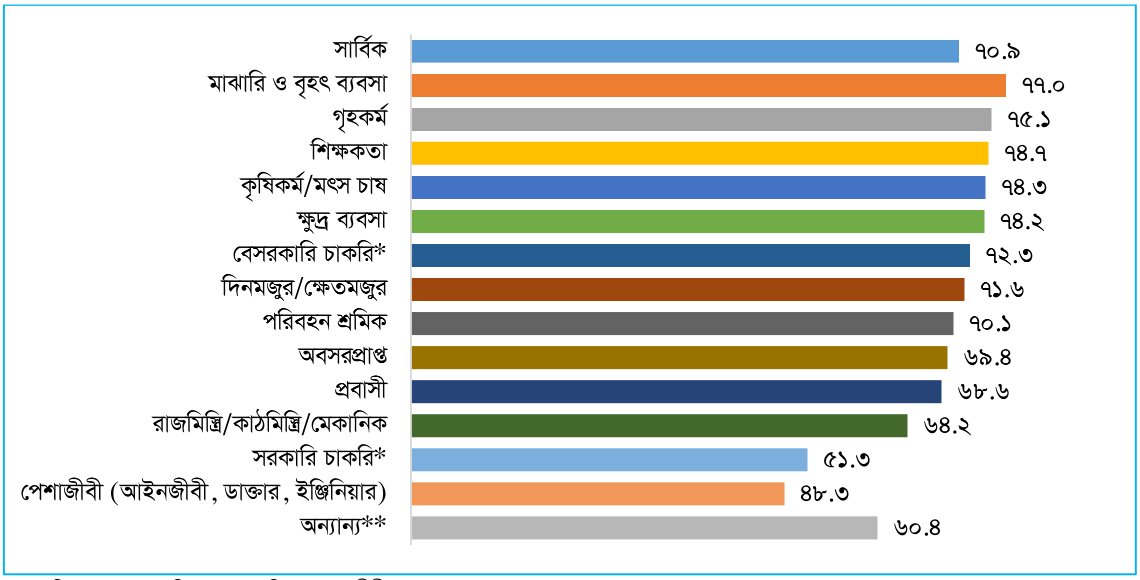

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।
**জেলে, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি।
***'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতির মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

জরিপে যেসব খানাপ্রধান পেশাজীবী ও সরকারি চাকরি চাকরিজীবী সেসব খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ ও ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। এ হার মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে ৭৭ শতাংশ, গৃহকর্ম ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ, শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং কৃষিকর্ম/মৎস চাষের সাথে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ (চিত্র ৩.৬)।

অনুরূপভাবে ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে, যেসব খানাপ্রধান সরকারি চাকরিজীবী বা পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ইত্যাদি) সেসব খানার তুলনায় পরিবহন শ্রমিক, কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত খানাগুলোর ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার বেশি। পেশাজীবী ও সরকারি চাকরিজীবী খানাপ্রধান এমন খানাগুলোর ঘুষের শিকার হওয়ার হার

যথাক্রমে ২০ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ, যেখানে এ হার পরিবহন শ্রমিক, কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৩ শতাংশ, ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ৩.৭)।

চিত্র ৩.৭: খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)**

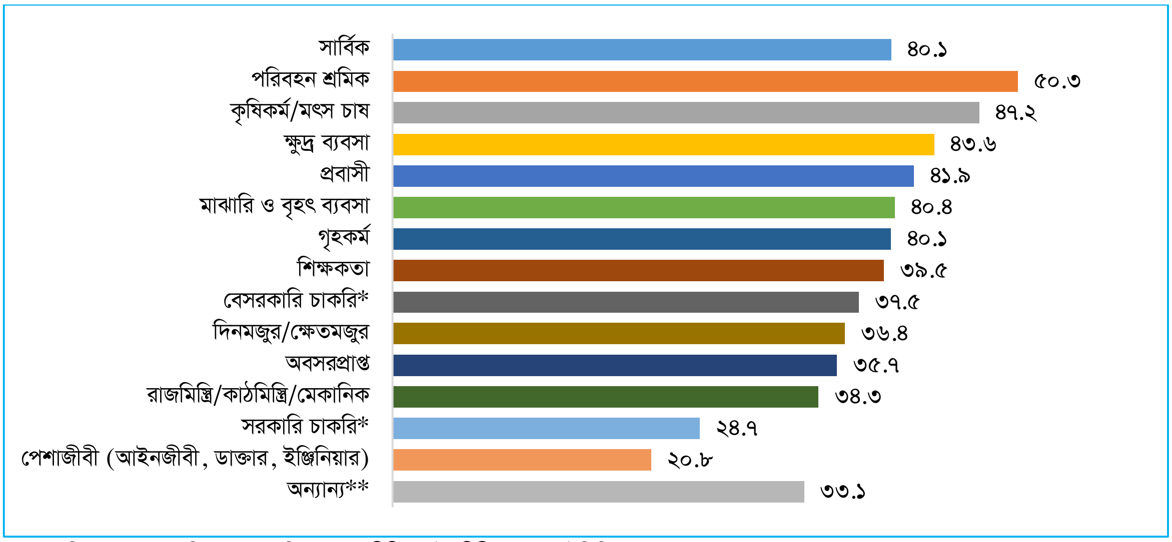

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার) বাদে।
**জেলে, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি।
***'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

খানাপ্রধানের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এরকম খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জরিপে যেসব খানায় খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ, যা খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা নেই এরকম খানার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ (চিত্র ৩.৮)।

চিত্র ৩.৮: খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার* (%)

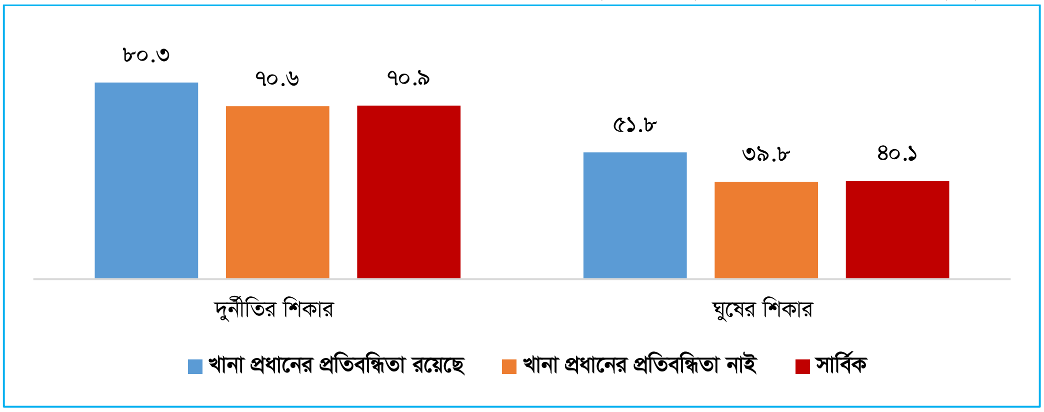

*'z-test' অনুযায়ী যেসব খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় ও ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ২৪ হাজার টাকার কম তাদের তুলনায় যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ৮৫ হাজার টাকা বা এর বেশি তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১ দশমিক ৬ শতাংশ ও ১ দশমিক ৮ শতাংশ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে যে খানাগুলোর আয় এবং ব্যয় নিম্ন তাদের ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৩.৯ ও ৩.১০)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ২৪ হাজার টাকার নিচে সেসব খানা বছরে

মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ২ দশমিক ১ শতাংশ ও ২ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৮৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ করে ঘুষ বাবদ ব্যয় করেছে।

চিত্র ৩.৯: আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

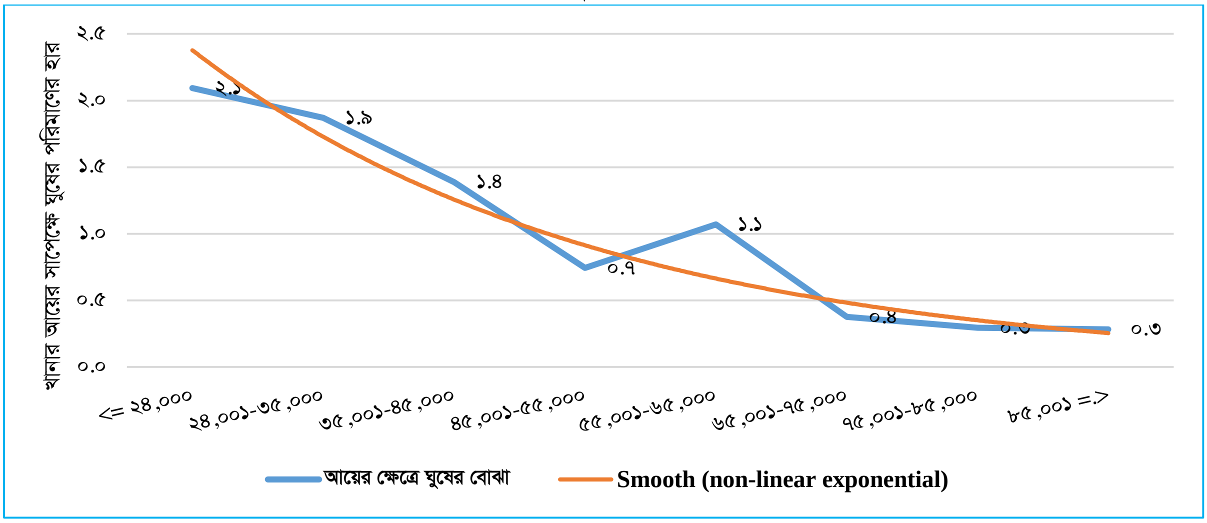

চিত্র ৩.১০: ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

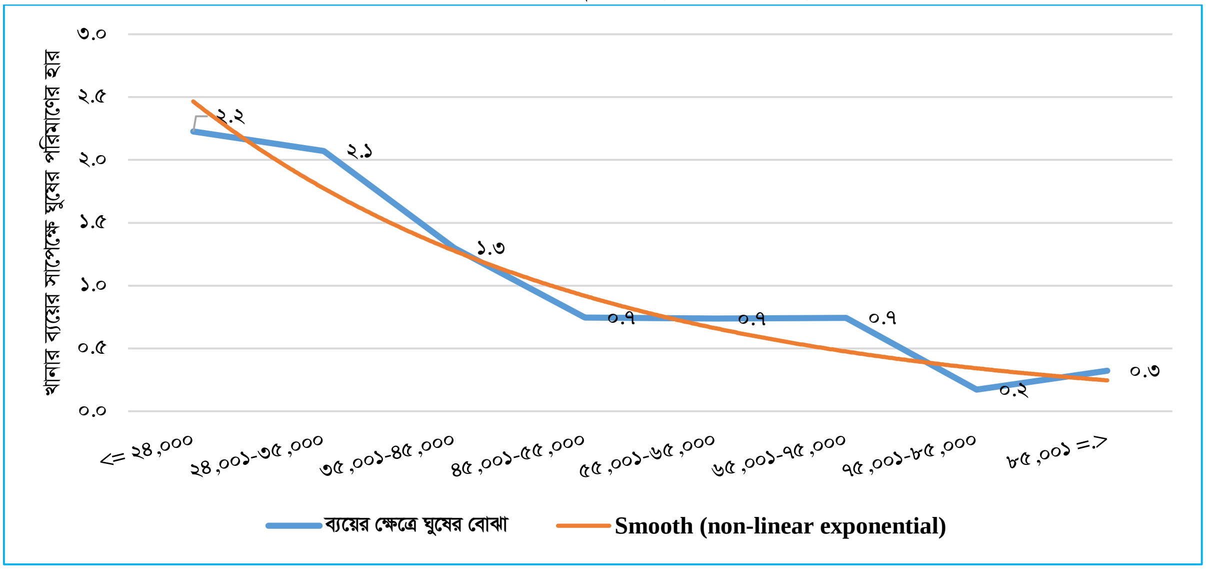

৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি

পরিসংখ্যান টেস্টে সেবাগ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। জরিপে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ নারী এবং ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ (পরিশিষ্ট ৯)। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিসংখ্যান টেস্টে দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য খাতগুলো থেকে সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩.১১)। তবে সার্বিকভাবে এবং ভূমি ও শিক্ষা খাতে পুরুষ সেবা গ্রহণকারী নারী সেবা গ্রহণকারীর তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী এটাও দেখা যায় নারীরা বেশি খাতে সেবা নিতে গেলে পুরুষের তুলনায় দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

চিত্র ৩.১১: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

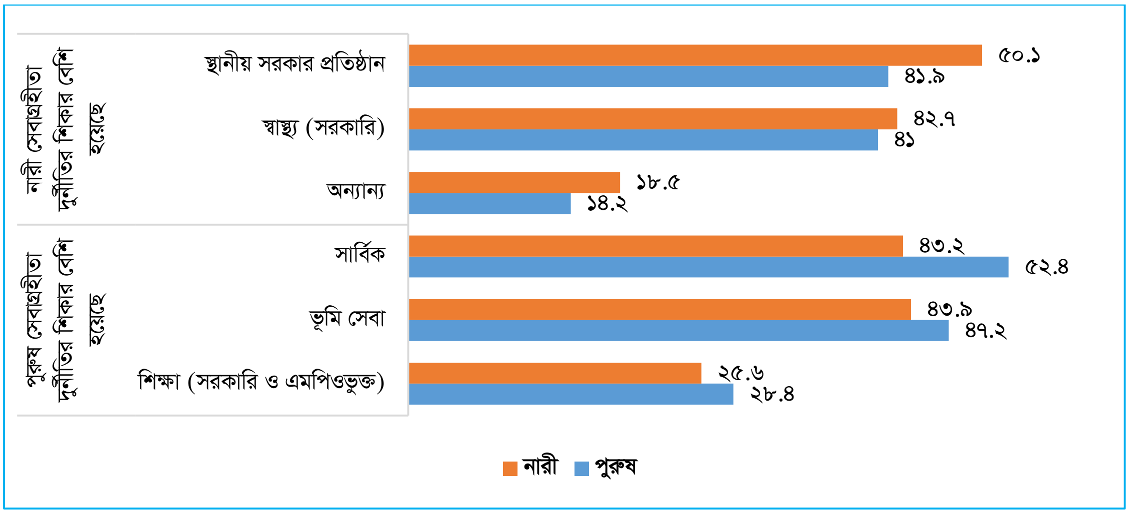

* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

'Chi-square test' অনুযায়ী খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয় (পরিশিষ্ট ১০)। ১৮ বছর বা তার কম বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার ৫৬-৬৫ বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৫০ শতাংশ (চিত্র ৩.১২)।

চিত্র ৩.১২: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

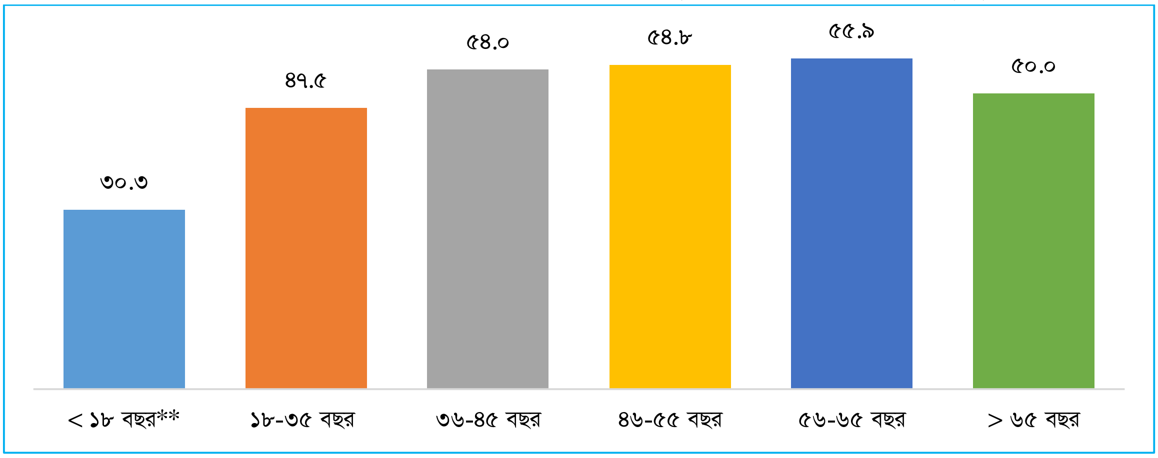

* 'Chi-square test' অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয়।
**১৮ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতারা (মোট সেবাগ্রহীতার ১৩.৭%) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে জন্ম নিবন্ধন সেবাসহ অন্যান্য সেবা নিয়েছে।

৩.৮ দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৭৯ দশমিক ১৪ শতাংশ খানা কোনো অভিযোগ করেনি এবং ১৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ খানা অভিযোগ করেছে (চিত্র ৩.১৩)। যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছে, শূন্য দশমিক ২ শতাংশ দুদকের কাছে এবং ৩ দশমিক ৫ শতাংশ অন্যান্য ব্যক্তি (চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, সাংবাদিক ইত্যাদি) বা প্রতিষ্ঠানে (থানা, ইউএনও, ডিসি অফিস ইত্যাদি) অভিযোগ করেছে।[১৪]

[১৪] একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

চিত্র ৩.১৩: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের (%)

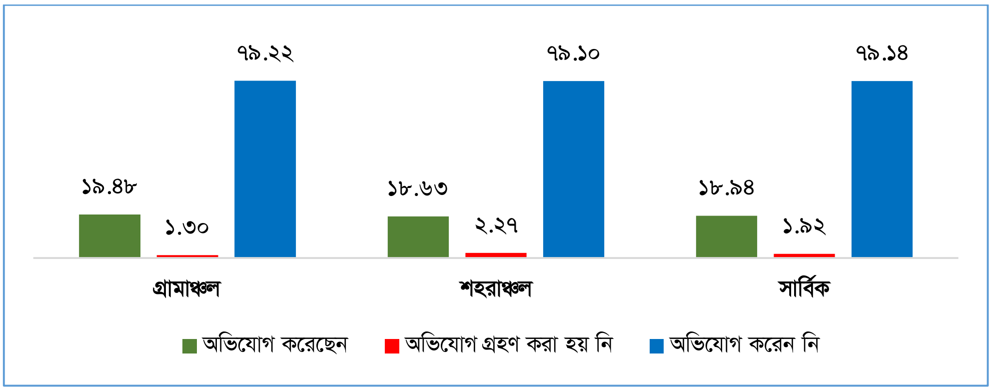

যেসব খানা অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সমাধান হয়েছে (চিত্র ৩.১৪)।

চিত্র ৩.১৪: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ* (%)

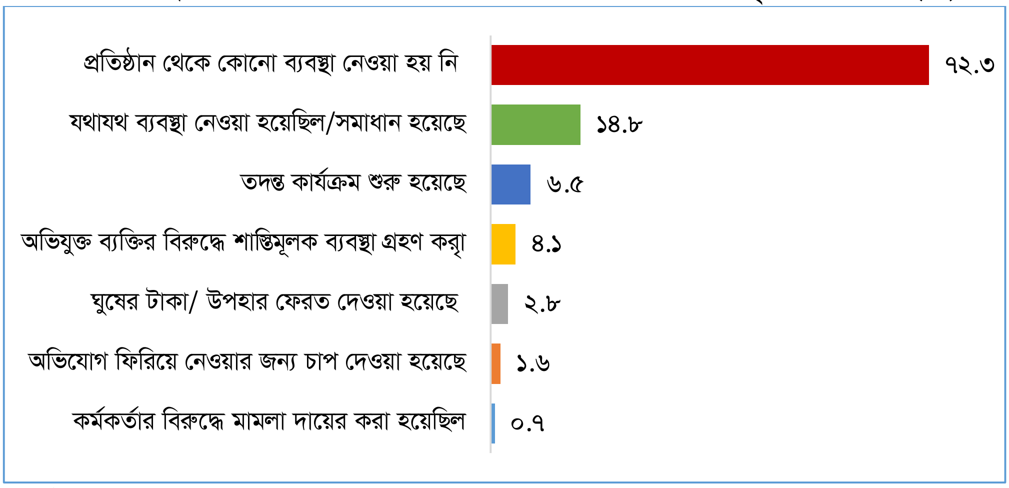

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

অপরদিকে যেসব খানা অভিযোগ করেনি তারা অভিযোগ দায়ের না করার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন (চিত্র ৩.১৫)। অভিযোগ দায়ের না করার কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঝামেলা, হয়রানি ও নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয় (৫৫%) এবং সবখানেই দুর্নীতি হয় তাই প্রয়োজন না মনে করা বা সয়ে যাওয়া (৪৯.১%)। এছাড়া ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা উল্লেখ করেছেন কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই।

চিত্র ৩.১৫: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ* (%)

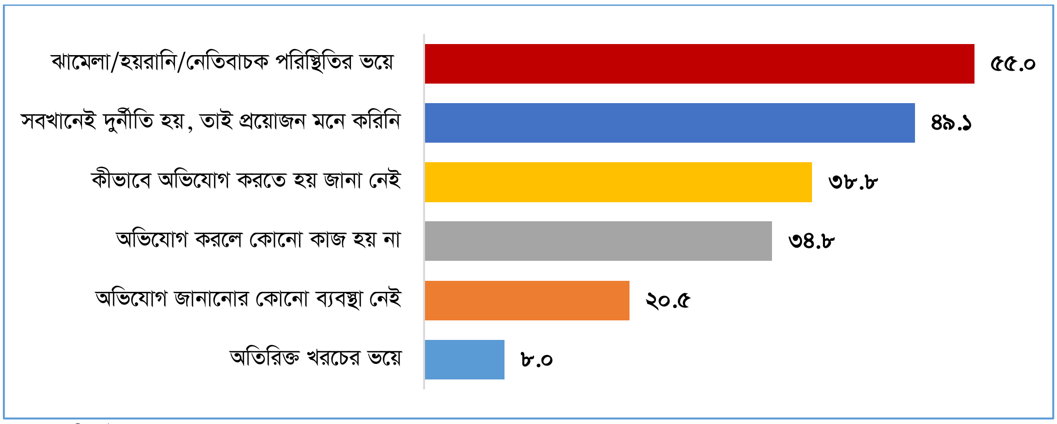

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৩.৯ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭-২০২১

২০১৭ সালে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়, যার মাত্রা ২০২১-তে দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশে (সারণি ৩.৩)। ২০২১ সালের জরিপে ব্যবহৃত একই খাত ব্যবহার করে ২০১৭ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১৭ এর তুলনায় ২০২১ সালে স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বীমা, এনজিও এবং ব্যাংকিং সেবায় দুর্নীতি বেড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা, কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য সেবায় দুর্নীতির পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয় অর্থাৎ একই অবস্থায় আছে। শিক্ষা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও গ্যাস সেবায় দুর্নীতি কমেছে। যেসব খাতে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন পাওয়া গিয়েছে বিদ্যুৎ খাতে (৫.৪%) এবং সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে গ্যাস সেবায় (২৩.১%)। পক্ষান্তরে পাঁচটি খাতে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দুর্নীতির পরিমাণ বেড়েছে, যা সর্বনিম্ন ৬ দশমিক ২ শতাংশ (স্বাস্থ্য) থেকে সর্বোচ্চ ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) পর্যন্ত।

সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৭ ও ২০২১ এর জরিপের তুলনা)*

ক্রমিক নং	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৬৬.৫	৭০.৮
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৫	৭৪.৪
২	পাসপোর্ট	৬৭.৩	৭০.৫
৩	বিআরটিএ	৬৫.৪	৬৮.৩
৪	বিচারিক সেবা	৬০.৫	৫৬.৮
৫	ভূমি সেবা	৪৪.৯	৪৬.৩
৬	কর ও শুল্ক	১১.১	১২.৪
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪২.৫	৪৮.৭
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৬.৭	৪৬.৬
৯	বীমা	১২.৩	২২.২
১০	এনজিও	৫.৪	১৬.৩
১১	ব্যাংকিং	৫.৭	১৫.০
১২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪২.৯	৩৩.৯
১৩	বিদ্যুৎ	৩৮.৯	৩৩.৫
১৪	কৃষি	৪১.৬	২৪.৫
১৫	গ্যাস	৩৮.৩	১৫.২
১৬	অন্যান্য	২২.০	১৭.৫

কোভিড-১৯ থাকার কারণে সেবা ও অনিয়ম দুর্নীতির ধরন পরিবর্তন হয়েছে এবং মানুষের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে ২০১৭ ও ২০২১ এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে **কালো সংখ্যা দিয়ে 'z-test' অনুযায়ী পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, **লাল** দিয়ে বৃদ্ধি এবং **সবুজ** দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে।*

সার্বিকভাবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয়, যার মাত্রা ২০২১-তে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ১ শতাংশে (সারণি ৩.৪)। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে মোট সাতটি খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার কমেছে, যা সর্বনিম্ন ১ দশমিক ১ শতাংশ (এনজিও) হতে সর্বোচ্চ ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ (কৃষি) পর্যন্ত। পক্ষান্তরে এই হার ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন খাতের সংখ্যা একটি, যেখানে বৃদ্ধির হার ১৫ দশমিক ২ শতাংশ (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)।

সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৭ ও ২০২১ এর জরিপের তুলনা)*

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৪৯.৮	৪০.১
১	পাসপোর্ট	৫৯.৩	৫৫.৮
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬০.৭	৫৫.৭
৩	বিআরটিএ	৬৩.১	৫০.২
৪	ভূমি সেবা	৩৭.৯	৩১.৫
৫	কর ও শুল্ক	৯.৪	১০.৪

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
৬	বীমা	৪.৯	৫.৫
৭	ব্যাংকিং	১.১	১.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৮.৩	৩৩.৫
৯	বিচারিক সেবা	৩২.৮	২৩.৭
১০	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.১	১৬.৯
১১	বিদ্যুৎ	১৮.৬	৭.৯
১২	গ্যাস	১১.৯	৬.৪
১৩	স্বাস্থ্য	১৯.৮	৬.২
১৪	কৃষি	৩০.৫	৪.৯
১৫	এনজিও	১.৫	০.৪
১৬	অন্যান্য	৫.৭	৪.২

Note: *২০১৭ ও ২০২১ এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'z-test' অনুযায়ী **কালো** সংখ্যা দিয়ে ২০১৭ সালের সাথে তুলনায় পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, **লাল** দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে।*

অধ্যায় ৪

খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র

৪.১ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের (থানা পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি, আনসার ইত্যাদি) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে, সমাজের বিভিন্ন অংশীজনকে নিরাপত্তা সেবা দিয়ে থাকে, অপরাধ ও অপরাধী চিহ্নিত করে এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে এবং এছাড়াও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে যা এ জরিপে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১০ শতাংশ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলের ৯ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলের ১০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা এ সেবা গ্রহণ করেছে। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে থানা পুলিশের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৬৬.৭%) খানা সেবা নিয়েছে; এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (২১%), ট্রাফিক পুলিশ (১৩.৩%) ও হাইওয়ে পুলিশ (১.২%)। এছাড়া সিআইডি (০.২%), ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (০.২%) থেকেও কিছু খানা সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪.১)। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো অসদাচরণ (১১.৯%), থানা হাজতে/প্রিজন ভ্যানে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন/সামাজিক দূরত্ব না মানার শিকার (১০%), ভয়-ভীতির শিকার (৮%), মিথ্যা মামলায় জড়ানো (৫%), সাধারণ ডায়েরি বা এজাহার গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ (৪.১%), অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নেওয়া/সাড়ানা দেওয়া (৩.৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে গড়ে ৬ হাজার ৬৯৮ টাকা দিতে হয়েছে।[১৫]

চিত্র ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)**

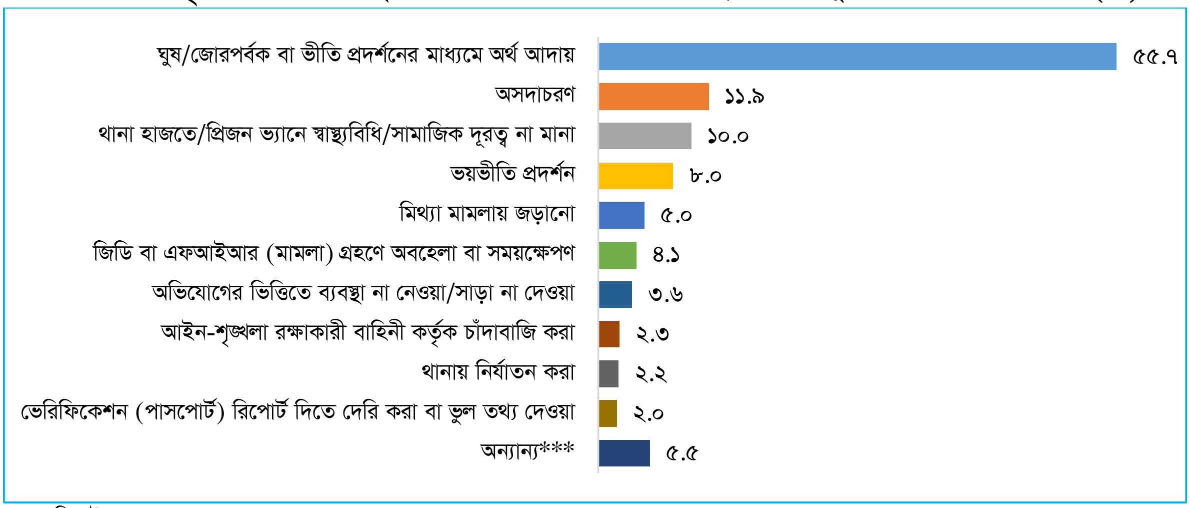

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** ভুল তথ্যে তল্লাশি, জোরপূর্বক সাক্ষী বানানো, বারবার অর্থ দাবি করা ইত্যাদি।

[১৫] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে খানার পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় সেবা গ্রহণকারীর ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ নারী এবং ৮৩ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ। নারী সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৭৩ দশমিক ৬ শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সংস্থাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সংস্থাভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের দ্বারা (৯২%), আর সবচেয়ে কম স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক (১৭.৩%)। হাইওয়ে পুলিশ থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১)। এছাড়া থানা পুলিশ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[১৬]

সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সংস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ[১৭] (টাকা)
থানা পুলিশ	৬৬.৭	৬৭.৪	৫৫.৭	৮,৭০৯
ট্রাফিক পুলিশ	১৩.৩	৯২.০	৮৫.৬	৫,০১৮
হাইওয়ে পুলিশ	১.২	৮৯.১	৭৭.১	৬,৬৩৩
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	২১.০	১৭.৩	৬৬.৩	১,৫৩১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা ট্রাফিক পুলিশের সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে (৮৫.৬%)। সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে থানা পুলিশ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা (৫৫.৭%)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (গড়ে ৮ হাজার ৭০৯ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (গড়ে ১ হাজার ৫৩১ টাকা)। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে হাইওয়ে পুলিশ যার পরিমাণ গড়ে ৬ হাজার ৬৩৩ টাকা (সারণি ৪.১)।

সেবাভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর মধ্যে গ্রেফতার হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৯২.৮%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২)। এরপরে রয়েছে ট্রাফিক সংক্রান্ত (৯০.৬%), পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন (৮৪.৪%) ও এফআইআর বা মামলা (৮০.১%)। অন্যদিকে ট্রাফিক সংক্রান্ত সেবা নেওয়া খানা সবচেয়ে বেশি ঘুষের শিকার হয়েছে (৮৩.৭%) এবং সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে সাধারণ ডায়েরি দায়েরের ক্ষেত্রে (৩৭%)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে এফআইআর বা মামলা সংক্রান্ত সেবার জন্য (গড়ে ১০ হাজার ৫৫৪ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সেবার জন্য (গড়ে ১ হাজার ৩৮৪ টাকা)।

সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সাধারণ ডায়েরি	৩২.৪	৫৮.৭	৩৭.০	২,০৩৫
পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট)	১৬.৩	৮৪.৪	৭১.৪	১,৩৮৪
ট্রাফিক সংক্রান্ত	১৫.৩	৯০.৬	৮৩.৭	৩,২২৪
গ্রেফতার সংক্রান্ত	৮.৭	৯২.৮	৬৭.৮	৯,৯১৮
এফআইআর বা মামলা	৮.৫	৮০.১	৬১.৩	১০,৫৫৪
তদন্ত সংক্রান্ত	৫.৬	৫৫.৮	৪৪.১	১০,১০৪
অন্যান্য ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	৫.৫	৬৬.৪	৪৫	১,৪৬৩
নিরাপত্তা চাওয়া	৫.২	৭৫.৫	৪০.২	৪,২৫৯
অন্যান্য***	৪.৮	৬৬.০	২০.৭	৭,৫৪৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

***তথ্য সংগ্রহ, অস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন ও যাচাই ইত্যাদি।

[১৬] র‍্যাব ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

[১৭] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা বলেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' (৬৯.২%)। এছাড়া ৬৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা বলেছে 'হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য' ঘুষ দিয়েছে। ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা জানিয়েছে 'যথাসময়ে সেবা পেতে' ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে' ১১ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া ২০১৭ এর তুলনায় ২০২১ সালে অসদাচরণের শিকার হওয়া খানার হার ২০ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে (চিত্র ৪.২)। ২০২১ সালে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার গড় পরিমাণ হচ্ছে ৬ হাজার ৬৯৮ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৬ হাজার ৯৭২ টাকা।

চিত্র ৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*** সালের তুলনা**

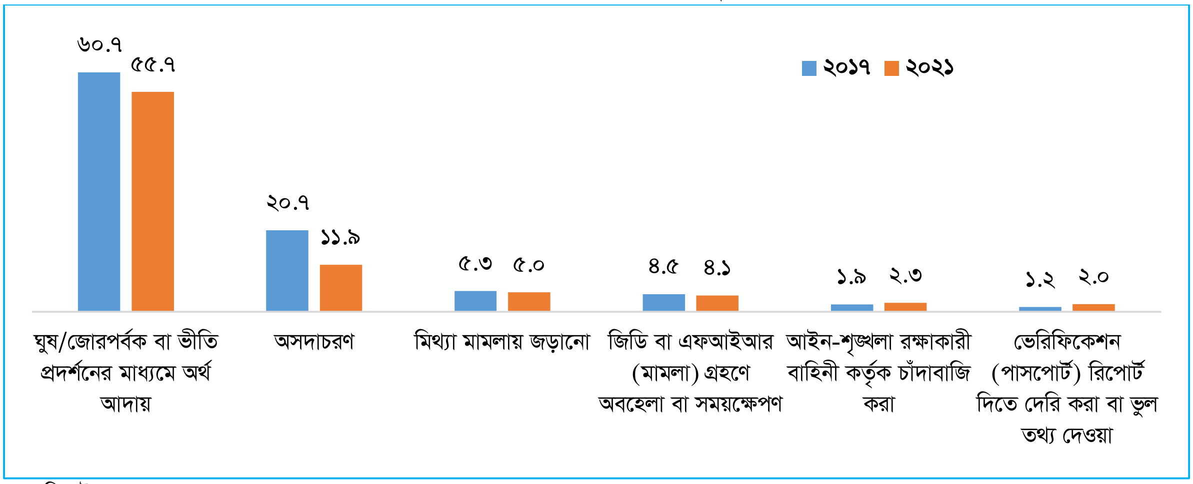

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ পাসপোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বৃদ্ধির ফলে দেশে পাসপোর্টের চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। সরকার পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে ইতোমধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও পরবর্তীতে ই-পাসপোর্টের প্রচলন করেছে। ই-পাসপোর্টের ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি, অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকে ফি জমাদান, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন এবং সেবার মানোন্নয়নে জেলা পর্যায়ের কার্যালগুলোতে পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণ করেছে। ফলে পাসপোর্ট তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট পাওয়ার প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও পাসপোর্ট তৈরির বিভিন্ন ধাপে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬ শতাংশ পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬ দশমিক ১ শতাংশ।[১৮] সেবা গ্রহণকারী খানার ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ নতুন পাসপোর্ট এবং ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ খানা রি-ইস্যু সেবা নিয়েছে। পাসপোর্ট আবেদনের ধরনের ক্ষেত্রে ৯০ দশমিক ২ শতাংশ খানা সাধারণ এবং ৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা জরুরি আবেদন করেছে। উল্লেখ্য, জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

[১৮] কোভিড-১৯ থাকার কারণে পাসপোর্ট সেবা নেওয়ার হার অন্যান্য বছরের তুলনায় কমেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ। পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৬ দশমিক ১ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সময়ক্ষেপণ (২৪.৪%), দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য করা/ দালাল-নির্ভর সেবা (১৬%), হয়রানি (১০.৫%) এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫.৫%)-র শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩)। পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীর ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ নারী এবং ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ। এসব নারীর ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ এবং পুরুষদের ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ৫ হাজার ৫৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৫ হাজার ২২৯ টাকা ও শহরাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৯১৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।[১৯]

চিত্র ৪.৩: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

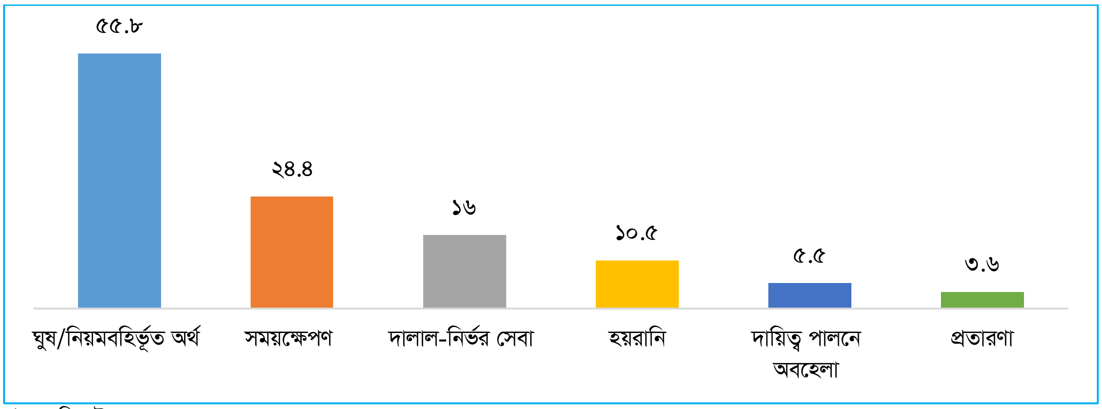

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অফিসভেদে দুর্নীতি: বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা তুলনামূলক কম দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬২ দশমিক ৬ শতাংশ। ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ-কে গড়ে ৪ হাজার ৭০৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হওয়া হার ৫৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৬ হাজার ৩৬০ টাকা।

অন্যের সহযোগিতা নেওয়া বা নিতে বাধ্য হওয়া: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৮০ দশমিক ৫ শতাংশ সেবা গ্রহণের কোনো না কোনো পর্যায়ে অন্যের সহযোগিতা নিয়েছে বা পুরো কাজটি সম্পন্ন করার জন্য চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ দালাল, ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর, ১৫ দশমিক ১ শতাংশ পরিচিত ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়েছে। অন্যের সহযোগিতায় পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে অন্যের সহযোগিতা নিয়েছে এরূপ খানার ৭৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৫১ দশমিক ৫ শতাংশ (চিত্র ৪.৪)। যেসব খানা অন্যের সহযোগিতা নিয়ে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে সেসব খানার ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশ-কে গড়ে ৫ হাজার ১৯৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবর্হিভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থ আত্মসাৎ করেছে, এ হার অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ২ শতাংশ এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ২ হাজার ৫৩৭ টাকা।

[১৯] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৪: সহযোগিতা নিয়ে এবং সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

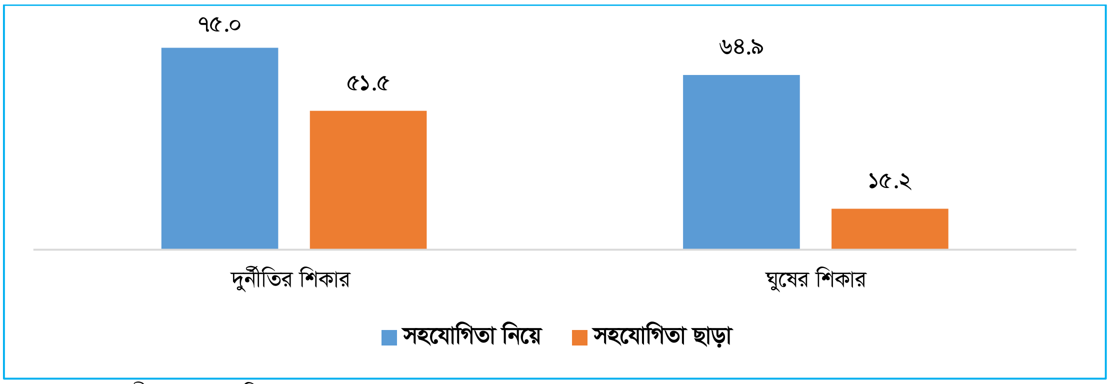

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতি: রি-ইস্যু সংক্রান্ত পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা এবং নতুন পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য লক্ষ করা যায়নি। নতুন পাসপোর্ট আবেদনকারীদের ৭০ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানার ৭০ শতাংশ (চিত্র ৪.৫)। নতুন পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৫ হাজার ৩৯০ টাকা এবং রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৩ হাজার ৯৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। পাসপোর্টের জন্য সাধারণ আবেদনকারী খানার ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা জরুরি আবেদনকারী খানার ৯১ দশমিক ৭ শতাংশ। অপরদিকে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে খানাকে গড়ে ৫ হাজার ১৭৪ টাকা এবং জরুরি আবেদনকারী খানাকে গড়ে ৩ হাজার ৮০৩ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৫: পাসপোর্টের ধরন ও আবেদনের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

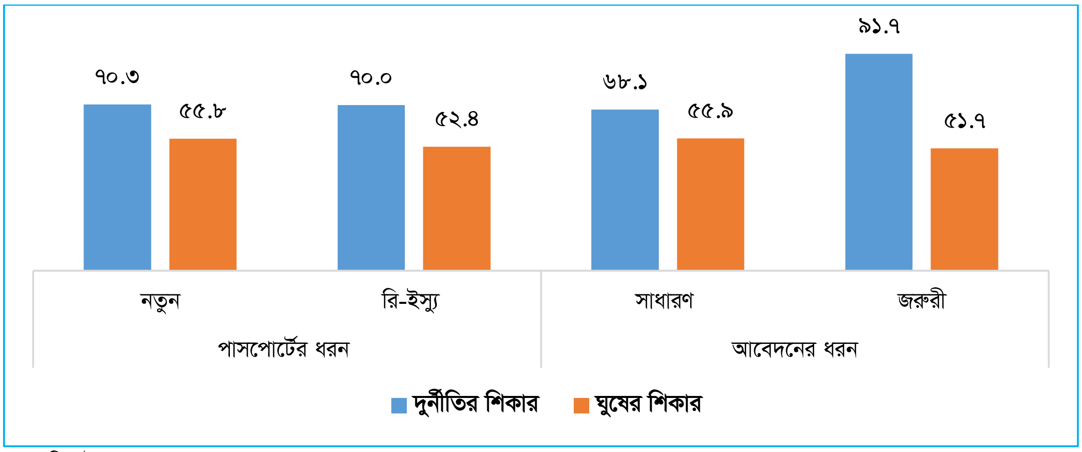

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ 'হয়রানি ও জটিলতা এড়ানোর জন্য ঘুষ দেওয়া'কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এছাড়াও 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' (৬৬.১%), 'যথাসময়ে সেবা পেতে' (৬৬%), 'নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়' (২৩.৫%), 'নিয়মকানুন সম্পর্কে জানা না থাকায়' (১৭%), ও 'দ্রুত সেবা পেতে' (১৪.৯%) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছিল, যা ২০২১ সালে ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে।[২০] অনুরূপভাবে ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ছিল ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ হয়েছে (চিত্র ৪.৬)। এছাড়া ঘুষের পরিমাণও ২০১৭ সালের ২ হাজার ৮৮১ টাকার তুলনায় ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ হাজার ৫৫ টাকা হয়েছে।

[২০] 'z-test' অনুযায়ী দেখা এ পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয় বা একই অবস্থা বিরাজ করছে।

চিত্র ৪.৬: পাসপোর্ট সেবায় বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৭ ও ২০২১***

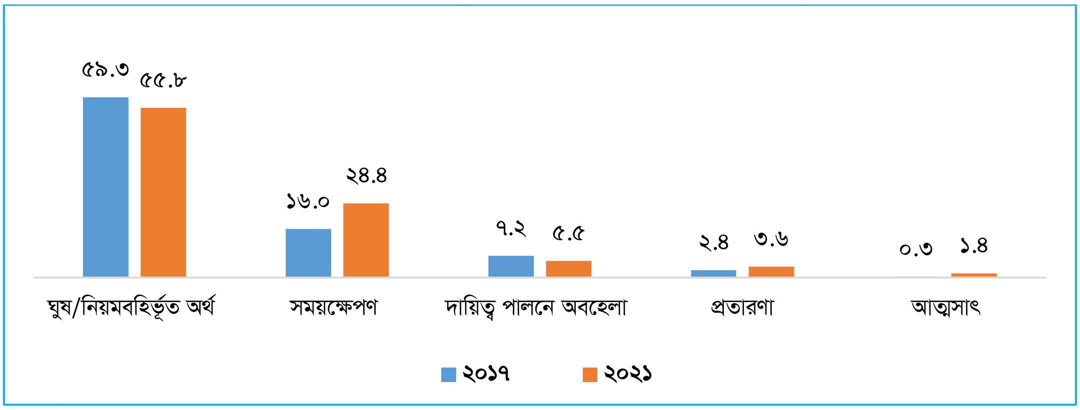

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও এ খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান মালিক ও চালক সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের করসহ বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখার ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে (২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ হাজার ৫৪৩ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।[২১] সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতি ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২২]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে মোটরযান চালক হিসেবে সেবা গ্রহণ করেছে ৮৪ দশমিক ১ শতাংশ এবং মোটরযান মালিক হিসেবে সেবা গ্রহণ করেছে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানা। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মোটরযান চালক সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (৩৬.৭%), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (২৭.১%), শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (৭.১%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করে। অন্যদিকে মোটরযান মালিক সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন (১৪.৭%), রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন (৩.৮%), ফিটনেস সনদ সংগ্রহ ও নবায়ন (২.৬%), মোটরযানের নথি/কাগজপত্র জমা দেওয়া (১.৪%) এবং ট্যাক্স টোকেন ইস্যু (১%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণকারীদের ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অঞ্চলভেদে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শহরাঞ্চল (৬৬.৬%) অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের (৭৬.৮%) সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে বিআরটিএ হতে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মোটরযান মালিক (৪৪.৬%) অপেক্ষা মোটরযান চালক সংশ্লিষ্ট সেবায় (৭২.৩%) দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার বেশি। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৫০ দশমিক ২ শতাংশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ দিয়েছে বা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়েছে।

বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে সময়ক্ষেপণ (৩০.১%), দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য করা বা দালাল কর্তৃক হয়রানি (২৫.৯%), অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার (৬.৮%) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.৭)। এছাড়া ১০ শতাংশ খানা করোনা কালে সেবা প্রদানের সময় বিআরটিএ কার্যালয়ে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা সামাজিক

[২১] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০২১, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১, বিস্তারিত জানতে দেখুন: http://brta.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brta.portal.gov.bd/annual_reports/c8d0f843_d1a2_422c_b2cf_53091eb73ff9/2021-10-14-11-07-6ef3ef102029c76005cf0002de39c8a6.pdf, ১৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে সংগৃহীত।

[২২] মো. রেজাউল করিম, 'রোড সেফটি এন্ড ট্রাফিক কনজেসশন,' দ্য ডেইলি স্টার, ঢাকা, বিস্তারিত দেখুন: http://www.thedailystar.net/news-detail-110877.২০ এপ্রিল , ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়নি বলে জানান। বিআরটিএ হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৫ হাজার ১৪৭ টাকা দিয়েছে।[২৩]

চিত্র ৪.৭: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

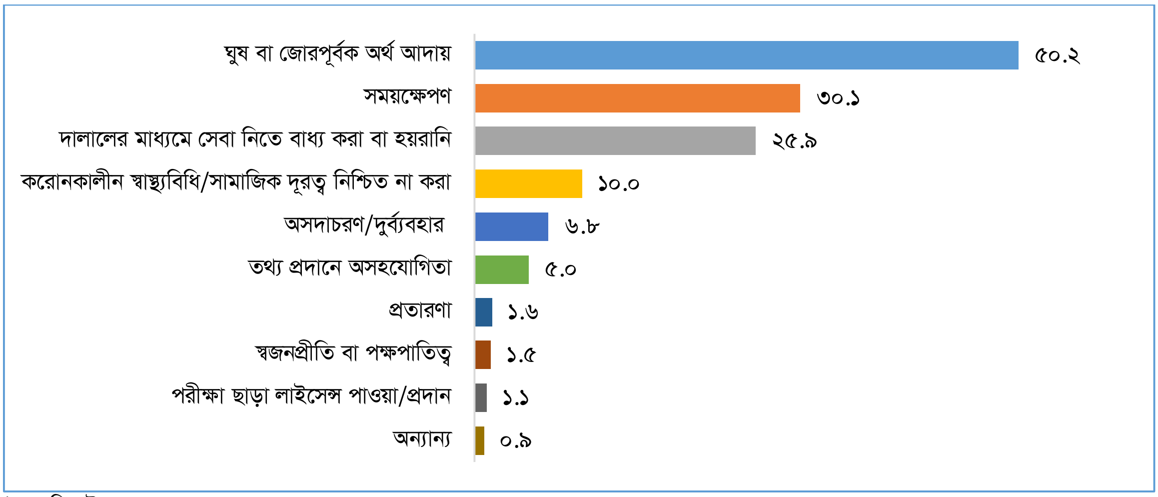

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যের সহযোগিতা নেওয়া বা নিতে বাধ্য হওয়া: সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ খানা কারও সহযোগিতা ছাড়া নিজেরা সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দালাল, পরিচিত ব্যক্তি, শো-রুম বা অন্য কারও মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছে (কয়েকটি খানা কিছু সেবা নিজে নিয়েছে এবং কিছু সেবার ক্ষেত্রে অন্যের সহায়তা নিয়েছে)। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পেশাদার দালালের সহযোগিতা নিয়েছে ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। নিজে সেবা গ্রহণ করার চেয়ে দালাল বা অন্যের সহায়তা নেওয়া খানা অধিক দুর্নীতির শিকার হয়েছে। যেসব খানা নিজেই সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৬ দশমিক ৪ শতাংশ । এক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হয়েছে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৩ হাজার ৮৩০ টাকা। পক্ষান্তরে, যেসব খানা কারও সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছে সেসব খানার মধ্যে ৮৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে ঘুষের শিকার খানার হার ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার ৪৮৯ টাকা।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ থেকে গৃহীত সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মোটরযান চালক হিসেবে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮৩.১%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই সেবাটি নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে ৬৬ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৫ হাজার ৯৫২ টাকা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে মোটরযান মালিক সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করতে ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৮১৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩)।

সারণি ৪.৩: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণের হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ[২৪] (টাকা)
ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু	৩৬.৭	৮৩.১	৬৬.০	৫,৯৫২
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	২৭.১	৬৩.৪	৪৬.৩	৪,২১০
মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন	১৪.৭	৪০.৩	২৫.৭	৪,৮১৪
শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স	৭.১	৬৩.৩	৪২.৯	১,৪৪৩
মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন	৩.৮	২০.৬	১৩.৩	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে গড় ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়নি।

[২৩] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।
[২৪] *প্রাগুক্ত*।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য ঘুষ দিয়েছে বলে জানায় এবং ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঘুষ ছাড়া সেবা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়া অন্যান্য কারণ হিসেবে খানাগুলো যথাসময়ে সেবা পাওয়া (৫৫.৩%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান (২৪.৯%), পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া বা পরীক্ষায় পাশ করা (৬.২%) ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালের খানা জরিপে বিআরটিএ হতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এমন খানার হার ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ঘুষের শিকার খানার হার ৫০ দশমিক ২ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল যথাক্রমে ৬৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২১ সালে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তার গড় পরিমাণ ৫ হাজার ১৪৭ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৬ হাজার ৩১৮ টাকা। ২০১৭ এর তুলনায় ২০২১ সালে সার্বিকভাবে বিআরটিএ'র সেবায় দুর্নীতির হারে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনিয়ম-দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ঘুষ বা জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য করা বা দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার খানার হার কিছুটা কমলেও সময়ক্ষেপণের শিকার খানার হার বেড়েছে (চিত্র ৪.৮)। এছাড়া ২০২১ সালে অন্যান্য কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির হার বেড়েছে, যা ২০১৭ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল না। যার মধ্যে অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার (৬.৮%), তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (৫%), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব (১.৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪.৮: বিআরটিএ থেকে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

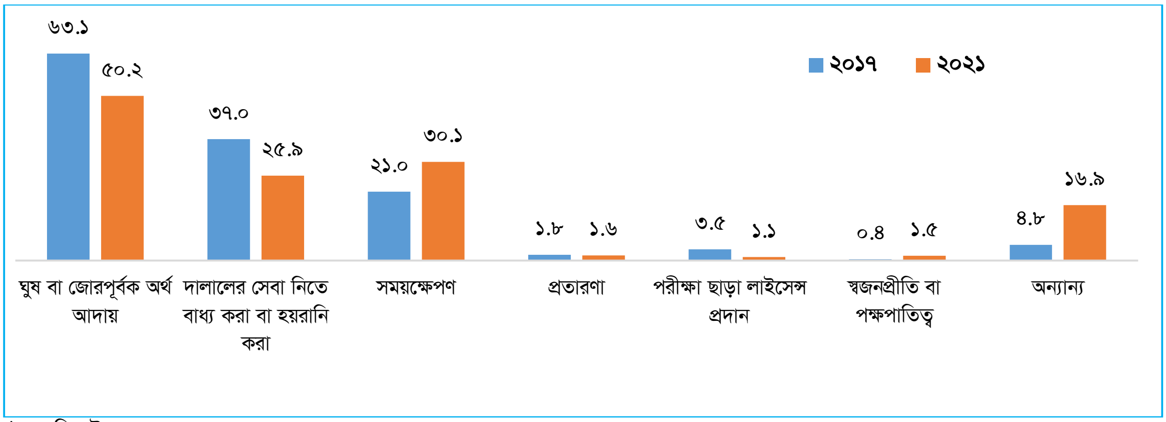

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪ বিচারিক সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ, ট্রাইবুনালসমূহ ইত্যাদি) আদালত বিদ্যমান। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, যা বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে দেখা যায়, ৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৭ দশমিক ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। জরিপে দেখা গেছে, বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৬৬.১%) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ, উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ৪ শতাংশ।

মামলার বিষয়বস্তু: জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬১.১%) (সারণি ৪.৪)। এছাড়া মারামারি/দাঙ্গা (৯.৫%), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫.৩%), মাদক সংক্রান্ত (৪%), হত্যা

(৩.৩%), অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ (৩%), প্রতারণা সংক্রান্ত (২.২%), চুরি সংক্রান্ত (২.২%), পারিবারিক সহিংসতা (১.৩%) এবং অন্যান্য (৫.১%) মামলা দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন।

সারণি ৪.৪: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরনভেদে* সেবা গ্রহণকারী খানার হার

মামলার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ	৬১.১
দাঙ্গা/মারামারি	৯.৫
নারী ও শিশু নির্যাতন	৫.৩
মাদক সংক্রান্ত	৪.০
হত্যা	৩.৩
অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	৩.০
প্রতারণা	২.২
চুরি	২.২
পারিবারিক সহিংসতা	১.৩
অন্যান্য***	৫.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** আঘাত, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিবাহ বিচ্ছেদ, ডাকাতি, রীট, ভূমি জরিপ ইত্যাদি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এবং খানাগুলো গড়ে ১৯ হাজার ৯৬ টাকা ঘুষ দিয়েছে। খানাগুলোকে মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ আইনজীবীর উদ্দেশ্যমূলক সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে অন্যতম অনিয়ম হিসেবে উল্লেখ করেছে (চিত্র ৪.৯)। এছাড়া নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ২৬ দশমিক ১ শতাংশ নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/মুহুরি অতিরিক্ত টাকা দাবি করে বলে জানায়। এছাড়া আইনজীবীর সহকারী/মুহুরির মাধ্যমে হয়রানির শিকার (২২.৯%), নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবীর পর্যাপ্ত সময় দিতে না চাওয়া (১৯.৯%), আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতার শিকার (১৭.৬%), নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর না রাখা (১৫.৭%), কোর্ট বা এজলাসে স্বাস্থ্যবিধি/সামাজিক দূরত্ব পরিপালন না করা (১৫.৩%), যথাযথভাবে আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত না করা (১৪.৮%) সহ ইত্যাদি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৯: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

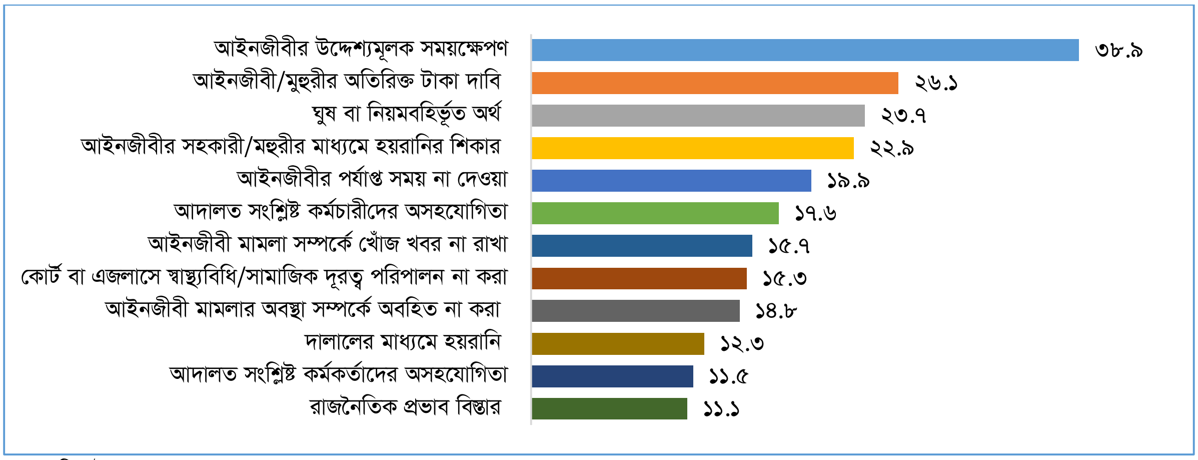

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আদালত ভেদে দুর্নীতি: ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক

সেবা নিয়েছে তাদের ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৪ দশমিক ৬ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫: আদালতভেদে* বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার হার (%)	ঘুষের পরিমাণ[২৫] (গড় টাকা)
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৬৬.১	৪৮.৮	২১.৭	৩৩,৭০৩
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৯.৩	৫৫.৯	২২.৬	১৮,৮৫৪
উচ্চ আদালত	১.৪	৪৪.৬	৩৮.৩	-***
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	৪.০	৪৯.৩	২১.৮	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়নি।

অপরদিকে, জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ২১ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৩৩ হাজার ৭০৩ টাকা। একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ২২ দশমিক ৬ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ১৮ হাজার ৮৫৪ টাকা।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে যেসব খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ বলেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'। এছাড়া জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা 'হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য', ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা 'যথাসময়ে সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য', ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ 'নির্ধারিত ফি না জানার কারণে', ২২ দশমিক ২ শতাংশ খানা 'দ্রুত সেবা পেতে বা শুনানি করানোর জন্য', ৯ দশমিক ৯ শতাংশখানা 'মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য' ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ৬ দশমিক ৬ শতাংশ জামিন করানোর জন্য, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট (যেমন রায়ের কপি ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য, ৪ দশমিক ৩ শতাংশ সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য এবং ১ দশমিক ৯ শতাংশ শুনানির তারিখ পেছানোর জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিচারিক সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ। জরিপে ২০২১ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ (চিত্র ৪.১০)। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ২০২১ সালে গড়ে ১৯ হাজার ৯৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৬ হাজার ৩১৪ টাকা।

চিত্র ৪.১০: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

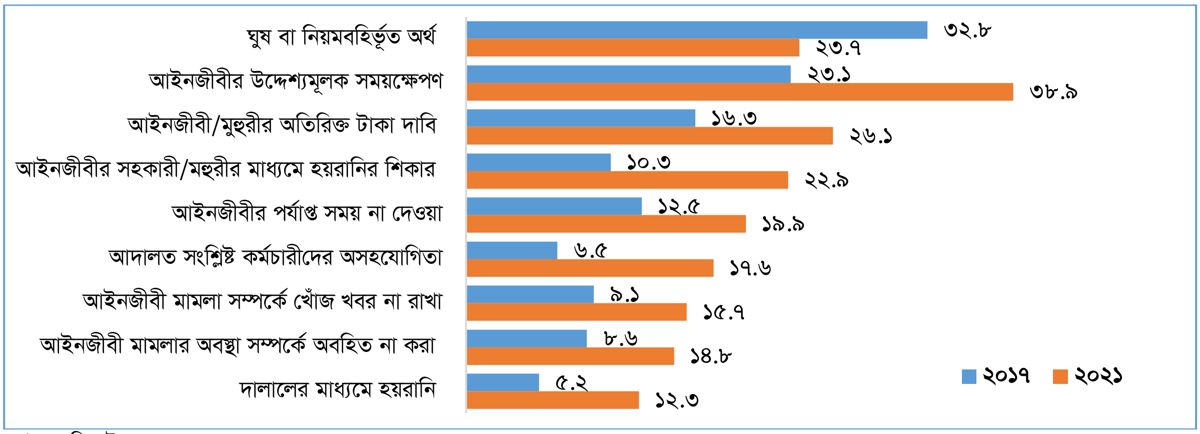

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

[২৫] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির[২৬] মূল উদ্দেশ্য সবার জন্য প্রাথমকি স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা, জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা, বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।[২৭] জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউএসসি), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে জেলা সদর হাসপাতাল এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে বিদ্যমান থাকা কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকেও নতুন ভাবে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৯২ দশমিক ৯ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ সরকারি, ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ বেসরকারি ও শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্বাস্থ্য বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ ছিলেন যথাক্রমে ৪৬ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৫৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার হার যথাক্রমে ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৯২ দশমিক ৬ শতাংশ।

চিত্র ৪.১১: স্বাস্থ্যসেবার ধরনভেদে* সেবাগ্রহীতার হার (%)**

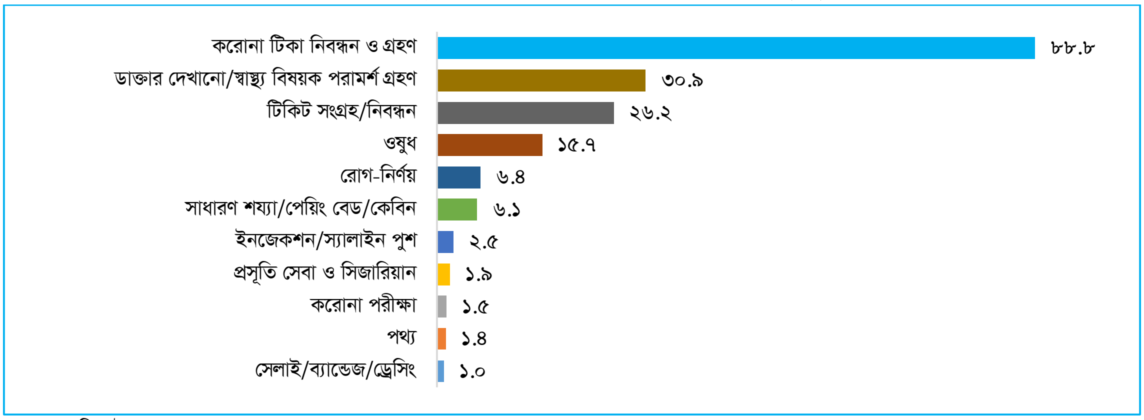

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক (৮৮.৮%) খানা করোনা টিকা নিবন্ধন ও গ্রহণ করেছে (চিত্র ৪.১১)। এছাড়া ডাক্তার দেখানো/স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করেছে ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা এবং টিকিট সংগ্রহ বা নিবন্ধন করেছে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারীদের ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং পুরুষদের ৪১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতা খানার ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার শহরাঞ্চলের খানার ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ। দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না হওয়ার অভিযোগ করছে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানা করোনা টিকা দেওয়ার পূর্বে টিকা সম্পর্কিত তথ্য ব্যাখ্যা না করা এবং টিকা-পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ করেছে (চিত্র ৪.১২)। এছাড়া সময়ক্ষেপণ, চিকিৎসায় অবহেলা ও হয়রানির[২৮] শিকার হয়েছে ২২ দশমিক ৭ শতাংশ

---

[২৬] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিস্তারিত: http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/; সর্বশেষ ভিজিট: ২৭ জুলাই ২০২২।

[২৭] *প্রাগুক্ত*।

[২৮] অবহেলা ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির ক্ষেত্রে রোগের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে না শুনেই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া, চিকিৎসা দিতে ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক অস্বীকৃতি

খানা, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা এবং ওষুধ সংক্রান্ত অনিয়মের শিকার হয়েছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা।[২৯] প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা পায়নি ৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা এবং কর্মচারী/কর্মকর্তা দ্বারা খারাপ আচরণের শিকার হয়েছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানা।

বেসরকারি ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে বাধ্য করা হয়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে। এ হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল রোগ নির্ণয়, অপারেশন ও সিজারিয়ান সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে সেবা গ্রহণের সময় ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা স্বাস্থ্য সহকারী পায়নি ৩ শতাংশ খানা। বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে (ডাক্তার দেখানো, কোভিড-১৯ টিকা, টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি) সিরিয়াল ভঙ্গের শিকার হয়েছে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা; এক্ষেত্রে অনেকেই ঘুষ, স্বজনপ্রীতির বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সিরিয়াল ভেঙ্গে আগে সেবা গ্রহণ করেছে বলে উত্তরদাতারা উল্লেখ করেন।

চিত্র ৪.১২: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের* অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

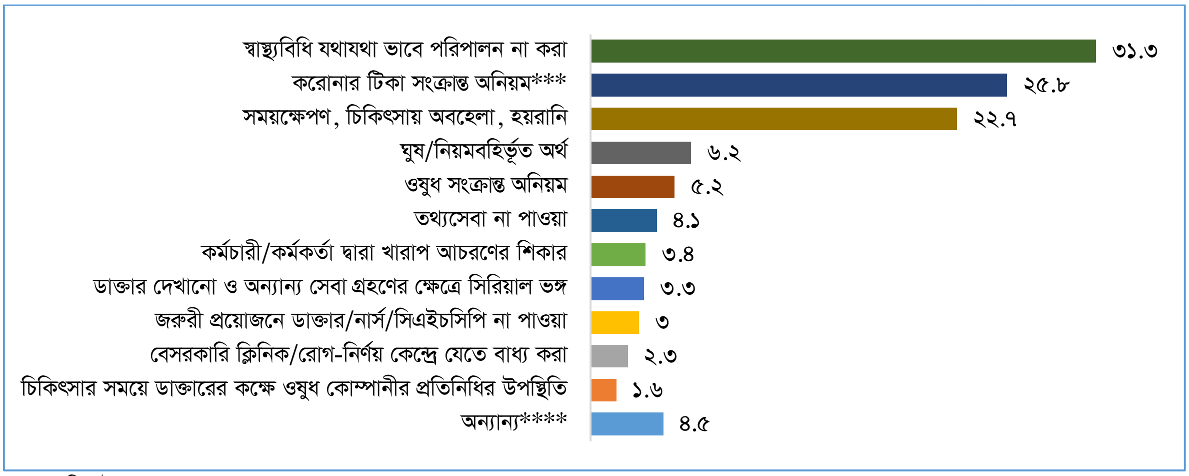

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** টিকা প্রদানের পূর্বে টিকা সম্পর্কিত তথ্য ব্যাখ্যা না করা ও টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানানো হলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া।
**** বিভিন্ন সেবা পাওয়ার জন্য তদবির বা সুপারিশ জোগাড় করতে বাধ্য হওয়া, হাসপাতালে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানানো, নিম্নমানের পথ্য বা খাবার, স্বজনপ্রীতি বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে যেসব খানা স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬৮০ টাকা দিতে হয়েছে।[৩০] ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৭৪৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৬৩৭ টাকা।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৩২.২%) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, তবে দুর্নীতির হার সবচেয়ে বেশি ছিল জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতালে (৫২.৪%) (সারণি ৪.৬)। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (১২%)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি ছিল জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতালে (খানাপ্রতি গড়ে ৭০৪ টাকা) এবং সর্বনিম্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (খানাপ্রতি গড়ে ১৭ টাকা)।

জানানো, আইসিইউ/ ভেন্টিলেশন/অক্সিজেন/অ্যাম্বুলেন্স সেবা পেতে হয়রানির শিকার, অফিস সময়ে হাসপাতালে ডাক্তারদের অনুপস্থিতি, অন্তর্বিভাগে নিয়মিত ডাক্তারদের রাউন্ড না দেওয়া, ডাক্তারের পরিবর্তে নার্স/শিক্ষানবীশদের দ্বারা অপারেশন/সিজারিয়ান সম্পন্ন করায় জটিলতার সৃষ্টি হওয়া, টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে টিকা গ্রহীতাদের বসার সুযোগ না দিয়ে দাড়ানো অবস্থাতেই টিকা প্রদান করা, রোগ নির্ণয়ের রিপোর্ট পেতে বিলম্ব হওয়া, দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[২৯] ওষুধ সংক্রান্ত অনিয়মের ক্ষেত্রে সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ না পাওয়া, অপেক্ষাকৃত কম দামী ওষুধ (জ্বর ও গ্যাস্ট্রিকের) ছাড়া অন্যান্য ওষুধ না পাওয়া, টাকা ছাড়া ওষুধ না পাওয়া, অপারেশনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (গ্লাভস, ব্যান্ডেজ, ক্যানুলা, কটন) ও ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[৩০] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

সারণি ৪.৬: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৩১] (টাকা)
কমিউনিটি ক্লিনিক	১২.৩	৪৭.৯	৭.০	১৭
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৯.৪	৩২.০	২.৬	৪৫
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩২.২	৩৮.৭	৪.০	৪৯৫
জেলাসদর/জেনারেল হাসপাতাল	২২.৬	৫২.৪	৩.০	৭০৪
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৯.৬	৪৮.৭	১২.০	৬৮৪
বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ	১৯.৩	৩৫.৮	২.৬	৬৩২
অন্যান্য***	১২.০	৩৭.৯	৪.২	-****

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ব্যতিত অনান্য করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র, সরকারিভাবে পরিচালিত বেসরকারি করোনা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল, বিজিবি হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য হাসপাতাল ইত্যাদি।
**** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে গড় নির্ণয় করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়া এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে পথ্য সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক (৬৬.৪%)। এছাড়া ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহারে ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ, সেলাই/ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং সেবায় ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং করোনা টিকা নিবন্ধন ও গ্রহণ সেবায় ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৭)। অপরদিকে করোনা টিকা ব্যতীত অন্যান্য টিকা/ভ্যাকসিন গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার সবচেয়ে কম (৬.৮%)।

সারণি ৪.৭: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ****

সেবার ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৩২] (টাকা)
পথ্য	১.৪	৬৬.৪	০.৫	-***
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	০.৮	৫৬.৫	৪৩.৬	১৪১
সেলাই/ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং	১.০	৫৫.১	৩৮.৪	২৫৬
অপারেশন	১.০	৪৮.৫	৭.৮	-***
করোনা টিকা নিবন্ধন ও গ্রহণ	৮৮.৮	৪২.৮	০.৪	৪৩১
করোনা পরীক্ষা	১.৫	৪০.২	১৮.৩	-***
রোগ-নির্ণয়	৬.৪	৩৯.৮	১২.৭	৬৯৪
ওষুধ	১৫.৭	৩৮.৩	৩.১	১৩
সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন	৬.১	৪০.২	১৭.৫	৯৮৪
প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান	১.৯	৩৩.৫	১৯.৪	২,২৫৬
ডাক্তার দেখানো/স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ	৩০.৯	২৯.৩	৩.৩	১৯২
টিকিট সংগ্রহ/নিবন্ধন	২৬.২	১৯.৫	৫.৮	৩৫
ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ	২.৫	১৮.৫	৮.০	-***
বিভিন্ন টিকা গ্রহণ (করোনা টিকা ব্যতীত)	০.৮	৬.৮	২.১	-***
অন্যান্য****	২.৩	৪৫.৮	২৪.১	৩৩৫

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে গড় নির্ণয় করা হয়নি।
**** আইসোলেশন শয্যা/আইসিইউ/ভেন্টিলেশন/অক্সিজেন সেবা, ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা, সার্টিফিকেট গ্রহণ, দুর্যোগকালীন জরুরি চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি।

ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিল ট্রলি/হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে (৪৩.৬%), যেখানে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ১৪১ টাকা। এছাড়া প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ১৯ দশমিক ৪

[৩১] *প্রাগুক্ত।*
[৩২] *প্রাগুক্ত।*

শতাংশ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ২ হাজার ২৫৬ টাকা), ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ করোনা পরীক্ষায়, সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন পেতে ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ৯৮৪ টাকা) এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় সেবায় সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১২ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষের শিকার হয় (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ৬৯৪ টাকা)।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৬২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায়না' বলে জানান (চিত্র ৪.১৩)। এছাড়া হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য (৫২.৯%), যথাসময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৪৭.৮%) এবং নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় (৩১.১%) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

চিত্র ৪.১৩: স্বাস্থ্যসেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ (%)*

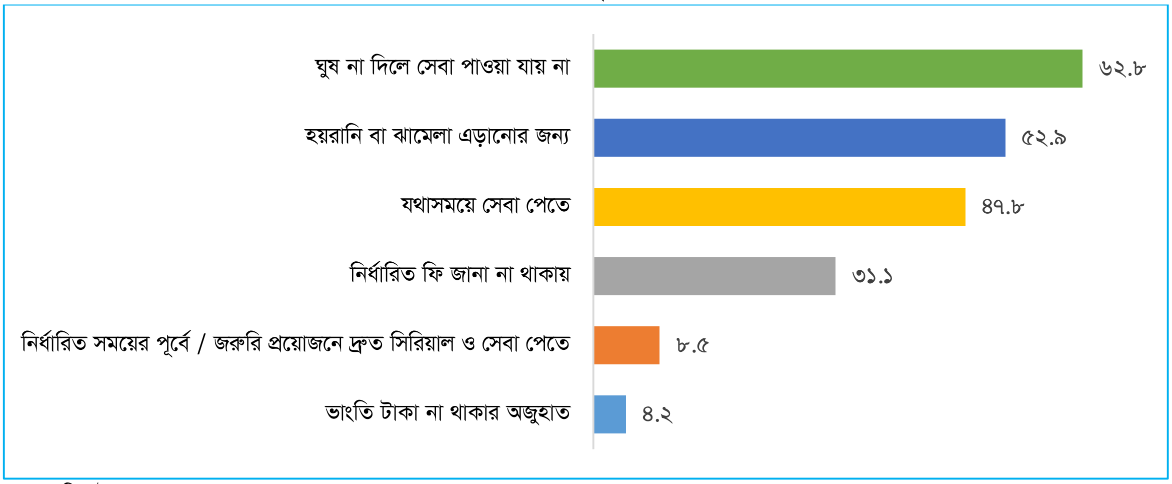

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: সার্বিকভাবে ২০২১ সালের খানা জরিপে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়, যা ২০১৭ সালে ছিল ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৭ সালের থেকে ২০২১ সালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে খানাগুলোর বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে কমেছে। ২০২১ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ৬ দশমিক ২ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ (চিত্র ৪.১৪)। এছাড়া ২০১৭ সালে বেসরকারি ক্লিনিক/রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এবং জরুরি প্রয়োজনে ডাক্তার/নার্স/সিএইচসিপি পায়নি ৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা, যা ২০২১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৩ শতাংশে।

চিত্র ৪.১৪: স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতি শিকার খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

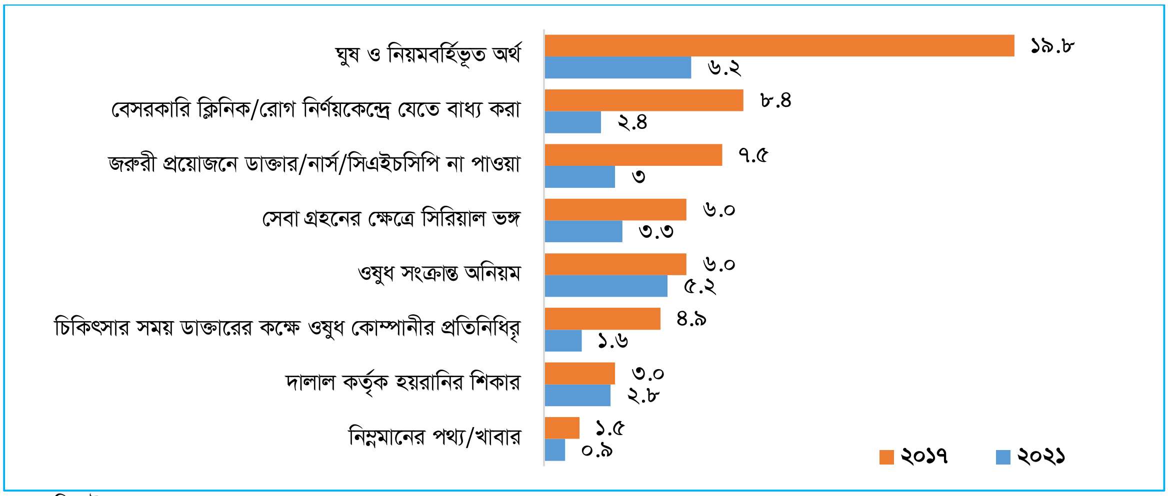

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেবা কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা এবং করোনা টিকা কেন্দ্রগুলোতে টিকা প্রদানের পূর্বে টিকা সম্পর্কিত তথ্য ব্যাখ্যা না করা ও টিকা পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানানো হলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার মতো অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে স্বাস্থ্য খাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে। খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২০২১ সালে ৬৮০ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৪৯৮ টাকা।

৪.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ৫৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯২টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩২৮টি পৌরসভা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[৩৩] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েও অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।[৩৪] বিভিন্ন পরিবর্তন ও ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেসব কার্যক্রম এ জরিপের আওতাভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন সেবা, বিচার ও সালিশ সেবা দেওয়া, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৫৩ দশমিক ১ শতাংশ নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ (৫৪%), পৌরসভা (১২.৬%), সিটি কর্পোরেশন (৩৩.৯%), উপজেলা পরিষদ (০.২%) এবং জেলা পরিষদ (০.১%) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ। খানা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এরপর যথাক্রমে দায়িত্বে অবহেলার শিকার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, প্রতারণার শিকার ৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং আত্মসাতের শিকার হয়েছে ২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.১৫)।[৩৫]

উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১ হাজার ১২ টাকা দিতে হয়েছে।[৩৬] সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহীতাদের ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী এবং ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ। এসব নারীর ৫০ দশমিক ১ শতাংশ এবং পুরুষদের ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

---

[৩৩] বার্ষিক প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০২০-২১।

[৩৪] অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সংস্কার, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়মিত পৌঁছানোর ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নিরীক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি নিরীক্ষা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিক সনদ হালনাগাদকরণের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

[৩৫] ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মধ্যে রয়েছে ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া, জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায়; আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে ভাতা/ত্রাণ ও অন্যান্য বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা/ওজনে কম দেওয়া, টাকা নিয়ে সেবা নাদেওয়া, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা; দায়িত্বে অবহেলা বলতে বোঝাচ্ছে সময়ক্ষেপণ, টাকা দাবি করা এবং না দেওয়ায় সেবা না দেওয়া, ঘুষ না দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করা; প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বলতে বোঝাচ্ছে প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সেবা বা প্রাপ্য বিচার না পাওয়া; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ/ধর্মকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা না দেওয়া ইত্যাদি।

[৩৬] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

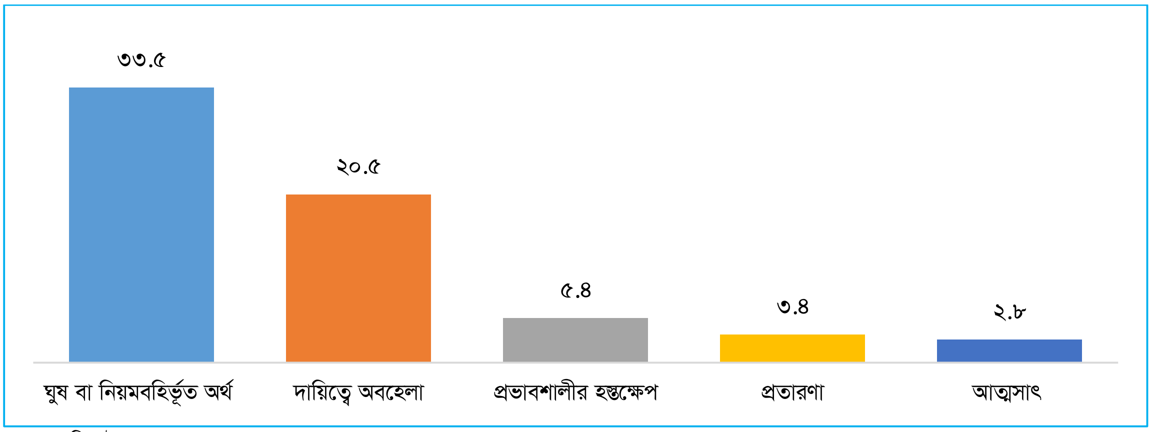

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি এবং ৩৭ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তারা গড়ে ৮৭৫ টাকা দিয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সিটি কর্পোরেশনে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা এবং এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে ১ হাজার ২৬৯ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৮)।

সারণি ৪.৮: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৩৭] (টাকা)
ইউনিয়ন পরিষদ	৫৪.০	৪৮.২	৩৭.০	৮৭৫
পৌরসভা	১২.৬	৩৬.৭	২৫.১	৮৩৩
সিটি কর্পোরেশন	৩৩.৯	৪৭.৪	৩০.৮	১,২৬৯
উপজেলা পরিষদ	০.২	৩০.২	২১.৫	-***
জেলা পরিষদ	০.১	-***	-***	-***
সার্বিক	**৫৩.১**	**৪৬.৬**	**৩৩.৫**	**১,০১২**

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তৃত হলেও এই জরিপে জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য (পানি সেবা, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স, তথ্য সেবা) সেবাকে বিবেচনা করে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে (সারণি ৪.৯)। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা সনদ সংগ্রহে দুর্নীতি (৬৫.৬%) এবং ঘুষের (৫৬.২%) শিকার হয়েছে। এরপরে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ ও নবায়নে ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের* সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানার হার** ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৩৮] (টাকা)
সনদ সংগ্রহ	৫০.৫	৬৫.৬	৫৬.২	৫৯৭
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	২১.৩	৩৯.১	১৫.১	২,২৪১
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৩	২৭.৫	৫.৪	৪,৬২৬

[৩৭] *প্রাগুক্ত*।
[৩৮] *প্রাগুক্ত*।

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৩৮] (টাকা)
বিচার ও সালিশ	০.৯	৪৭.৪	৫.৪	-***
হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত	৪৩.৩	৬.৮	৩.৪	৭৬৫
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	৫.৭	৫০.৮	২৪.৬	১,৫০৯
অন্যান্য****	২.৮	২৬.২	১১.২	৪,৬৮১
সার্বিক	**৫৩.১**	**৪৬.৬**	**৩৩.৫**	**১,০১২**

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ দেওয়া হয়নি।
**** পানি সেবা, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স, তথ্য সেবা ইত্যাদি।

বিভিন্ন সনদ বিষয়ক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। বিভিন্ন ধরনের সনদ সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮৭ দশমিক ৭ শতাংশ জন্ম নিবন্ধন সনদ, ২ দশমিক ৯ শতাংশ মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, ৯ দশমিক ৯ শতাংশ নাগরিকত্ব সনদ, ৩ দশমিক ৩ শতাংশ চারিত্রিক সনদ, ২ দশমিক ৫ শতাংশ ওয়ারিশ সনদ এবং শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করেছে। এ ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানাকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.৯)।

বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদে ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ, ওয়ারিশ সনদে ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদে ৪৭ শতাংশ, চারিত্রিক সনদে ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ, নাগরিকত্ব সনদে ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ এবং প্রত্যয়ন পত্রে ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদে ৬০ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণে যাদের বয়স এক বছর থেকে পাঁচ বছর তাদের ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ, ছয় বছর থেকে দশ বছর তাদের ৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ এবং যাদের বয়স দশ বছরের উর্দ্ধে তাদের ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

উপরোক্ত সনদসমূহ পেতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ, ২৫ দশমিক ১ শতাংশ খানা সময়ক্ষেপণ, ৬ দশমিক ৭ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা, ২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা প্রতারণার শিকার এবং ১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া, তথ্য না পাওয়া ও হয়রানির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১০)। সনদ সংগ্রহে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৫৯৭ টাকা দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, জন্ম নিবন্ধন সনদে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬০১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

দুর্নীতি ধরন	এলাকাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	৬৩.১	৫০.৫	৫৬.২
সময়ক্ষেপণ	২৮.১	২২.৬	২৫.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা	৭.২	৬.৪	৬.৭
প্রতারণা	৩.৪	১.৯	২.৬
ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া, হয়রানি ইত্যাদি	০.৮	২.৩	১.৬

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে এবং বিতরণের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতি: সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে খানাগুলো অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক ভাতা (৩০.১%), কোভিডকালিন ২ হাজার ৫০০ টাকার প্রণোদনা (২৫.৮%), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (১৪%), ভিজিএফ (১২.৬%), বিধবা ভাতা (১০.১%), প্রতিবন্ধি ভাতা (৯.৫%), ভিজিডি (৭%), মাতৃত্বকালীন ভাতা (৩.৮%), টেস্ট রিলিফ (১.২%) এবং অন্যান্য[৩৯] ভাতা (৪.৮%)। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২১ দশমিক ৩

[৩৯] কাবিখা, কাবিটা, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জিআর, জেলে ভাতা, শিশু পুষ্টি ভাতা, নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাতা ও কৃষি ভর্তুকিতে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি।

শতাংশ এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.৯)। বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী খানার ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ মাতৃত্বকালীন ভাতা, ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ ভিজিএফ, ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ ভিজিডি, ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ কোভিডকালিন ২ হাজার ৫০০ টাকার প্রণোদনা, ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতিবন্ধি ভাতা, ৩১ দশমিক ৬ শতাংশ টেস্ট রিলিফ, ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ বিধবা ভাতা, ২৯ শতাংশ বয়স্ক ভাতা এবং ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ অন্যান্য[৪০] সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

উপরোক্ত সেবাসমূহে অংশগ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া স্বজনপ্রীতির শিকার ১৬ শতাংশ খানা, দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার ১৪ শতাংশ খানা, নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়ার শিকার ৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা, প্রতারণার শিকার ৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার ৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানা এবং তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারার শিকার হয় দশমিক ৮ শতাংশ খানা (সারণি ৪.১১)। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ২ হাজার ২৪১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১১: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
স্বজনপ্রীতি	১৪.০	১৮.৫	১৬.০
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	১৯.৯	৯.১	১৫.১
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	১৫.৫	১২.২	১৪.০
বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়া	৯.২	৫.৮	৭.৭
প্রতারণা	৭.৫	৭.১	৭.৩
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	৩.৯	৩.৯	৩.৯
তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা	০.৪	১.২	০.৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ নারী এবং তাদের মধ্যে ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ৬২ দশমিক ৭ পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ৩৭ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার মধ্যে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা ৫ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং তাদের গড়ে ৪ হাজার ৬২৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার ১০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়ার শিকার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ খানা, স্বজনপ্রীতির শিকার ৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা, প্রতারণার শিকার ৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার ১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা (সারণি ৪.১২)।

সারণি ৪.১২: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তাসংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	১৩.৭	৯.৪	১০.৯
বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়া	১৩.৯	৮.৯	১০.৬
স্বজনপ্রীতি	১৫.২	৬.৭	৯.৬
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	৬.৩	৪.৯	৫.৪
প্রতারণা	৮.৯	৩.৫	৫.৩
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	২.০	১.৭	১.৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৪০] *প্রাগুক্ত।*

বিচার ও সালিশে অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে দশমিক ৯ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত ৬৬ শতাংশ, পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৬ দশমিক ২ শতাংশ, মারামারি সংক্রান্ত ৬ দশমিক ৯ শতাংশ, বিবাহ সংক্রান্ত ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধ (রাজনৈতিক বিরোধ ও ধার-দেনা সংক্রান্ত) নিয়ে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানার সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। উল্লেখ্য, কোনো কোনো খানা একাধিক বিষয়ে বিচার ও সালিশে অনিয়মের শিকার হয়েছে।

বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে স্বজনপ্রীতি, এরপর যথাক্রমে সময়ক্ষেপণ (২২.৬%), প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ (১৯.৬%) এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (৫.৪%) (সারণি ৪.১৩)।

সারণি ৪.১৩: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
স্বজনপ্রীতি	২৪.০	২৬.৬	২৪.৯
সময়ক্ষেপণ	১৮.৬	৩০.৯	২২.৬
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	১৮.৯	২০.৯	১৯.৬
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	৫.৫	৫.২	৫.৪
অন্যান্য***	১৮.৯	৫.১	১৪.৪

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** প্রতারণা, ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া, সালিশিতে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানার কর নির্ধারণ, ৯৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা কর প্রদান এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ খানা হোল্ডিং প্লেট প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার মধ্যে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৩ দশমিক ৪ শতাংশকে গড়ে ৭৬৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.১৪)।

সারণি ৪.১৪: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	৩.৫	৫.৩	৪.৪
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	৩.৪	৩.৫	৩.৪
প্রতারণা	০.৫	০.২	০.৩
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	০.২	০.৩	০.৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২৭ শতাংশ খানা নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে এবং তাদের মধ্যে ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৭৩ শতাংশ খানা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেছে এবং তাদের মধ্যে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারীদের মধ্যে ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানার সদস্যকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.১৫)। যেসব খানার সদস্য নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১ হাজার ৫০৯ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১৫: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার হার (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
দায়িত্ব পালনে অবহেলা	১২.৩	৩০.৫	২৭.৬
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	১৫.৬	২৬.৩	২৪.৬
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	৮.১	৮.৯	৮.৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা অন্যান্য সেবা (পানি সেবা, তথ্য সেবা, খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান, অটো লাইসেন্স ইত্যাদি) সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১১ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ১৫ দশমিক ১ শতাংশ দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার, ৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপের শিকার এবং ১ দশমিক ৬ শতাংশ প্রতারণার শিকার হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪ হাজার ৬৮১ টাকা দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা উল্লেখ করেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'। এছাড়া ৫১ দশমিক ২ শতাংশ হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য, ৪০ দশমিক ১ শতাংশ খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ফি জানা না থাকা এবং ৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ (চিত্র ৪.১৬)। ২০২১ সালে খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১ হাজার ১২ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৯০৭ টাকা। ২০১৭ দায়িত্বে অবহেলার শিকার ছিল ৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানা, যা ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে ২০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা; প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ছিল ২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা, যা বেড়ে ২০২১ সালে হয়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ খানা। ২০২১ সালে সকল সেবার ক্ষেত্রেই দুর্নীতির হার ২০১৭ এর তুলনায় বেড়েছে। তবে বিশেষ করে সনদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষের হার বেড়েছে। ২০১৭ সালে সনদ সংগ্রহে দুর্নীতি ও ঘুষের হার ছিল যথাক্রমে ৩৫ শতাংশ এবং ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ ও ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ। সনদের মধ্যে নতুন ও সংশোধিত জন্ম নিবন্ধন সনদে দুর্নীতি ও ঘুষের হার বেড়েছে। ২০১৭ সালে জন্ম নিবন্ধন সনদে দুর্নীতি ও ঘুষের হার ছিল যথাক্রমে ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ যা ২০২১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথক্রমে ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ৬০ দশমিক ৬ শতাংশে।

চিত্র ৪.১৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৭ ও ২০২১***

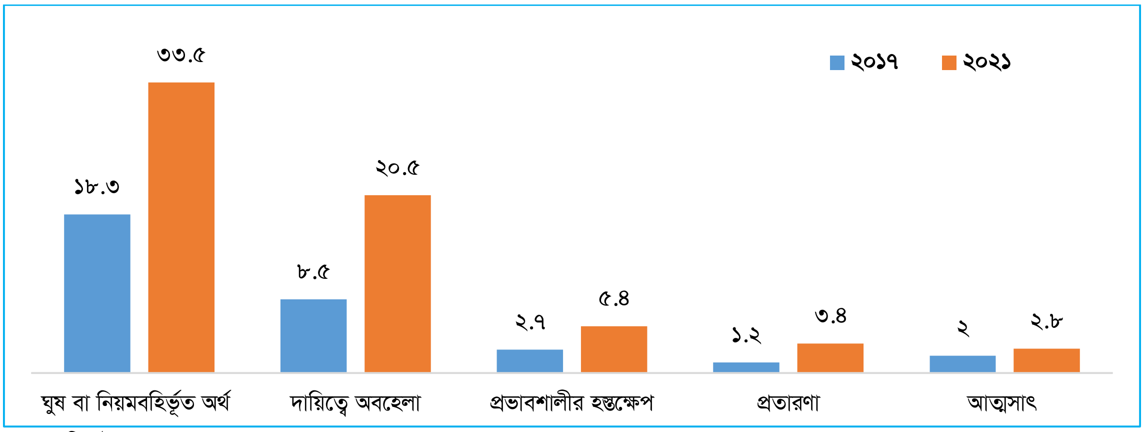

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.৭ ভূমি সেবা

ভূমি মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি প্রশাসনে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলে ১৩ দশমিক ২ শতাংশ খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। জরিপে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সবচেয়ে বেশি (৬৫.৩%) খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানা ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা সংক্রান্ত সেবা সবচেয়ে বেশি (৬০.৩%) নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সময়ক্ষেপণ, ৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি, ৫ দশমিক ৪ শতাংশ স্বজনপ্রীতির শিকার হয় (চিত্র ৪.১৭)।

চিত্র ৪.১৭: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

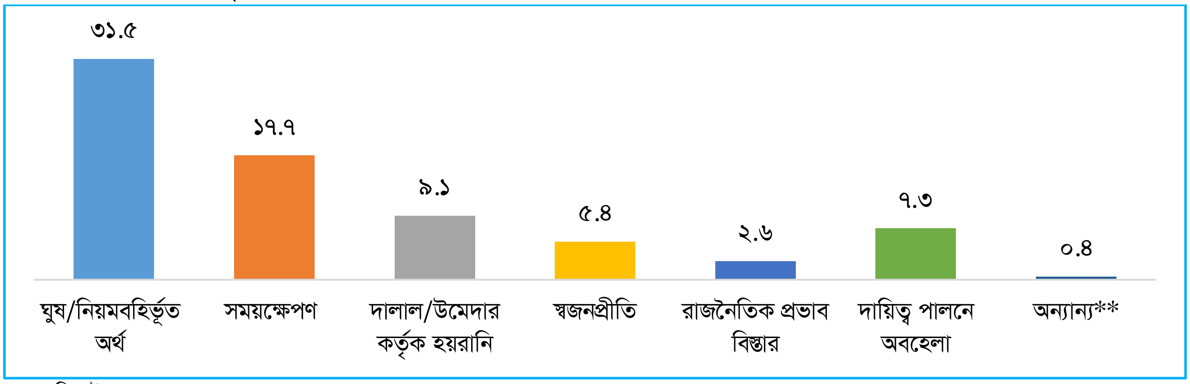

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** যোগসাজশের মাধ্যমে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা, খারাপ আচরণ, হয়রানি ইত্যাদি।

ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৭ হাজার ২৭১ টাকা দিতে হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে ৭ হাজার ৪৪৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৭ হাজার ১৫৪ টাকা। সার্বিকভাবে ভূমি সেবাগ্রহীতাদের ১২ দশমিক ৭ শতাংশ নারী এবং ৮৭ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ। এসব নারীর ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং পুরুষদের ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলো নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগহীতা খানার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৩.৫%) উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ, জেলা রেকর্ডরুমে সেবা নিতে ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার সর্বাধিক (৫১.১%) উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৪.১৬)। এছাড়া জেলা রেকর্ডরুমে থেকে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস থেকে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং উপজেলা

সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৩৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানাকে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিতে হয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ২১ দশমিক ৫ শতাংশ খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। খানাগুলোকে উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সেবা গ্রহণের সময় সবচেয়ে বেশি ঘুষ (গড়ে ৮ হাজার ৮৪৫ টাকা) দিতে হয়েছে।[৪১] সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে জেলা রেকর্ডরুম অফিস থেকে সেবা গ্রহণে যার পরিমাণ গড়ে ২ হাজার ২৩২ টাকা (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.১৬: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৬৫.৩	৩২.৬	২১.৫	৪,১৩৪
উপজেলা ভূমি অফিস	১৫.০	৭৩.৫	৫১.১	৭,৮৪৯
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	২২.৪	৫৭.১	৩৫.৯	৮,৮৪৫
উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস	১.৮	৬৭.৪	৪৮.৭	২,৩৬৭
জেলা রেকর্ডরুম	৫.৬	৬১.৯	৪৮.৭	২,২৩২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে নামজারিতে সর্বাধিক (৭৯.৭%) খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৬৯ দশমিক ৩ শতাংশ, ভূমি জরিপে ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ, দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে সর্বনিম্ন ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৭)।

সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে নামজারি সেবা গ্রহণে ৬৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে সর্বনিম্ন ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে নামজারি সংক্রান্ত সেবায় যার পরিমাণ গড়ে ৯ হাজার ৮২৫ টাকা। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজে গড়ে ৯ হাজার ৬৯৬ টাকা এবং ভূমি জরিপ সেবায় ২ হাজার ৭১৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি সেবায় যার পরিমাণ গড়ে ২ হাজার ৫৫ টাকা।[৪২]

সারণি ৪.১৭: ভূমি সংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
দলিল রেজিস্ট্রেশন***	৩.৮	৫৫.৭	৩৪.৩	৯,৬৯৬
নামজারি (মিউটেশন)	১৫.০	৭৯.৭	৬৫.২	৯,৮২৫
ভূমি জরিপ	২.০	৬৭.৫	৪৭.৭	২,৭১৬
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	১০.০	৬৯.৩	৫৩.৩	২,০৫৫
ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা	৬০.৩	২৭.৯	১৫.৬	২,৬০২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** সাফ-কবলা, হেবা, উইল, দানপত্র ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না উল্লেখ করেছে। এছাড়া ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা বলেছেন জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর, ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পেতে এবং ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি না জানা থাকায় ঘুষ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালের ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ভূমি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০১৭ সালে ছিল ৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ভূমি খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হারের পরিবর্তন 'z-test' অনুযায়ী দেখা এ পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয় বা একই অবস্থা বিরাজ করছে। ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ছিল ৩৭ দশমিক ৯ শতাংশ এবং এ হার ২০২১ সালে হয়েছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ (চিত্র ৪.১৮)। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ২০২১ সালে গড়ে ৭ হাজার ২৭১ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে যা ২০১৭ সালে ছিল ১১ হাজার ৪৫৮ টাকা।

[৪১] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।
[৪২] *প্রাগুক্ত*।

চিত্র ৪.১৮: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৭ ও ২০২১***

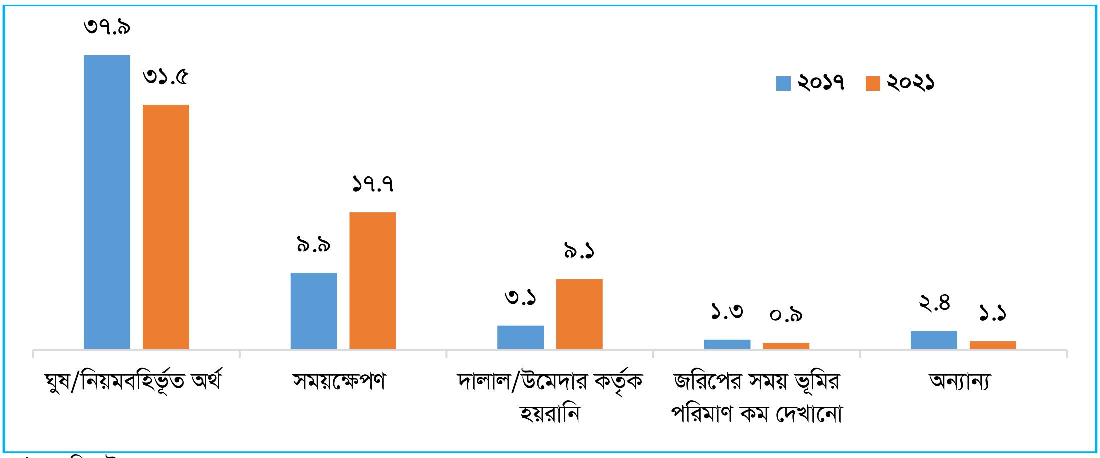

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৪৩] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে মার্চ ২০২০ থেকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর পড়াশোনা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।[৪৪] এ সময় চালু হওয়া সরকারের 'ব্লেন্ডেড পদ্ধতি'তে[৪৫] সীমিত পরিসরে শিক্ষা কার্যক্রম চললেও এর সুফল সকল স্তরে পৌঁছায়নি। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে শিক্ষা খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৭২ দশমিক ২ শতাংশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ। শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬ দশমিক ১ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে।

জরিপে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার প্রাথমিক স্তরে ৫৬ দশমিক ১ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৪৬ দশমিক ৪ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ খানা শিক্ষা সেবা নিয়েছে (চিত্র ৪.১৯)। বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেবাগ্রহণকারী খানার ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা, ২০ দশমিক ৮ শতাংশ মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম, ৮ দশমিক ৮ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি, ১ দশমিক ১ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি, ১ দশমিক ৭ শতাংশ কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যসূচি এবং শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বিদেশী পাঠ্যসূচির শিক্ষার্থী রয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা সেবার দুর্নীতি বিশ্লেষণে বেসরকারি/ ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও হতে শিক্ষা সেবা গ্রহীতা খানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

---

[৪৩] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ... নাগরিকদের জন্য ... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা... ।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

[৪৪] The future of 37 million children in Bangladesh is at risk with their education severely affected by the COVID-19 pandemic; UNICEF; 19 October 2021; বিস্তারিত: https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-children-bangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid; সর্বশেষ ভিজিট: ২৭ আগস্ট ২০২২।

[৪৫] সশরীরে উপস্থিতি ও ভার্চুয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোকে সহজ ভাষায় ব্লেন্ডেড শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য কিছু সময় মুখের বক্তব্য ও কিছু সময় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদান করা হয়। অন্য কথায়, একইসঙ্গে সশরীরে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি ও অনলাইনের বা অনসাইটের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মাঝে বোঝানো ও প্রদর্শন করার মাধ্যমে পাঠদান করার পদ্ধতি হচ্ছে ব্লেন্ডেড শিক্ষা। বিস্তারিত: শিক্ষক বাতায়ন; www.teachers.gov.bd; সর্বশেষ ভিজিট: ১৭ আগস্ট ২০২২।

চিত্র ৪.১৯: শিক্ষার স্তরভেদে সরকারি শিক্ষা সেবা (সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড/ এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) গ্রহণের হার (%)*

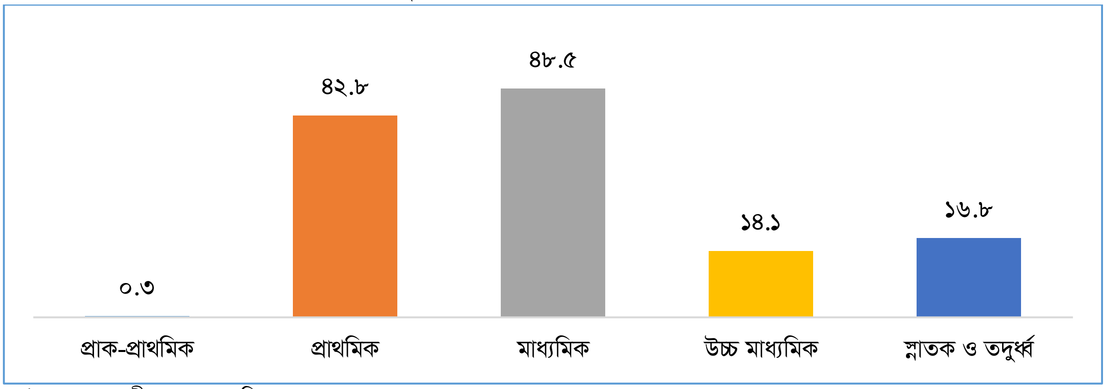

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান (সরকারি, বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড/এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দশমিক ৩ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক, ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাথমিক এবং ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে। সরকারি শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৮ শতাংশ সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড/এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা সরকারি, বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ। শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে খানার ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১৫ শতাংশ। এছাড়া ১২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা নিয়মিত অনলাইন ক্লাস না হওয়া, ৯ শতাংশ স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন না করা, ৮ দশমিক ১ শতাংশ সম্পূর্ণ সময় বা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ক্লাস না হওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.২০)। যেসব খানা এ খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ৭০২ টাকা দিতে হয়েছে, গড় নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের খানার ক্ষেত্রে ৫৮৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৭৯৬ টাকা।[৪৬]

চিত্র ৪.২০: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

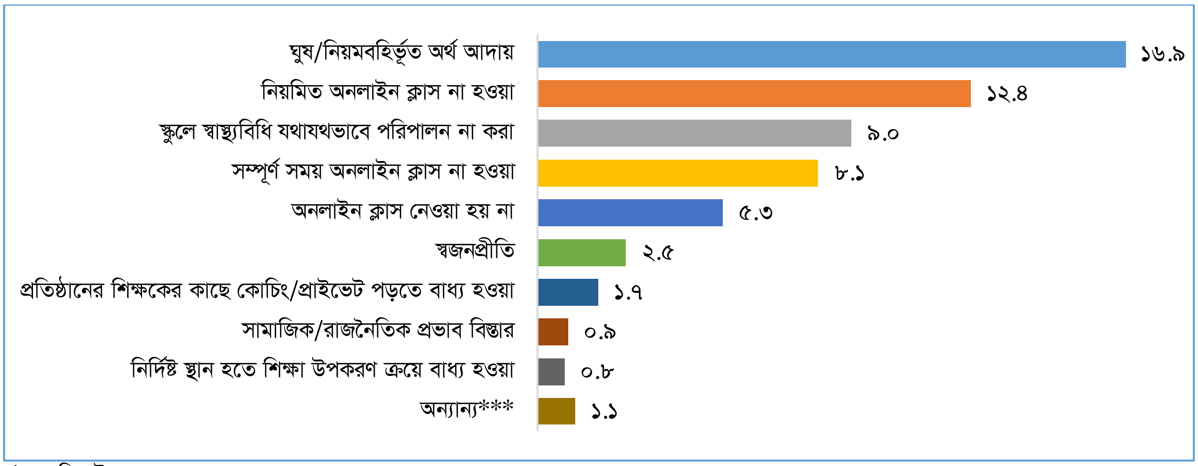

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** শারীরিক নির্যাতন, প্রশ্ন ফাঁস, ঘুষ/অতিরিক্ত অর্থ দাবি, নিয়মবহির্ভূতভাবে উপবৃত্তির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক খারাপ আচরণের শিকার, বই না পাওয়া/বই পেতে বিলম্ব হওয়া, সময়ক্ষেপণ।

---

[৪৬] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারীর ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ নারী এবং ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী নারীদের ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জরিপে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে এ হার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ (সারণি ৪.১৮)। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৮ শতাংশ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫ দশমিক ৯ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। যেসব খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৭২৭ টাকা এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৬০৯ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৪৭](টাকা)
সরকারি	৬৮.০	৩১.৩	১৪.৪	৬০৯
বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত)	৪২.৬	৩৩.৩	১৮.০	৭২৭
স্বায়ত্তশাসিত	২.৩	১৮.০	৫.৯	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক) ও উচ্চ স্তরের (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) তুলনায় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বেশি, তবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ শিক্ষার উচ্চ স্তরে বেশি। জরিপের মাধ্যমিক শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৮ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ (সারণি ৪.১৯)। অনুরূপভাবে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানার ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে এক হাজার ২৩৯ টাকা দিতে হয়েছে, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে গড়ে যথাক্রমে ২০১ টাকা ও ৭৮৭ টাকা।

সারণি ৪.১৯: শিক্ষার স্তরভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%) ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

শিক্ষার স্তর	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৪৮] (টাকা)
প্রাক-প্রাথমিক	০.৩	২৯.৬	২৩.৯	***
প্রাথমিক	৪২.৮	২৫.৩	১৩.৫	২০১
মাধ্যমিক	৪৮.৫	৩৮.১	১৮.৫	৭৮৭
উচ্চ মাধ্যমিক	১৪.১	৩১.২	১৪.০	১,০০৪
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	১৬.৮	২৪.৫	৭.৪	১,২৩৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার তারতম্য লক্ষণীয়। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র তুলনায় জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি'র সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক কম। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৪ শতাংশ, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং কারিগরি ও অন্যান্য (টিচার ট্রেনিং কলেজ, নার্সিং কলেজ, ইত্যাদি) সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায়

[৪৭] *প্রাগুক্ত।*
[৪৮] *প্রাগুক্ত।*

২৬ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২০)। বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘুষের শিকার খানার হার তুলনামূলক বেশি। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ১৭ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষা সেবা গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি/ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘুষের শিকার খানাকে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় গড়ে বেশি পরিমাণে (৮৬১ টাকা) নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২০: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৪৯] (টাকা)
জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা	৮৯.১	৩৪.০	১৭.২	৬৮৬
জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি	০.৩	৯.৭	-***	-***
মাদ্রাসা	৬.১	২৬.৮	১৭.৬	৪৮৬
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)	১০.০	২৫.৬	৫.৮	৮৬১
কারিগরি ও অন্যান্য****	১.৭	২৬.৬	১০.৮	৭৩৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে গড় নির্ণয় করা হয়নি।
**** টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, নার্সিং কলেজ।

সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার সর্বোচ্চ ৬০ দশমিক ৬ শতাংশ ভর্তি/পুনঃ ভর্তি সেবা, ৫৩ দশমিক ৯ শতাংশ পাঠদান/অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক/অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া, ৪৭ দশমিক ৮ শতাংশ সরকারি বই প্রাপ্তি, ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ৩০ দশমিক ৭ শতাংশ অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া এবং ২৪ দশমিক ১ শতাংশ পরীক্ষার নিবন্ধন/ ফরম ফিলআপ সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.২১)। জরিপে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানা ৬১ শতাংশ টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কশিট সেবা নিতে গিয়ে, ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ কোচিং/প্রাইভেট টিউশন, ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ পাঠদান/অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক/অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া এবং ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ খানা নিবন্ধন সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার হয়। সরকারি বিনামূল্যের বই প্রাপ্তিতে সবেচেয়ে কম খানা (৫.৭%) দুর্নীতির শিকার হয়।

সারণি ৪.২১: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট	১.৫	৬১.০	৫৯.৬	২৩৬
কোচিং/প্রাইভেট টিউশন	২.৪	৬০.৪	০.৮	-***
পাঠদান/অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক/অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া	৫৩.৯	৩৩.৬	৩.২	৩৬৫
নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)	১২.৬	১৯.৫	১১.০	৫১২
ভর্তি/পুনঃ ভর্তি	৬০.৬	১৫.৫	১০.৭	৬৯৯
অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া	৩০.৭	১৪.৫	১১.৮	২৬২
পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ)	২৪.১	১৩.৬	১১.৬	৯০৭
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	১১.৯	১৩.১	২.৯	৪৩০
প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	৪৭.৩	৯.১	৫.৪	৪৮২
মাসিক বেতন	১৫.৩	৭.৯	৬.০	৪৪৬
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	৪৭.৮	৫.৭	৩.৭	১৪৩
অন্যান্য****	৬.৪	১৭.৮	৫.৭	২৮১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** সীমিত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
**** হোস্টেল/হল ফি, ছাত্র/ছাত্রীবাসে সিট বরাদ্দ, শিক্ষাবৃত্তি/অন্যান্য আর্থিক সহায়তা, সেবা সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান, বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*।

সেবাভেদে ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানার হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কশিট নিতে ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ, পরীক্ষার নিবন্ধনে/ফরম ফিলআপে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং নিবন্ধনে (রেজিস্ট্রেশন) ১১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয় (সারণি ৪.২১)। পরীক্ষার নিবন্ধন/ফরম ফিলআপ করতে ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানাগুলোকে গড়ে ৯০৭ টাকা, ভর্তি/পুনঃ ভর্তিতে গড়ে ৬৯৯ টাকা এবং নিবন্ধনে (রেজিস্ট্রেশন) ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ৫১২ টাকা ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণের মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৬১.৬%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানোর জন্য (৪৮.৬%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (৪৫%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.২১)।

চিত্র ৪.২১: শিক্ষাখাতে ঘুষের শিকার খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)

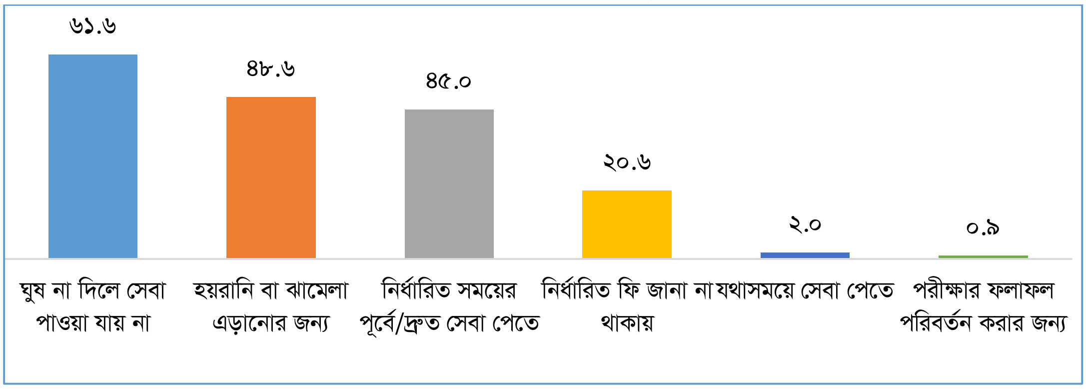

শিক্ষাখাতে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র: শিক্ষাখাতে (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সার্বিক দুর্নীতির শিকার ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হওয়া খানার হার কমেছে। এছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ কমেছে। একই নির্দেশকের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে সার্বিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ছিল ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০২১ সালে কমে ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১৭ সালে ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে, যা ২০২১ সালে উল্লেখযোগ্য হারে কমে ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে (সারণি ৪.২২)।

সারণি ৪.২২: শিক্ষাখাতে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র*: ২০১৭ বনাম ২০২১**

গবেষণা সাল	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	নিয়মবর্হিভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
খানা জরিপ ২০২১	৭২.২	৩৩.৯	১৬.৯	৬৮০
খানা জরিপ ২০১৭	৭০.৭	৪২.৯	৩৪.১	৭১৪

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** ২০১৭ ও ২০২১ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশকের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

অপরদিকে ২০১৭ সালে খানাকে গড়ে ৭১৪ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হতো, যা ২০২১ সালে কমে ৬৮০ টাকা হয়েছে। শিক্ষাখাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়ার খানার হার কমার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বই বিতরণে সরকারের তদারকি বৃদ্ধি, মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ সরাসরি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছে প্রেরণ, উপবৃত্তির তালিকাভুক্তিতে ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার হ্রাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪.৯ বিদ্যুৎ

উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য মতে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬ লক্ষ ২৭ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ৪ কোটি ২৯ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ১০০

শতাংশ।[৫০] সারাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা নেওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে এমন খানার হার ৫০ শতাংশ।[৫১] বিদ্যুৎ সেবাগ্রহীতা খানার ৫২ দশমিক ২ শতাংশ খানা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা নিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ, ডেসকো থেকে ৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা, ওজোপাডিকো থেকে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, নেসকো থেকে ৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা এবং ডিপিডিসি থেকে ৬ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে।

এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ১২ শতাংশ নতুন সংযোগ, পুনঃসংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৪ দশমিক ২ শতাংশ নতুন সংযোগের জন্য আবেদন, ৪ দশমিক ২ শতাংশ নতুন সংযোগ গ্রহণ, ১ দশমিক ৮ শতাংশ বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ/মিটার মেরামত, ১ শতাংশ পুনঃসংযোগ, শূন্য দশমিক ১ শতাংশ সাব-মিটার সংযোজন, ৩ দশমিক ৯ শতাংশ মিটার সংযোগ বা পরিবর্তন, শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানো এবং শূন্য দশমিক ২ শতাংশ লাইন মেরামতের জন্য সেবা নিয়েছে। মিটার রিডিং, বিল ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে ৯৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা, যেখানে ৫০ দশমিক ২ শতাংশ খানা মিটার রিডিং, ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৯৯ দশমিক ২ শতাংশ আবাসিক এবং ২ শতাংশ খানা বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো থেকে সংযোগ গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ঘুষের শিকার খানার হার ৭ দশমিক ৯ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির ধরনের মধ্যে মিটার না দেখেই বিল প্রদান (১৭.৫%), বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদান (১১.৯%), অতিরিক্ত বিল পরবর্তীতে সমন্বয় না করা (৫.৩%) এবং সময়ক্ষেপণ (৩.৬%) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.২২)। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ৩ হাজার ২৮৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে ।[৫২]

চিত্র ৪.২২: বিদ্যুৎ সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

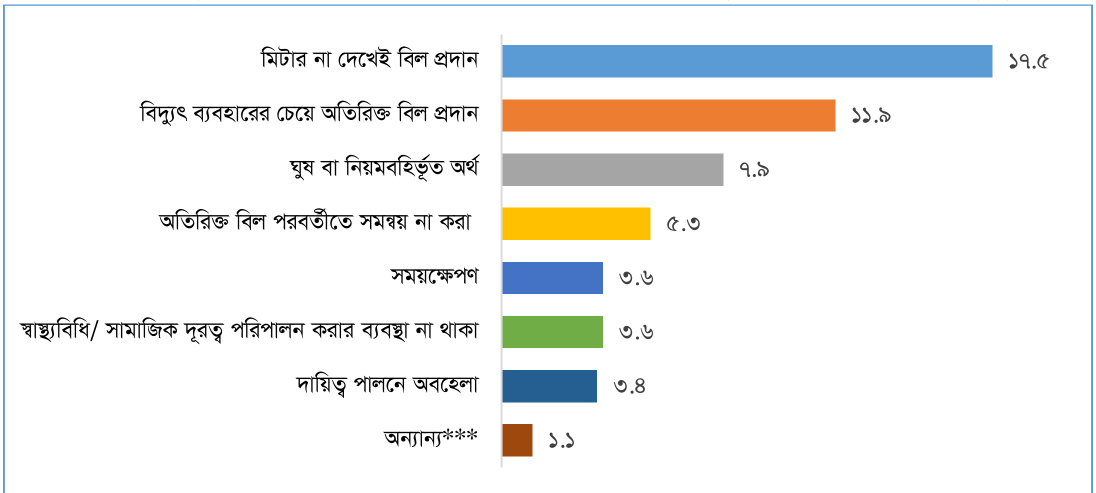

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার; মিটার সংযোজনে হোল্ডিংয়ের দূরত্বের অতিরিক্ত চার্জ দাবি; সঠিক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান না করা, দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি।

[৫০] বিস্তারিত জানতে দেখুন, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর ওয়েবসাইট https://powerdivision.gov.bd/site/page/6cd25d49-3150-482a-8bd0-701d18136af7/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87 (১৪ জুলাই ২০২২)।

[৫১] বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৯৬.১% খানার এবং নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করে ৪.২% সংযোগবিহীন খানা।

[৫২] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে ১৭ শতাংশ নারী এবং ৮৩ শতাংশ পুরুষ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী নারীদের ক্ষেত্রে ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা পুরুষ সেবাগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: নেসকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা এবং ডেসকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ডেসকো এবং ৮ দশমিক ৭ শতাংশ খানা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে সেবা নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৩)। নেসকো হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ২ হাজার ৮২০ টাকা ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৬৭১ টাকা, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৫০৩ টাকা এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৩২৩ টাকা ঘুষের শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.২৩: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ[৫৩] (টাকা)
নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)	৭.২	৪২.৮	৬.৭	২,৮২০
ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)	৮.১	৩৮.০	৮.৮	-***
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৫২.২	৩৫.৬	৮.৭	২,৫০৩
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)	৭.৩	২৮.২	৭.৯	২,৬৭১
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	১৯.৪	২৭.২	৫.৫	২,৩২৩
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)	৬.০	২৪.৪	৮.৫	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার এবং ৬০ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৪)। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে এমন খানার ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার এবং শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষের শিকার হয়েছে সেসব খানাকে গড়ে ৩ হাজার ৩৮৮ টাকা এবং মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে খানাকে গড়ে ২ হাজার ৬৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.২৪: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সেবা	১২	৬৬.৯	৬০.২	৩,৩৮৮
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৯৪.১	২৮.৮	০.৭	২,০৬৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাগুলোর ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৬৫.৮%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৫০.৩%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪৫.৪%) এবং যথাসময়ে সেবা পাওয়া (৪১.১%) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.২৩)।

[৫৩] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

চিত্র ৪.২৩: বিদ্যুৎ সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

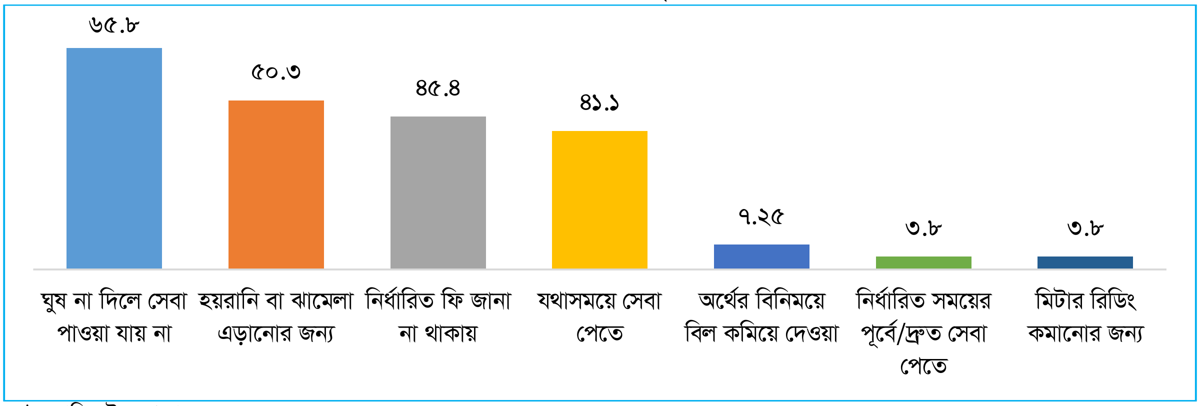

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালের খানা জরিপে যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথষ্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা। ২০২১ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ৪.২৪)। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গড়ে ৩ হাজার ২৮৬ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল গড়ে ৩ হাজার ৩২ টাকা। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষের শিকার, সময়ক্ষেপণ, দায়িত্ব পালনে অবহেলার শিকার খানার হার হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৪.২৪: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৭ ও ২০২১**

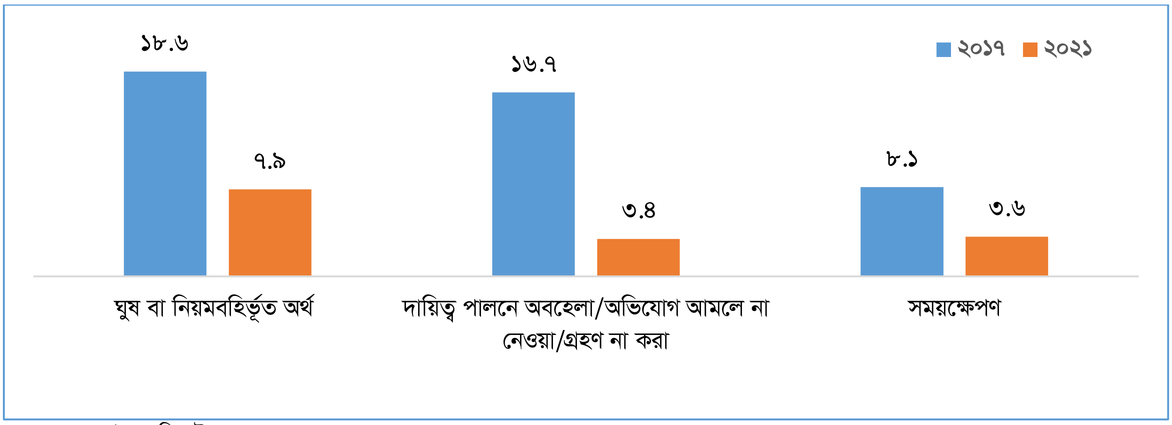

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ক্রান্তীয় অবস্থান এবং বৃহৎ তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এবং সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ- পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারি আইন, নীতিমালা ও আদেশ/দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই খানা জরিপে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা ছাড়া)।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৮ দশমিক ৭ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা-সেবাগ্রহণকারী খানার ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ উপজেলা প্রশাসন, ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ জেলা প্রশাসন, ৭ শতাংশ সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) ও আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড) এবং ২ দশমিক ৯ শতাংশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (জেলা/উপজেলা খাদ্য অফিস, জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় এবং জেলা/উপজেলা পশুসম্পদ অফিস) হতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা গ্রহণকারী খানাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই সহায়তা পেয়েছে।

সার্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবাগ্রহীতাদের ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ নারী এবং ৭০ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ত্রাণ সহায়তা, ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা পুনর্বাসন সহায়তা ও ১ দশমিক ১ শতাংশ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ২৫ দশমিক ২ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী নারীদের ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ২ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১০ দশমিক ৬ শতাংশ স্বজনপ্রীতি/প্রভাব বিস্তারের শিকার, ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ত্রাণের পরিমাণ কম পাওয়া, ৯ শতাংশ স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকার উল্লেখ করে (চিত্র ৪.২৫)। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১ হাজার ৩৬৫ টাকা দিতে হয়েছে।[৫৪]

চিত্র ৪.২৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

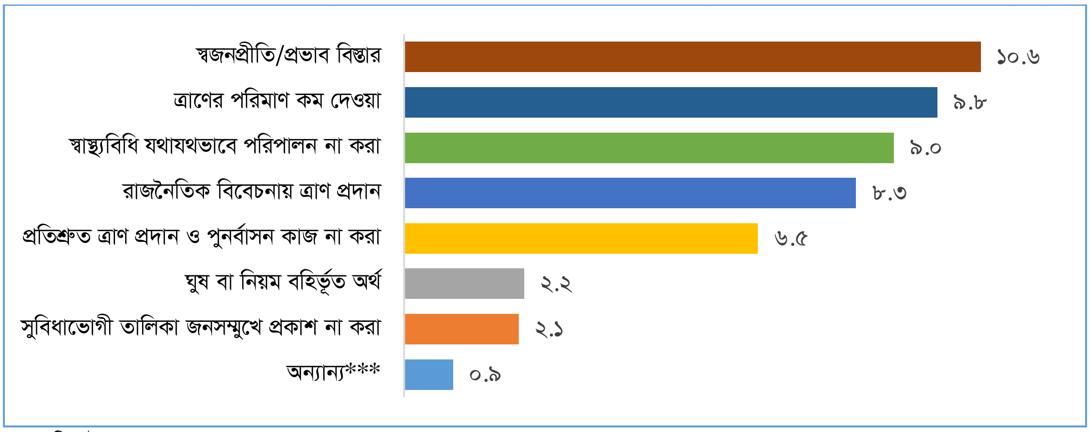

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে দুর্ব্যবহার, বিলম্ব পরিষেবা ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে সবচেয়ে বেশি খানা দুর্নীতি (৪৪.৪%) ও ঘুষের (৩%) শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৫)। তবে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন থেকে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার সমান (১.৯%)। জেলা প্রশাসন হতে সেবা নিতে গিয়ে ১০ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.২৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানভেদে* সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতির শিকার খানা**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
উপজেলা প্রশাসন	৩৮.২	০.৮	১.৯	-***
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	২৮.৮	৪৪.৪	৩.০	-***

[৫৪] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
জেলা প্রশাসন	২৬.৬	১০.০	১.৯	-***
সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনী	৭.০	-***	-***	-***
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	২.৯	-***	-***	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা (নলকূপ, পয়ঃনিষ্কাশন সামগ্রী, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা, পানি শোধনকারী ওষুধ/প্রযুক্তি, দুর্যোগকালীন জরুরি ঔষধ সেবা ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৩৫.৬%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। পুনর্বাসন সেবা (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা, অর্থ সহায়তা এবং গৃহনির্মাণ সহায়তা) নিতে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২৬)।

সারণি ৪.২৬: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবা/দুর্যোগ সহায়তা ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ত্রাণ***	৭৫.৭	২৩.৯	১.০	-****
পুনর্বাসন	৩০.৩	৩৩.৩	৩.৬	-****
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা	১.১	৩৫.৬	২৬.১	-****
অন্যান্য*****	২.৭	৩৩.৩	২.৪	-****

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** খাদ্য সহায়তা, শিশুখাদ্য, গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি।
**** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
***** প্রশিক্ষণ প্রদান, সোলার হোম প্যানেল, পরিবেশবান্ধব চুলা, শস্য বীমা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে জানায়। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে যথাসময়ে সেবা পেতে (৪১.৫%) এবং হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৩৬.৯%) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪.২৬)।

চিত্র ৪.২৬: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

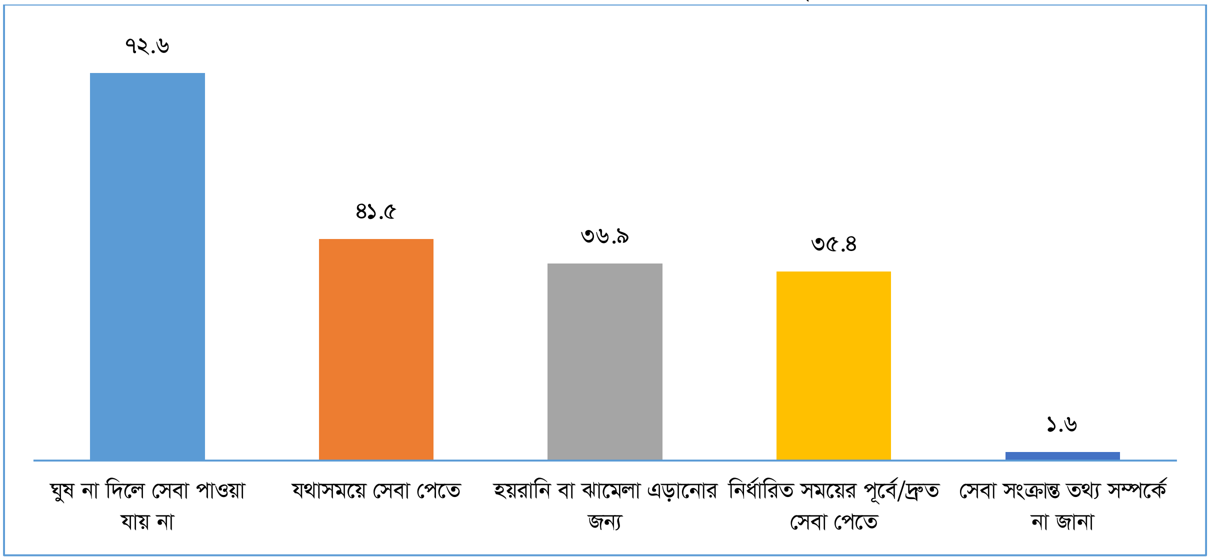

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

৪.১১ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) অবদান প্রায় ১৩ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ[৫৫] এবং দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৩ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[৫৬] কৃষি খাতে সরকারি উল্লেখযোগ্য সেবাগুলো হলো কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এছাড়াও ঋণ বিতরণ এবং সারাদেশে কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা, কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষি খামার প্রদর্শনী করা হয়।[৫৭] তবে তদারকি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানভেদে জেলা/উপজেলা কৃষি অফিসের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৫৬%) কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাভেদে সর্বাধিক ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা বীজ সরবরাহ সেবা নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সেবার মধ্যে রয়েছে সার সরবরাহ সেবা (৬০.৭%), কীটনাশক সংক্রান্ত সেবা (২৩.৮%) এবং কৃষি বিষয়ক পরামর্শ (২১%)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর মধ্যে ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানাকে সেবা পেতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে (চিত্র ৪.২৭)। কৃষি সেবায় যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে ২৬৬ টাকা দিতে হয়েছে।[৫৮] এ পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ২৮২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ২২৪ টাকা।

চিত্র ৪.২৭: কৃষি সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

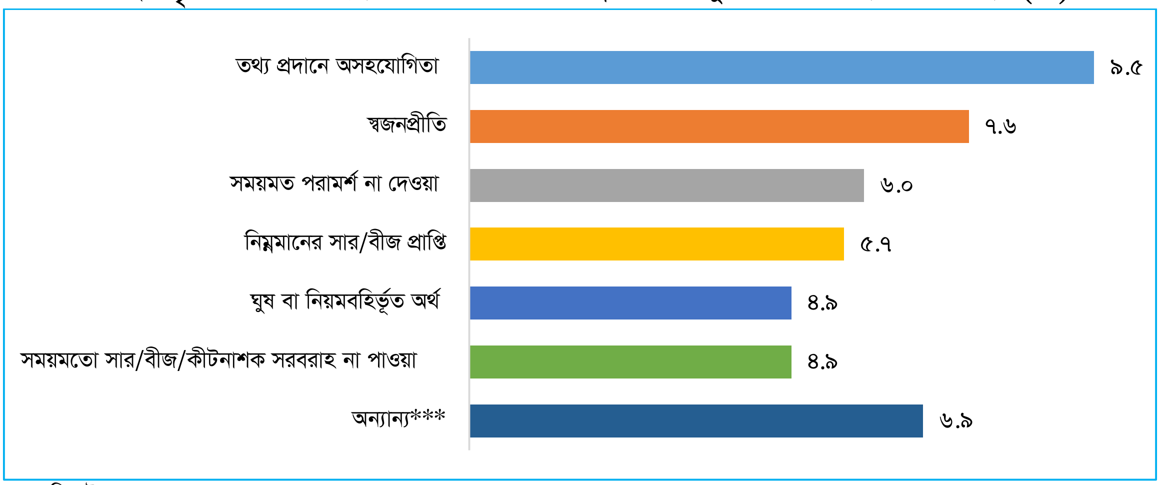

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** পরিমাণে কম পাওয়া, ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি।

কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া ছাড়াও ৯ দশমিক ৫ শতাংশ তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার, ৬ শতাংশ ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ সময়মত না পাওয়ার শিকার হয় (চিত্র ৪.২৭)। সার্বিকভাবে কৃষি সেবা গ্রহীতাদের ৮ দশমিক ৫ শতাংশ নারী এবং ৯১ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ। এসব নারীর ৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

---

[৫৫] http://www.bbs.gov.bd/site/page/3e838eb6-30a2-4709-be85-40484b0c16c6/Yearbook-of-Agricultural-Statistics (১৩ আগস্ট ২০২২)।
[৫৬] http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2020-02-02-10-36-84ecf771aa4c2e480f245fb79538ce14.pdf (১৩ আগস্ট ২০২২)।
[৫৭] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১, কৃষি মন্ত্রণালয়; http://www.moa.gov.bd/site/view/annual_reports/Annual-Report (১৩ আগস্ট ২০২২)।
[৫৮] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে যারা জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস থেকে সেবা নিয়েছে তারা অনিয়ম দুর্নীতির শিকার সবচেয়ে বেশি (৩১.৯%) হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া খানার হার ডিলারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি (১২.৮%) (সারণি ৪.২৭)।

সারণি ৪.২৭: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৫৬.০	৩১.৯	২.৮	২৭৪
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২৩.৫	৫.৯	২.০	২৬৪
ডিলার	২১.৭	২৫.০	১২.৮	২৫৫
বিএডিসি	৫.৪	২৩.১	২.৮	-***
অন্যান্য****	২.১	১৮.৯	০.৮	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।
**** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- ব্লক সুপারভাইজর, এনজিও, পশু হাসপাতাল, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা, জেলা মৎস্য অফিস।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবার ধরনভেদে সর্বাধিক খানা করোনার সময় কৃষক প্রণোদনা পেতে দুর্নীতি (৫৭%) ও ঘুষের (২৫.৫%) শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৮)। এছাড়া সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ভর্তুকি সেবা প্রাপ্তিতে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, সার সেবা প্রাপ্তিতে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, বীজ প্রাপ্তিতে ১ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গড় ঘুষ বা বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে সার পেতে (২৫২ টাকা); এছাড়া বীজ পেতে গড়ে ১৫৮ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২৮: কৃষি সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
বীজ	৬২.৭	১৬.২	১.৫	১৫৮
সার	৬০.৭	১৫.৭	৫.৯	২৫২
কীটনাশক	২৩.৮	৯.১	০.৮	-***
কৃষি বিষয়ক পরামর্শ	২১.০	৩১.৭	০.১	-***
ভর্তুকি	৩.০	৩৩.৫	৬.৮	-***
করোনার সময় কৃষকদের জন্য প্রণোদনা	২.১	৫৭.০	২৫.৫	-***
অন্যান্য****	৩.২	৩৪.৪	০.৮	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
*** কৃষি খামার প্রদর্শনী, ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিলে অন্তর্ভুক্তি, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মৎস্য সহায়তা, চারা প্রাপ্তি ইত্যাদি।

বীজ সরবরাহ: সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ উৎপাদন খামার এবং চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অপরদিকে, বীজ আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র, বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে বিক্রি ও সরবরাহ করা হয়। জরিপে দেখা যায়, যেসব খানা বীজ সরবরাহ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস থেকে বীজ সংগ্রহ করেছে (৪৫.৭%) (সারণি ৪.২৯)।

সারণি ৪.২৯: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ*

সরবরাহকারীর ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৪৫.৭
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২৯.৩
ডিলার	১৯.৬

সরবরাহকারীর ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
বিএডিসি	৫.২
এনজিও	১.০

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ১ দশমিক ৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের (প্যাকেট মূল্যের) চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বীজ সংগ্রহ করছে। এছাড়াও সময়মতো বীজ সরবরাহ না পাওয়া (৫.১%), নিম্নমানের বীজ পাওয়া (৬.০%), তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা (৫.৩%) এবং ৯ দশমিক ৯ শতাংশ অন্যান্য (প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি, পরিমাণে কম পাওয়া, ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সার সরবরাহ: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ১ শতাংশ খানা সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সার সংগ্রহ করেছে। এছাড়া যেসকল উৎস হতে সার সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস এবং ডিলার উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪.৩০)।

সারণি ৪.৩০: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ*

সরবরাহকারীর ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	৩৫.১
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৩২.৫
ডিলার	২৯.৮
বিএডিসি	৩.১
এনজিও	০.১

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কৃষকদেরকে সার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। যেসব খানা সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সার পেয়েছে, ৩ দশমিক ৪ শতাংশ স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার, ৩ দশমিক ২ শতাংশ নিম্নমানের সার পাওয়া, ৩ শতাংশ সময়মতো সার না পাওয়া, ১ দশমিক ৯ শতাংশ পরিমাণে কম পাওয়া, ১ দশমিক ১ শতাংশ তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা এবং ১ দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য (ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

কীটনাশক: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন নিশ্চিত করতে কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহারের জন্য নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে এ সরকারি সংস্থা মানসম্মত কীটনাশক বিক্রয় করার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন ডিলার পর্যায়ে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং তা তদারকি করে।

কৃষকদেরকে কীটনাশক প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। যেসব খানা কীটনাশক সরবরাহ সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে কীটনাশক পেয়েছে। এছাড়া ৪ দশমিক ৩ শতাংশ পরিমাণে কম পাওয়া, ২ দশমিক ১ শতাংশ স্বজনপ্রীতি, ১ দশমিক ৯ শতাংশ নিম্নমানের কীটনাশক পাওয়া, ১ দশমিক ২ শতাংশ সময়মতো কীটনাশক না পাওয়া এবং ২ দশমিক ২ শতাংশ অন্যান্য (প্রভাব বিস্তার, ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

কৃষি ভর্তুকি: কৃষিতে প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ থেকে কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সরাসরি কৃষকের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভর্তুকির টাকা প্রেরণের ফলে ভর্তুকির টাকা আত্মসাতের ঘটনা কমে গেলেও এখনো ভর্তুকির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে কৃষকদের ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয় এবং প্রভাব বিস্তারের শিকার হতে হয়। জরিপে দেখা যায় কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৩ শতাংশ খানা ভর্তুকি সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৭ দশমিক ৭ শতাংশ সার ক্রয়ে, ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ বীজ ক্রয়ে, ৪ শতাংশ জ্বালানি ক্রয়ে এবং ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ নগদ টাকায় সরকারি ভর্তুকি সেবার আওতায় এসেছে। ভর্তুকি সেবাপ্রাপ্ত খানাগুলোর মধ্যে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ নিম্নমানের সার, বীজ প্রাপ্তি, ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা, ১৩ শতাংশ স্বজনপ্রীতি, ৪ দশমিক ৫ শতাংশ সময়মতো ভর্তুকি না পাওয়া এবং ৬ দশমিক ৭ শতাংশ অন্যান্য (ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ: কৃষকদের সচেতনতা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্লক সুপারভাইজারগণ কৃষক সমাবেশ, মাঠ সমাবেশ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ২১ শতাংশ কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা নিয়েছে। কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পেতে ২৮ দশমিক ২ শতাংশ খানা সময়মতো পরামর্শ না পাওয়া, ২৬ দশমিক ১ শতাংশ তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা, ৬ শতাংশ স্বজনপ্রীতি এবং ৭ শতাংশ অন্যান্য (স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার শিকার হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৭৯.৫%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (৫০%), হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৪১.৬%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া (১৩%) এবং মানসম্মত সার/বীজ পাওয়া (৪.৪%) জরিপে উল্লেখ করা হয়।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে কৃষি খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৭ সালে ছিল ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৪ দশমিক ৯ শতাংশ যা ২০১৭ সালে ছিল ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ (চিত্র ৪.২৮)। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২৬৬ টাকা যা ২০১৭ সালে ছিল ৪৮৪ টাকা।

চিত্র ৪.২৮: কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

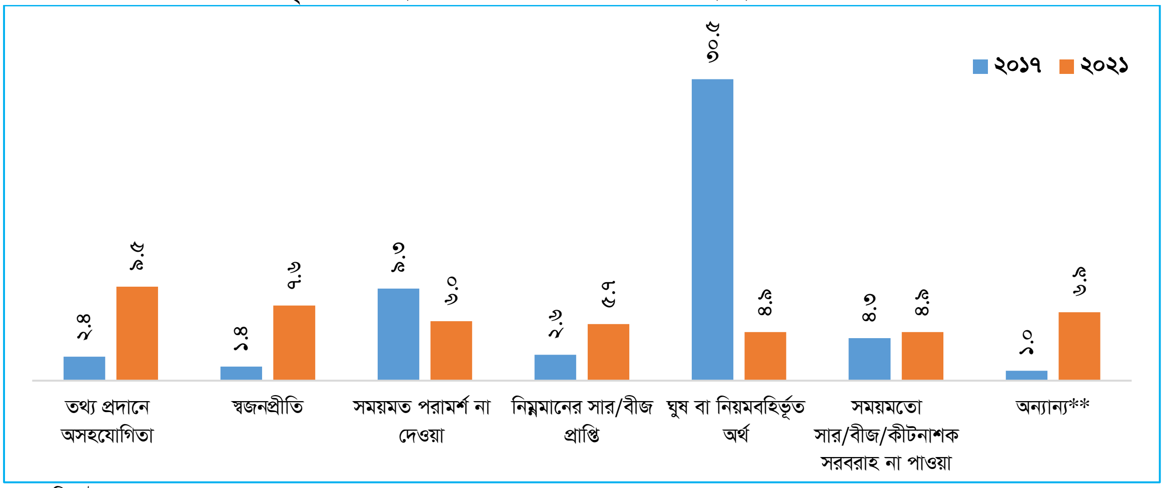

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** পরিমাণে কম পাওয়া, সময়ক্ষেপণ, ঘুষ দাবি, হয়রানি, খারাপ আচরণ ইত্যাদি।

*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.১২ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৭৮টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে। এই বীমা কোম্পানিগুলো মোট ৭ হাজার ৯০৩টি (জীবন বীমা ৬ হাজার ৫৫১টি এবং সাধারণ বীমা ১ হাজার ৩৫২টি) শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বীমা সেবা প্রদান করছে। ২০১৭ সালে বীমা কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১১ হাজার ১৭৯ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৪৮ হাজার ১৭৬ দশমিক ৬৫ কোটি টাকা।[৫৯] সম্ভাবনাময় বীমা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বীমা আইন, ২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' প্রণয়ন করে। এছাড়াও বীমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে 'জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪' গৃহীত হয়েছে।

বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে রয়েছে বীমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন, বীমা খাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

[৫৯] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৭-১৮, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
http://www.idra.org.bd/sites/default/files/files/idra.portal.gov.bd/annual_reports/70176b12_fb3a_4392_b654_49182edcb009/16c37364977660815afc1b251c7ee2cb.pdf (প্রকাশের তারিখ ২১-১০-২০১৯) ওয়েবসাইট থেকে ১৪ জুলাই ২০২২ তারিখে সংগৃহীত।

বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বীমাসেবার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বীমা মেলার আয়োজন, এজেন্টদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা, বীমা একাডেমীকে ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পরিণত করার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রিমিয়াম জমা ও বীমা দাবি গ্রহণসহ পাঁচ হাজার টাকার অধিক সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বীমা আইন লঙ্ঘনকারী কোম্পানিকে শুনানির মাধ্যমে শাস্তির বিধান করা। ফলে বীমা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ বীমা সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানা। সেবাগ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ সরকারি বীমা কোম্পানি, ৮৪ দশমিক ২ শতাংশ বেসরকারি বীমা কোম্পানি এবং ১ শতাংশ বৈদেশিক বীমা কোম্পানি হতে বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। বীমা স্কিমের ধরনের ক্ষেত্রে জীবন বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৬২ দশমিক ১ শতাংশ খানা, সঞ্চয় বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা, শিক্ষা বীমা নিয়েছে ২ দশমিক ২ শতাংশ খানা, মোটরযান বীমা নিয়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ খানা এবং অন্যান্য (আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি) বীমা সেবা নিয়েছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা। বীমা সেবা গ্রহণকারীদের ৫৩ দশমিক ৬ শতাংশ নারী এবং ৪৬ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বীমাখাতে সেবা নেওয়া খানার ২২ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ১১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ। বীমা সেবাগ্রহণকারী খানার ১০ দশমিক ১ শতাংশ সংশ্লিষ্ট বীমা অফিসে কিস্তি/ প্রিমিয়াম জমাদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা, ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ/অর্থ আত্মসাৎ/প্রতারণার অর্থ, ৫ দশমিক ১ শতাংশ সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং ২ দশমিক ৭ শতাংশ খানা প্রতারণা ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩১)।[৬০]

বীমা খাতে গ্রামাঞ্চলের খানার ৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে, যা সার্বিকভাবে যা জরিপকৃত খানার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। বীমা খাতে ঘুষ বা আত্মসাতের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ২১ হাজার ৭৬৫ টাকা দিতে হয়েছে।[৬১] ঘুষ বা আত্মসাতের শিকার হওয়া গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ৩৭ হাজার ৫৭ টাকা এবং শহরাঞ্চলের খানাকে গড়ে ১৫ হাজার ৮৯৭ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.৩১: বীমা সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

দুর্নীতির ধরন	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)
বীমা অফিসে কিস্তি/প্রিমিয়াম জমাদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা	১০.১
ঘুষ/জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়/কিস্তির টাকা আত্মসাৎ/বীমার টাকা আত্মসাৎ	৫.৫
বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ/কোভিড-১৯ অতিমারির কারণ দেখিয়ে বীমা দাবি ছাড় না করা	৫.১
কোভিড-১৯ অতিমারির সময় কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ	৪.৫
তথ্য গোপন করা/বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা/মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা	৩.৩
বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেওয়া	২.৭
অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান	০.৭

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বীমা খাতে পুরুষ সেবাগ্রহণকারীদের তুলনায় নারী সেবাগ্রহণকারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে বীমা সেবাগ্রহণকারী নারীদের ২৫ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার পুরুষ সেবাগ্রহণকারীদের ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

বীমা প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: সরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং ৪ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩২)। বেসরকারি বীমা কোম্পানি থেকে সেবা গ্রহণকারী

[৬০] দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলতে বোঝাচ্ছে বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে তথ্য গোপন করা, বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পর্ণভাবে প্রকাশ না করা, মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা, বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া; অর্থ আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ, বীমার টাকা আত্মসাৎ; অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি বলতে বোঝাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান।

[৬১] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ ও ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। সরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হওয়া খানা গড়ে ৭ হাজার ৩৪০ টাকা এবং বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানা গড়ে ৩০ হাজার ৫০২ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়।

সারণি ৪.৩২: বীমা সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ[৬২] (টাকা)
বেসরকারি	৮৪.২	২৩.৫	৫.৬	৩০,৫০২
সরকারি	১৫.৬	১৫.৯	৪.৩	৭,৩৪০
বৈদেশিক	১.০	-***	-***	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বীমার ধরনভেদে দুর্নীতি: বীমার ধরনভেদে ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা জীবন বীমা সেবায়, ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা শিক্ষা বীমা সেবায়, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানা সঞ্চয় বীমা সেবায় এবং ৩ শতাংশ খানা মোটরযান বীমা সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৩)। জীবন বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ৭ শতাংশ, সঞ্চয় বীমায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ, মোটরযান বীমায় ৩ শতাংশ ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। জীবন বীমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার খানা গড়ে ২১ হাজার ১৩৩ টাকা এবং সঞ্চয় বীমায় খানা গড়ে ৪১ হাজার ৭২৩ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.৩৩: বীমা সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ/অর্থ আত্মসাতের শিকার খানার হার (%)
জীবন বীমা	৬২.১	২৯.৭	৭.০
সঞ্চয় বীমা	৩৫.২	৯.৬	২.৯
শিক্ষা বীমা	২.২	২৩.৩	১.৬
মোটরযান বীমা	১.১	৩.০	৩.০
অন্যান্য***	১.৮	০.৪	০.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমা।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে বীমা সেবা গ্রহণকারী যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে সেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'নিয়মকানুন সম্পর্কে জানা না থাকা' (৪০.৪%), 'যথাসময়ে সেবা পাওয়া' (১১.৩%), 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৬.৩%), 'হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো' (২.৮%) চিহ্নিত করেছে (চিত্র ৪.২৯)।

চিত্র ৪.২৯: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)*

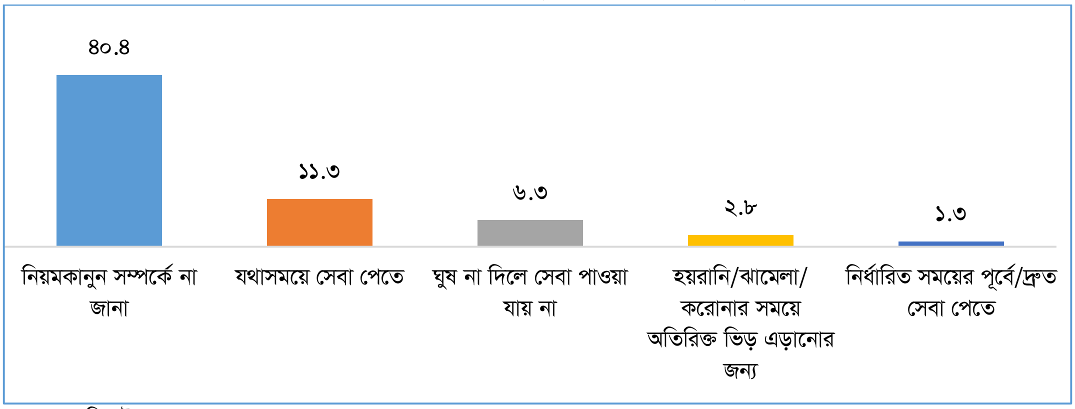

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

[৬২] *প্রাগুক্ত।*

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে বীমা সেবাগ্রহণকারী খানার ২২ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ১২ দশমিক ৩ শতাংশ । ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ৪ দশমিক ৯ শতাংশ (চিত্র ৪.৩০)।[৬৩] ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত গড় অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২১ হাজার ৭৬৫ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ১৪ হাজার ৮৬৫ টাকা।

চিত্র ৪.৩০: বীমা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৭ ও ২০২১

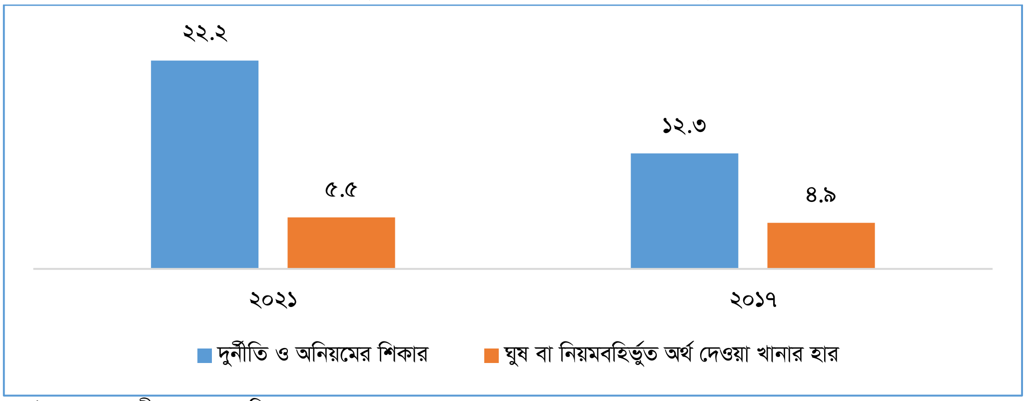

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১৩ এনজিও

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২ হাজার ৫২৯টি (২ হাজার ২৬৮টি দেশি ও ২৬১টি বিদেশি)।[৬৪] দেশের প্রায় সিংহ ভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশই বিভিন্ন এনজিও'র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় (৯৬.৬%) কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির (যেমন কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ মৌমাছি পালন ইত্যাদি) সাথে সম্পৃক্ত (১.৫%), শিক্ষা (১.৪%), ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সেবা (১.২%) এবং অন্যান্য সেবা (১.১%) যার মধ্যে স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, আইনি সহায়তা, কীটনাশক মশারি, সৌর বিদ্যুৎ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি রয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এনজিও থেকে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত (৬৮.৮%)। এছাড়া ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা স্থানীয় এনজিও এবং ১০ দশমিক ১ শতাংশ খানা আন্তর্জাতিক এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এনজিও থেকে গৃহীত সেবার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানার ১০ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ২০ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে করোনাকালীন কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া/বাধ্য করা (৮.৩%), ত্রাণ/সাহায্য বিতরণে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা (৮.১%), বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া (১.৪%), প্রতারণার শিকার (১%), গালিগালাজ/ ভয়ভীতি প্রদর্শন/ শারীরিক নির্যাতন (০.৯%) ইত্যাদি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৪)। খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশ নারী এবং ৩০ শতাংশ পুরুষ এনজিও সেবা গ্রহণ করেছে। নারী সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে ১৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং পুরুষ সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে ১৮ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

---

[৬৩] পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী এ পরিবর্তন অর্থপূর্ণ নয়।

[৬৪] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, তথ্য হালনাগাদ ১ নভেম্বর, ২০২১, http://www.ngoab.gov.bd/site/page/f7b78fbe-5cb4-479b-ab51-416351d08f5b/-, সংগৃহীত ১৪ জুলাই ২০২২।

সারণি ৪.৩৪: এনজিও খাতে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

দুর্নীতির ধরন	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)
করোনাকালীন কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়াা	৮.৩
ত্রাণ/সাহায্য বিতরণে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা	৮.১
বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া	১.৪
প্রতারণা	১.০
গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন	০.৯
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	০.৪
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার	০.৩
স্বজনপ্রীতি	০.২
অন্যান্য***	২.০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ/সহযোগিতা না পাওয়া, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা/আত্মসাৎ/সঞ্চয় নিয়ে উধাও, তদারকি না করা, তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম।

এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতি: স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত খানার ১৫ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৫)। এনজিও থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে এমন খানাকে গড়ে ১ হাজার ৮৭৯ টাকা দিতে হয়েছে।[৬৫]

সারণি ৪.৩৫: এনজিও'র ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

এনজিও'র ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
স্থানীয়	২৬.৮	১৫.৫	-***	-***
জাতীয়	৬৮.৮	১৫.১	-***	-***
আন্তর্জাতিক	১০.১	২০.০	-***	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৬২.৪%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৪১.৫%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪০.২%), নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে (৩০.১%), নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা না থাকা (৮.৫%) ইত্যাদি চিহ্নিত করেছে (চিত্র ৪.৩১)।

চিত্র ৪.৩১: এনজিও খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

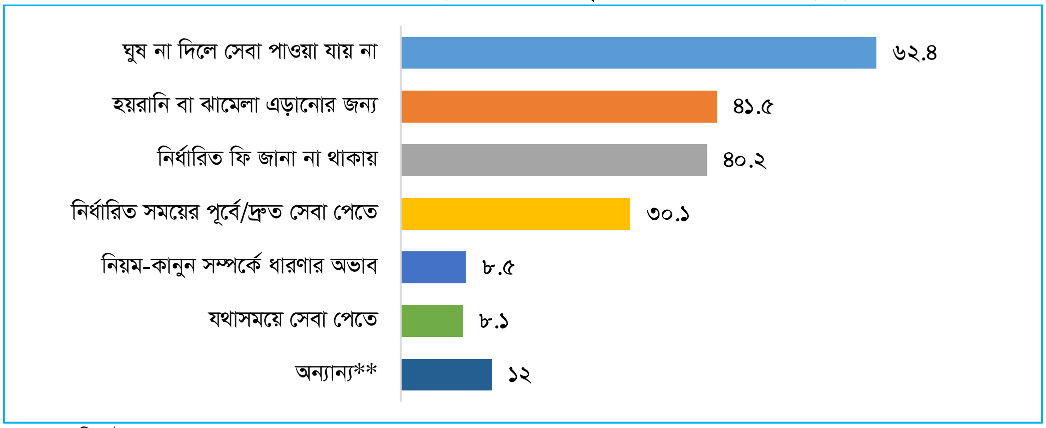

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ/সহযোগিতা না পাওয়া, তদারকি না করা, তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম ইত্যাদি।

[৬৫] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালের খানা জরিপে সার্বিকভাবে এনজিও সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয় এবং শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়, যা ২০১৭ সালে ছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ১ দশমিক ৫ শতাংশ। জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তুলনায় ২০২১ এ দুর্নীতির হার বাড়লেও ঘুষের হার কমেছে। জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তুলনায় ২০২১ এ দুর্নীতির মধ্যে বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া এবং প্রতারণার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৪.৩২)। তবে এ বছর কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া/বাধ্য করা (৮.৩%), ত্রাণ/সাহায্য বিতরণে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা (৮.১%) ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতির হার বেড়ে যাওয়ায় ২০১৭ এর তুলনায় সার্বিকভাবে এনজিও খাতে দুর্নীতি বেড়ে গেছে।

চিত্র ৪.৩২: এনজিও খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

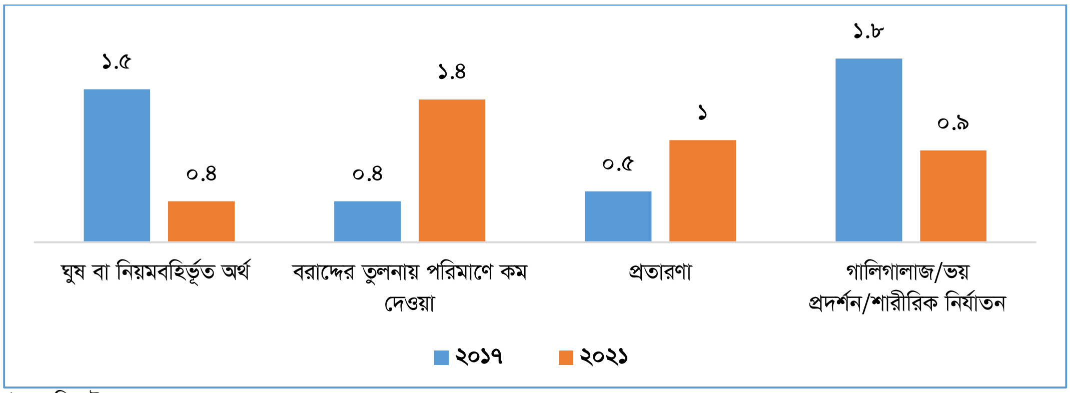

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.১৪ গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীন ছয়টি কোম্পানি ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশে ৪৩ দশমিক ২৮ লক্ষ গ্রাহককে গ্যাস সংক্রান্ত বিপণন ও বিতরণ কার্যক্রম সেবা প্রদান করেছে যার অধিকাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ের সংযোগ।[৬৬] তবে বিতরণকৃত গ্যাসের মাত্র ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৬৭] বর্তমানে গৃহস্থালীতে নতুন সংযোগ বন্ধ থাকলেও খানা পর্যায়ে পুনঃসংযোগ, সংযোগ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন ফি ও বিল প্রদান ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে। এসব সেবা কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং গ্রাহকবান্ধব করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলেও এসব সেবা নিতে সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: গত এক বছরে গ্যাস বিপণণ ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে এমন খানার হার ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। গ্যাস সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৪২%) খানা সেবা গ্রহণ করেছে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে, এর পরে রয়েছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৩৮.২%), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৮.৩%), সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (৬.৮%), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (২.৬%) এবং জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (২.১%)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: গ্যাস খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির মধ্যে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো ঘুষ/ নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় (৬.৪%), দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫.২%), অযথা বিলম্ব করা/ সময়ক্ষেপণ (৩.৩%), সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা

[৬৬] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০, পেট্রোবাংলা, https://petrobangla.org.bd/sites/default/files/files/petrobangla.portal.gov.bd/annual_reports/b01f8121_46b5_4cd0_96be_bc5b43cb2010/2022-03-27-10-27-5bf851d9f53edf0db83f223675765243.pdf; (১৪ জুলাই ২০২২)।
[৬৭] *প্রাগুক্ত*।

(৩.১%) এবং তথ্য প্রদানে অসহযোগিতার (৩%) শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩৩)। সার্বিকভাবে গ্যাস সেবায় ৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে সেবা পাওয়ার জন্য গড়ে ১১ হাজার ৭১০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

চিত্র ৪.৩৩: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

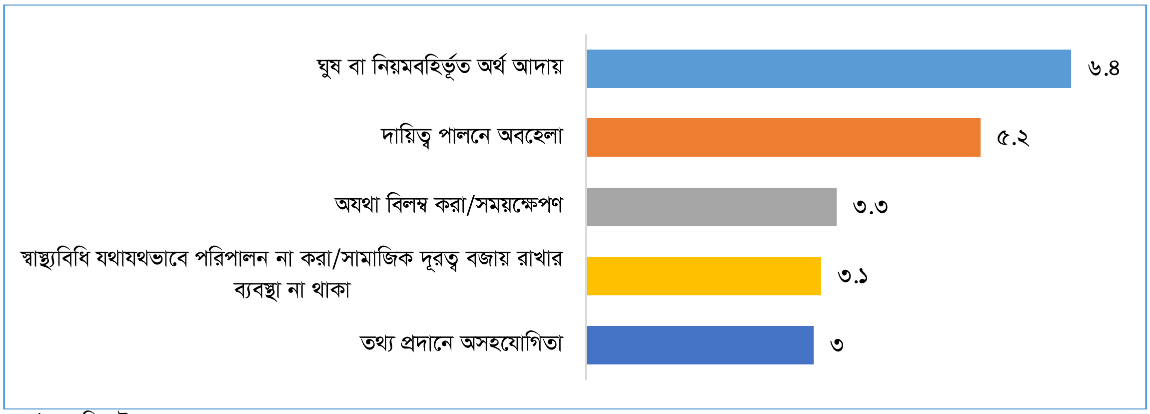

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খানার পক্ষে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ নারী এবং ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী নারীর মধ্যে ২২ শতাংশ এবং পুরুষের মধ্যে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (২৩.৬%)। এর পরে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (১৬%) এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৬.৮%)। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে গ্যাস সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ঘুষের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি (১৪.৫%)। এছাড়া জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (১০.৮%), তিতাস গ্যাস কোম্পানি (৬.৮%) এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৪.৬%) থেকে সেবাগ্রহীতা খানা গ্যাস সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: পুনঃসংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ, উপকরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের এবং ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে মিটার রিডিং, বিল সংক্রান্ত কাজে সেবাগ্রহীতা খানার ৫ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের এবং ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৬)।

সারণি ৪.৩৬: গ্যাস সেবাভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সংক্রান্ত সেবা	১৬.৬	৬৬.৫	৩২.৬	***
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৮৩.৫	৫.১	১.২	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
***অপর্যাপ্ত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানা টাকা না দিলে সেবা না পাওয়া (৬৮.৮%), নির্ধারিত ফি না জানার কারণে (৫০.১%), যথাসময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৪৫.৪%) এবং হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৪২.৯%) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে।

৪.১৫ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম সেবাখাত হচ্ছে ব্যাংকিং। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দুই ধরনের- তফসিলি ব্যাংক[৬৮] (মোট ৬১টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) এবং অ-তফসিলি ব্যাংক[৬৯] (মোট পাঁচটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, তিনটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কীম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যাবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, বেতন, ভাতা পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[৭০]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এ হার গ্রামাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, গ্রামীণ ব্যাংক ৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২ দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য ব্যাংক (অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অ-তফসিলি ব্যাংক) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসব সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা টাকা উত্তোলন, ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা টাকা জমা, ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন, ১০ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ব্যাংক হিসাব খোলা, ৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ডিপিএস, ৫ দশমিক ৩ শতাংশ খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন এবং ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ খানা ব্যাংকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ/গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ১৫ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া এই হার গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানা। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ, ৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সময়ক্ষেপণ এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ খানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা, ১০ দশমিক ২ শতাংশ খানা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা এবং ১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দায়িত্ব পালনে অবহেলাসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩৪)।

চিত্র ৪.৩৪: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)

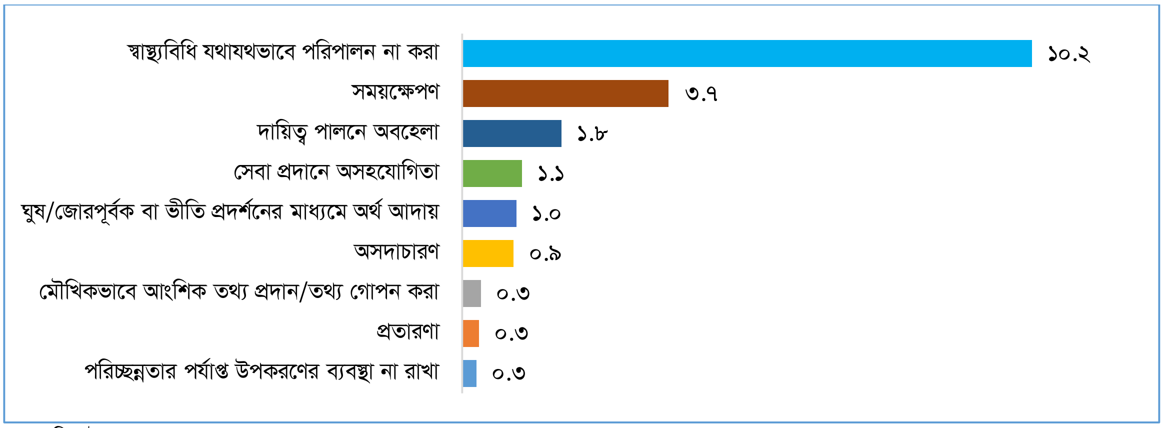

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৬৮] যেসব ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত, ২০১৩) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

[৬৯] যেসব ব্যাংক কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রচলিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের অ-তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

[৭০] https://www.bb.org.bd/en/index.php/financialactivity/bankfi

ব্যাংক থেকে সেবা নিতে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৪ হাজার ৬৬০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার ৭৫১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ২ হাজার ১৩৫ টাকা) দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।[৭১] সার্বিকভাবে ব্যাংকিং সেবাগ্রহীতাদের ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ নারী এবং ৬৯ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ। সেবাগ্রহীতা নারীদের ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ এবং পুরুষদের ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ব্যাংকিং খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ১১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। উল্লেখ্য, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক (৩.৩%) খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। ব্যাংকের ধরনভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২ হাজার ৯৫৬ টাকা, কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৭৭২ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২ হাজার ৪২৩ টাকা (সারণি ৪.৩৭)।

সারণি ৪.৩৭: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ[৭২] (টাকা)
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৪.৬	১৬.৩	০.৬	২,৪২৩
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮.৭	১২.৮	০.৭	২,৯৫৬
কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৫.৮	১১.৪	৩.৩	৩,৭৭২
গ্রামীণ ব্যাংক	৩.৩	৫.৬	২.৪	-***
অন্যান্য****	২.৮	৮.৯	২.০	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

**** অ-তফসিলি ব্যাংক (যেমন: জুবিলি ব্যাংক), বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক।

সেবাভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি: দেখা যায়, ৫৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা হিসাব খোলা সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, ৩২ দশমিক ১ শতাংশ খানা সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্র দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৪৪ শতাংশ খানা ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, কৃষি ঋণ, ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ), ১৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা পে/মানি অর্ডার/টিটি, ১২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, ১১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা ডিপিএস সংক্রান্ত এবং ১০ দশমিক ৭ শতাংশ খানা টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৮)।

সারণি ৪.৩৮: ব্যাংকিং সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
টাকা উত্তোলন	৩৭.২	১০.৭	০.১
টাকা জমা	৩১.৭	৬.৬	০.২
বিদ্যুৎ/গ্যাস বিল পরিশোধ	২৮.৯	৫.৪	০.৬
বেতন ও ভাতা উত্তোলন	১৩.৮	৫.২	০.২
হিসাব খোলা	১০.৬	৫৩.১	১.৫
ডিপিএস	৭.৬	১১.৯	০.৩
অন্যান্য পরিসেবার বিল পরিশোধ	৬.৩	৪.৯	-***
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৫.৩	৯.৯	০.২
হোল্ডিং কর জমা	২.৮	৪.৭	-***
মেয়াদি সঞ্চয়ী	১.৭	৮.৪	-***
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন	১.৩	১২.৪	-***

[৭১] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

[৭২] *প্রাগুক্ত।*

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত	০.৫	৩২.১	-***
পে/মানি অর্ডার/টিটি	০.২	১৮.১	১৮.১
ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে****	৯.৬	৪৪.০	১৫.৪
অন্যান্য*****	১.৫৪	৭৪.৪	৫.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

**** খানার ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, কৃষি ঋণ, ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

***** পাসপোর্টের ফি জমা, ট্রেড লাইসেন্সের ফি/নবায়ন ফি জমা, ক্রেডিট কার্ড, এলসি খোলা,করোনা প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ ইত্যাদি।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে ঘুষের শিকার হওয়া খানা ঘুষ দেওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৫০.৭%), হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য (৪৭.৮%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৩১.৬%), দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য (৪.৩%) অন্যতম (চিত্র ৪.৩৫)।

চিত্র ৪.৩৫: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

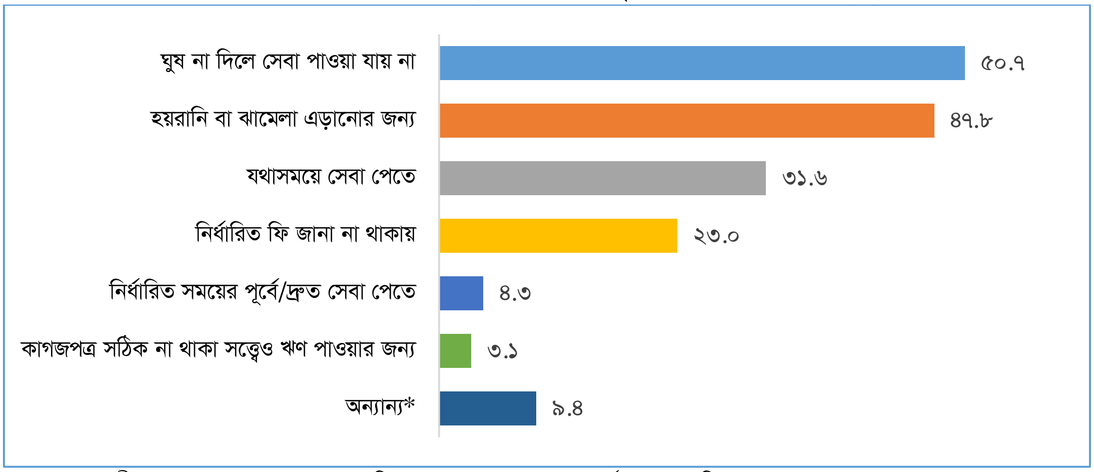

* ঋণের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য, জোর করে বকশিস আদায়, ফরম পূরণ বাবদ অর্থ আদায় প্রভৃতি।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৫ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ১ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ (চিত্র ৪.৩৬)। ২০২১ সালে খানা প্রতি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত গড় অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৪ হাজার ৬৬০ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৩ হাজার ৯৮৫ টাকা।

চিত্র ৪.৩৬: ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

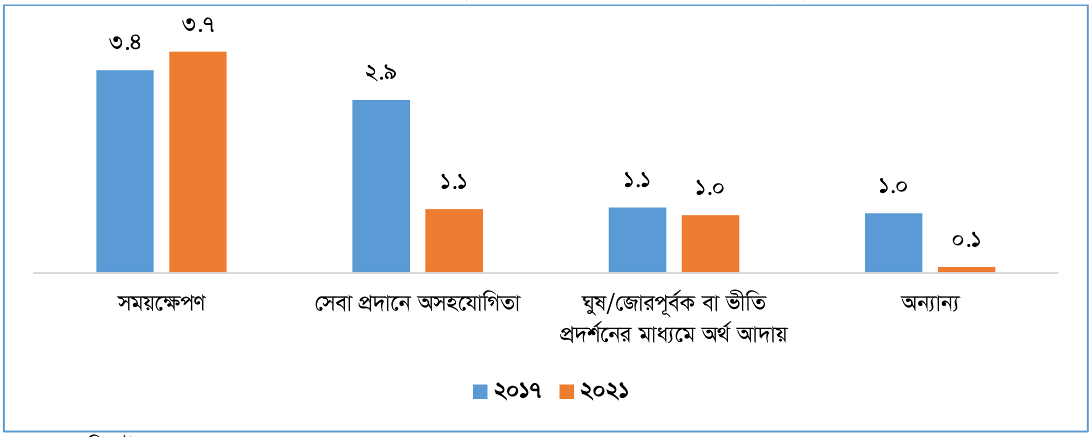

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.১৬ কর ও শুল্ক

বিভিন্ন ধরনের কর এবং শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর (যেমন, আয়কর, বিদেশ ভ্রমণ কর) এবং পরোক্ষ করের (যেমন, মূল্য সংযোজন কর-মূসক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক) মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ হয়ে থাকে। কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করতে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ ওয়েবসাইটে এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন এবং কর প্রদান, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও কর এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৪ দশমিক ৬ শতাংশ কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ১ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬ দশমিক ১ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী খানার ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ২১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বাণিজ্যিক পর্যায়ে[৭৩] বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮৫.৭%) আয়কর সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১১ দশমিক ৮ শতাংশ। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ১০ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং ৯ দশমিক ২ শতাংশ খানা অন্যান্য (সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অজুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩৭)। জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলের খানার ১২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ১০ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে। যেসব খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪ হাজার ৭৮৮ টাকা দিতে হয়েছে।[৭৪] সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের ৮ দশমিক ৪ শতাংশ নারী এবং ৯১ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ। সেবাগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৩৭: কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

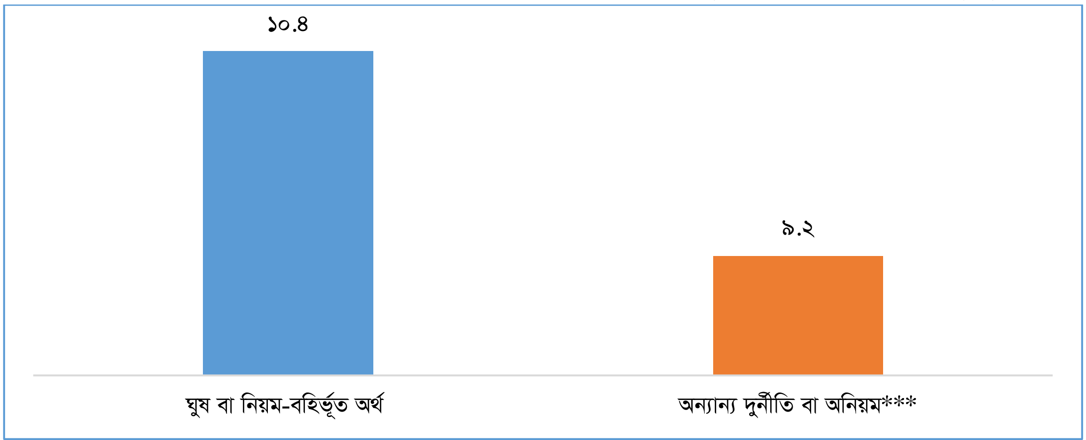

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবার ধরন অনুযায়ী, পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্ট) শুল্ক সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (১৮.১%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৯)। অপরদিকে আয়কর সেবার ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানা গড়ে ৫ হাজার ৪৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

---

[৭৩] খানার সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে সেবা নেয়।

[৭৪] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

সারণি ৪.৩৯: কর ও শুল্ক সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

কর ও শুল্কের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
আয়কর	৮৫.৭	১২.৮	১০.৯	৫,০৪৫
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	৫.৩	৯.০	৪.৯	-***
ভ্রমণ কর	২.৭	-***	-***	-***
পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে) শুল্ক	২.০	১৮.১	১২.০	-***
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক	১.৬	৯.৩	২.৬	-***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

অনুরূপভাবে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্ট) শুল্ক সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (১২%) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব সেবাগ্রহীতা খানা কর ও শুল্ক সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা 'হয়রানি না ঝামেলা এড়ানোর জন্য' ঘুষ দেওয়ার কারণ বলে জানিয়েছে। এছাড়া ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' এবং ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ খানা 'নির্ধারিত সময়ে কর বা শুল্ক নির্ধারণ করতে' ঘুষ দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালে কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ১২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ১১ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ১০ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল ৯ দশমিক ৪ শতাংশ (চিত্র ৪.৩৮)। ২০২১ সালে ঘুষের শিকার খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৪ হাজার ৭৮৮ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৫ হাজার ২১৩ টাকা।

চিত্র ৪.৩৮: কর ও শুল্ক সেবায় বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭ ও ২০২১*****

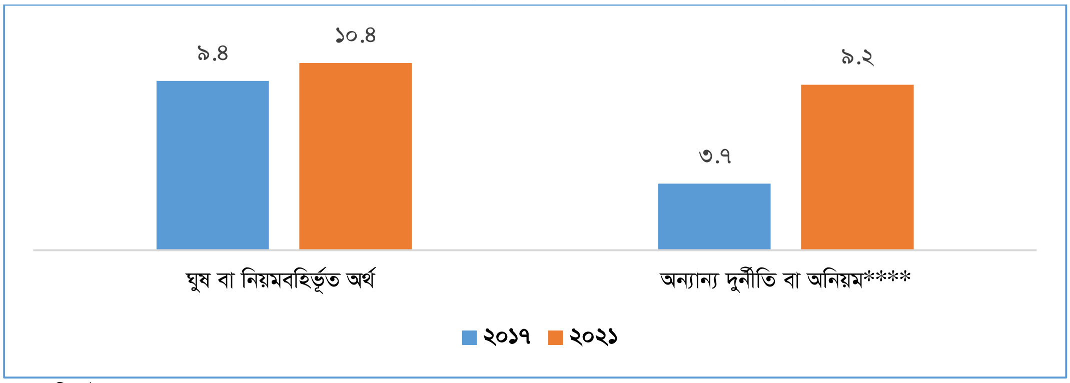

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

**** সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা।

৪.১৭ অন্যান্য

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৪৪ শতাংশ অন্যান্য সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং (৭৮.৬%), অনলাইন শপিং (১১%), ওয়াসা (১০.৪%), নির্বাচন কমিশন (৭.৩%) উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য খাতে যেসব খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৪ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত

অর্থের পরিমাণ গড়ে ২ হাজার ৭১১ টাকা।[৭৫] এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৬.৪%), প্রতারণা (৫.৬%), সময়ক্ষেপণ (৪%) ইত্যাদি (চিত্র ৪.৩৯)।

চিত্র ৪.৩৯: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)***

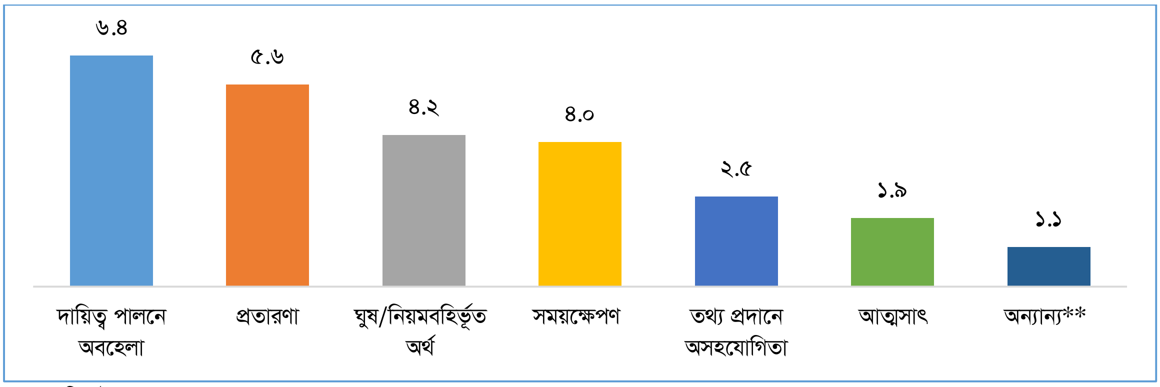

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি।
*** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারীদের ২৮ দশমিক ২ শতাংশ নারী এবং ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ। নারী সেবাগ্রহণকারীদের ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ১৪ দশমিক ২ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওয়াসা থেকে সেবাগ্রহীতা খানা সবচেয়ে বেশি (৫৬.৬%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশন হতে ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা, ই-কমার্স বা অনলাইন শপিং হতে ৩৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা, সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে ২৬ শতাংশ, ডাক বিভাগ হতে ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হয়। এছাড়া সেবা গ্রহণে সবচেয়ে বেশি (১৩.৮%) ঘুষের শিকার হয়েছে নির্বাচন কমিশন হতে (সারণি ৪.৪০)।

সারণি ৪.৪০: অন্যান্য খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
নির্বাচন কমিশন	৭.৩	৫২.৩	১৩.৮
ওয়াসা	১০.৪	৫৬.৬	২.৪
ডাক বিভাগ	১.৬	২৪.৯	১.৯
এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং	৭৮.৬	২.৮	১.৬
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১.৫	২৬.০	৭.৪
ই-কমার্স	১১.১	৩৮.১	৫.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত দেওয়ার কারণ: সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৬১.৫%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৪৪.৭%), নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (২১.৯%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (২০.২%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (১৭%) এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (১.৯%)।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২১ সালের খানা জরিপে অন্যান্য সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহীতা খানার ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো সেবা প্রতিষ্ঠান হতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার খানার হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ছিল যথাক্রমে ২২ শতাংশ এবং ৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা (চিত্র ৪.৪০)। ২০২১ সালে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২ হাজার ৭১০ টাকা, যা ২০১৭ সালে ছিল ৫ হাজার ৯২ টাকা।

[৭৫] যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ঘুষের পরিমাণ চরম মান (extreme value) বাদ দিয়ে গড় করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৪০: অন্যান্য খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৭ ও ২০২১***

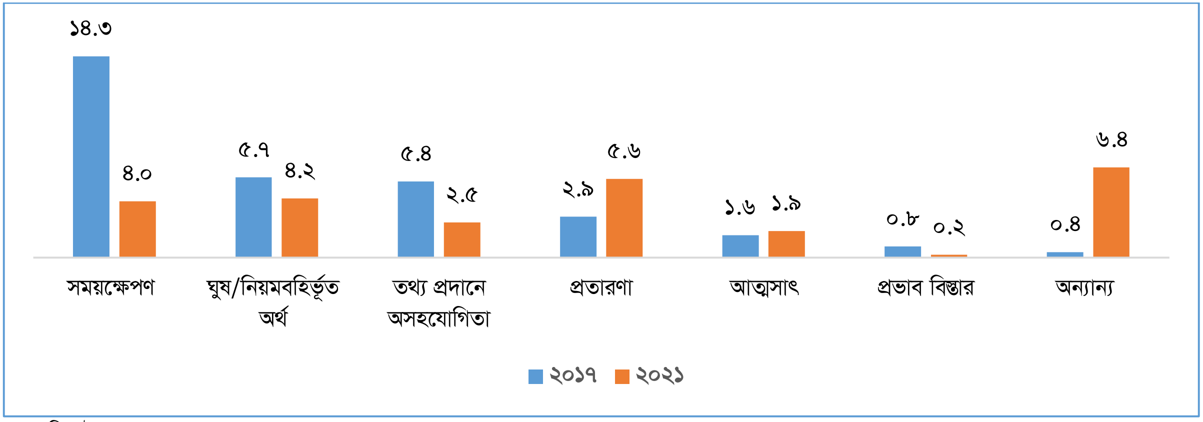

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** ২০২১ ও ২০১৭ সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় ৫

উপসংহার ও সুপারিশ

সেবাখাতে দুর্নীতি ২০২১ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১ সালে ১৭টি খাত বিবেচনায় সার্বিকভাবে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সাতটি খাত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৪%), পাসপোর্ট (৭০.৫%), বিআরটিএ (৬৮.৩%) বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), স্বাস্থ্যসেবা (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমি সেবা (৪৬.৩%)। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিআরটিএ। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষদাতা খানার ৭২.১% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে "ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না"-এ কথা বলেছেন, অর্থাৎ ঘুষ আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে।

২০২১ সালে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হল বীমা, বিচারিক ও গ্যাস সেবা। জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৮৩০ দশমিক ১ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের তুলনায় সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২১ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার একই খাত বিবেচনায় পাওয়া গিয়েছে ৭০.৮%, ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৬৬.৫%)। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার কমেছে কিন্তু ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। অপরদিকে অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে সেবাখাতে দুর্নীতি বেড়েছে। বিভিন্ন খাতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও কোনো কোনো সেবাখাতে তা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় দুর্নীতি একই অবস্থায় রয়েছে (যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ ইত্যাদি) এবং কিছু খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বীমা ইত্যাদি)। এছাড়া ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা)।

আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়নি, তবে ঘুষের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার বেশি (৩৬.৬% বনাম ৪৬.৫%)। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে আরও পাওয়া যায়, পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো খাতে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাত) এবং কোনো কোনো সেবাখাতে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবাগ্রহীতারা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (শিক্ষা, ভূমি সেবা)। এছাড়া ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬ ও এর বেশি বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়।

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

সুপারিশ

১. বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে সকল সেবা ডিজিটালাইজ করতে হবে। সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সেবাপ্রদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণগত বিষয়গুলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

৬. সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নাগরিক সনদে সেবামূল্য সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সাধারণ সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।
৭. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএস) সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।
৮. যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে।
৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

****

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ও এলাকাভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
১	ঢাকা	১৮৪৮	১০৯২	২৯৪০
২	চট্টগ্রাম	১৫২৪	৮৮৮	২৪১২
৩	রাজশাহী	১৩৫৬	৮০৪	২১৬০
৪	খুলনা	১২৩৬	৭৩২	১৯৬৮
৫	বরিশাল	৮৭৬	৫১৬	১৩৯২
৬	রংপুর	১২৬০	৭৩২	১৯৯২
৭	সিলেট	৮৫২	৫০৪	১৩৫৬
৮	ময়মনসিংহ	১০২০	৬০০	১৬২০
মোট খানার সংখ্যা		৯৯৭২	৫৮৬৮	১৫৮৪০

পরিশিষ্ট ২: বিভাগ ও এলাকাভেদে জরিপে প্রাপ্ত নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
১	ঢাকা	১৭৭৬	১১৬৪	২৯৪০
২	চট্টগ্রাম	১৫২৪	৮৮৮	২৪১২
৩	রাজশাহী	১৩৮০	৭৮০	২১৬০
৪	খুলনা	১২১২	৭৫৬	১৯৬৮
৫	বরিশাল	৮৭৬	৫১৬	১৩৯২
৬	রংপুর	১২২৪	৭৬৮	১৯৯২
৭	সিলেট	৮৫২	৫০৪	১৩৫৬
৮	ময়মনসিংহ	৯৯৬	৬২৪	১৬২০
মোট খানার সংখ্যা		৯৮৪০	৬০০০	১৫৮৪০

পরিশিষ্ট ৩: ২০২১ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান

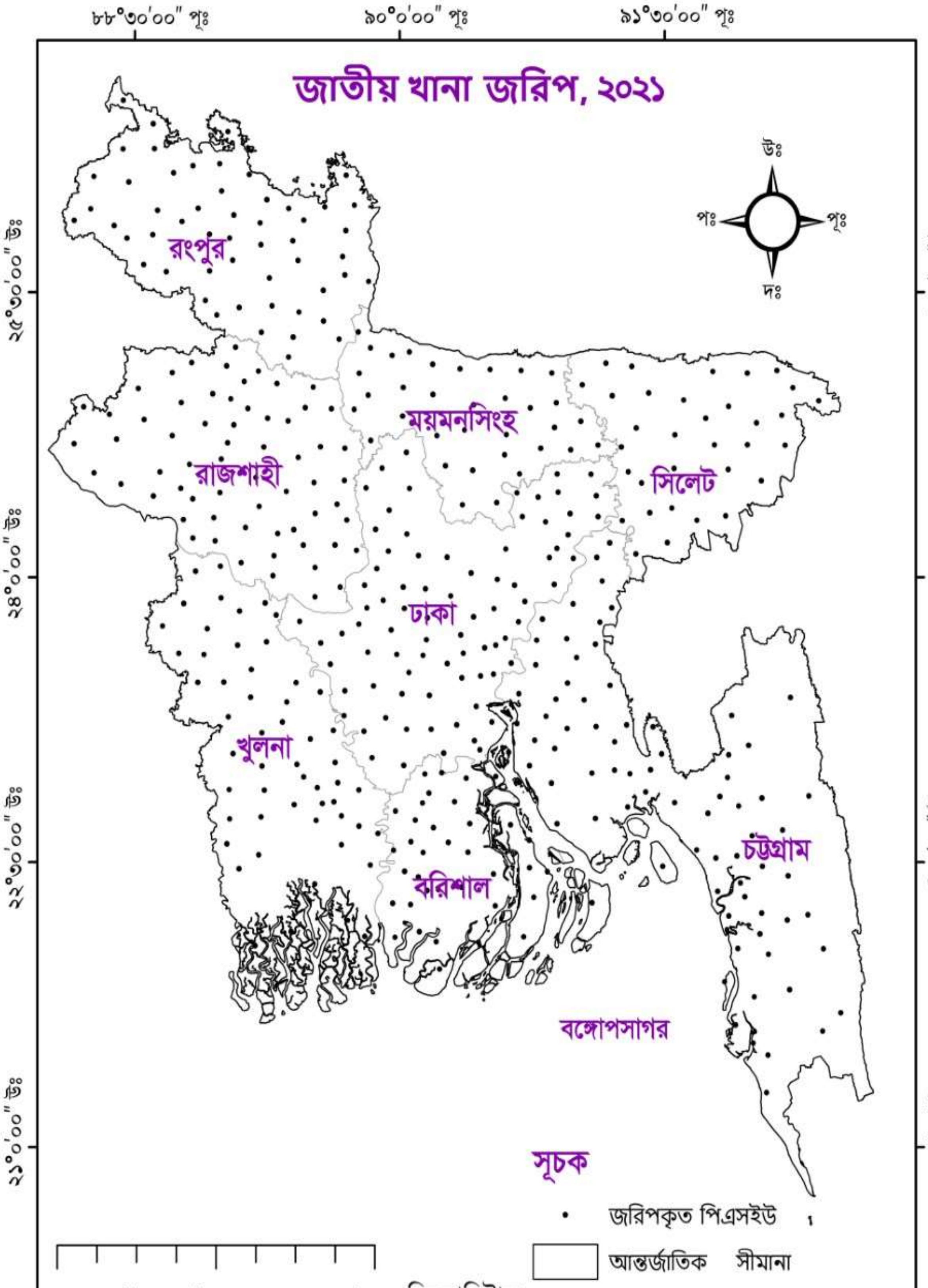

পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবা গ্রহণের খানার হার (%)			Standard Error	Relative Error[76]
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৯৩.৫	৯২.৬	৯২.৯	০.৬৯	০.৭৪
২	শিক্ষা (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি)	৭১.৮	৭২.৪	৭২.২	০.৮৭	১.২১
৩	ব্যাংকিং	৫৩.৭	৫৭.৫	৫৬.২	১.২৫	২.২৩
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৮.৩	৪৫.০	৫৩.১	১.৬৯	৩.১৯
৫	বিদ্যুৎ	৫৭.৯	৪৫.৯	৫০*	১.৮০	৩.৬১
৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪৪.৩	৩৭.৩	৩৯.৭	১.৬০	৪.০৩
৭	ভূমি সেবা	১৮.৩	১৩.২	১৪.৯	০.৮৪	৫.৬৪
৮	বীমা	১৩.৪	১৫.৬	১৪.৮	০.৮০	৫.৪২
৯	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.০	১০.৫	১০.০	০.৯৭	৯.৬৯
১০	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৬	৮.৮	৮.৭	০.৮৬	৯.৮৭
১১	কৃষি	১৪.৬	২.৩	৬.৫	০.৪৭	৭.২৫
১২	বিচারিক সেবা	৭.৮	৫.৫	৬.৩	০.৪১	৬.৫৮
১৩	বিআরটিএ	৩.১	৭.৯	৬.৩	০.৫৯	৯.৩৫
১৪	পাসপোর্ট	৫.৯	৬.১	৬.০	০.৫১	৮.৪৩
১৫	কর ও শুল্ক	১.৯	৬.১	৪.৬	০.৪৫	৯.৭৬
১৬	গ্যাস	০.৮	৫.০	৩.৬	০.৫৬	১৫.৭৭
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	৪৯.৫	৪১.১	৪৪.০	১.৭২	৩.৯০
১৮	**সার্বিক**	**৯৯.৫**	**৯৯.৪**	**৯৯.৫**	**০.১৭**	**০.১৭**

*বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৯৬.১% খানার।

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৭	৭৫.২	৭৪.৪	২.৫৫	৩.৪২
২	পাসপোর্ট	৮২.৯	৬৪.৩	৭০.৫	৩.৭৭	৫.৩৬
৩	বিআরটিএ	৭৬.৮	৬৬.৬	৬৮.৩	৩.৫৫	৫.২০
৪	বিচারিক সেবা	৫২.৬	৫৯.৯	৫৬.৮	৩.৬৭	৬.৪৬
৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৪.৮	৫০.৯	৪৮.৭	২.১৬	৪.৪২
৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৮.২	৪৫.৪	৪৬.৬	১.২০	২.৫৮
৭	ভূমি সেবা	৪২.৮	৪৮.৮	৪৬.৩	২.৬৬	৫.৭৪
৮	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩২.৪	৩৪.৮	৩৩.৯	২.১০	৬.১৮
৯	বিদ্যুৎ	৩৪.৯	৩২.৬	৩৩.৫	১.৪৯	৪.৪৫
১০	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩২.৮	২৫.২	২৭.৮	৩.৭২	১৩.৩৮
১১	কৃষি	২৫.৭	২০.৫	২৪.৫	২.০৫	৮.৩৬
১২	বীমা	১১.৮	২৬.৯	২২.২	৪.০২	১৮.১২
১৩	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১০.২	২০.২	১৬.৩	৩.১৪	১৯.২০
১৪	গ্যাস	২৩.২	১৪.৫	১৫.২	৩.৮৯	২৫.৫২
১৫	ব্যাংকিং	৮.০	১৮.৫	১৫.০	২.৪০	১৬.০৩
১৬	কর ও শুল্ক	১৬.২	১১.৮	১২.৪	৩.৫০	২৮.১৭
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, নির্বাচন কমিশন, অনলাইন শপিং, ইত্যাদি)	১০.৫	২২.১	১৭.৫	২.৫২	১৪.৩৮
১৮	**সার্বিক**	**৭১.২**	**৭০.৭**	**৭০.৯**	**১.৭০**	**২.৪০**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে।

[৭৬] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion- এর কত অংশ তা শতকরা হারে Relative Error (RE) নামে প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার** খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	পাসপোর্ট	৭৫.৩	৪৬.১	৫৫.৮	৪.৩৮	৭.৮৬
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.০	৫৪.৬	৫৫.৭	৩.২৮	৫.৯০
৩	বিআরটিএ	৬৭.০	৪৬.৮	৫০.২	৫.৮২	১১.৬০
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৭.৯	৩০.০	৩৩.৫	১.১৮	৩.৫২
৫	ভূমি সেবা	৩১.৩	৩১.৭	৩১.৫	২.৬০	৮.২৪
৬	বিচারিক সেবা	২২.৭	২৪.৫	২৩.৭	৩.১৯	১৩.৪৩
৭	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৯.৯	১৫.০	১৬.৯	১.১৬	৬.৮৫
৮	কর ও শুল্ক	১২.৭	১০.০	১০.৪	৩.৪৭	৩৩.৫৩
৯	বিদ্যুৎ	৯.৮	৬.৬	৭.৯	০.৮২	১০.৪২
১০	গ্যাস	১৫.৪	৫.৬	৬.৪	২.১৮	৩৪.০৫
১১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৭.০	৫.৭	৬.২	০.৫৭	৯.২৮
১২	বীমা	৪.৪	৬.০	৫.৫	১.১২	২০.৩৫
১৩	কৃষি	৪.৫	৬.৪	৪.৯	০.৮৫	১৭.০৯
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪.১	১.২	২.২	০.৬৪	২৮.৮৫
১৫	ব্যাংকিং	১.৮	০.৫	১.০	০.১৭	১৮.১১
১৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৪	০.৪	০.৪	০.১৪	৩২.৩৭
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	৫.১	৩.৭	৪.২	০.৬৮	১৬.১৩
১৮	**সার্বিক**	**৪৬.৫**	**৩৬.৬**	**৪০.১**	**১.৪০**	**৩.৫০**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে; **ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেওয়া অর্থ।

পরিশিষ্ট ৭: বিভিন্ন সেবাখাতে গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	বীমা	৩৭,০৫৭	১৫,৮৯৭	২১,৭৬৫	৫২৪৮.৬৭	২৪.১১
২	বিচারিক সেবা	১২,২৪০	২৫,১৭৭	১৯,০৯৬	১১২৭৮.৬৪	৫৯.০৬
৩	গ্যাস	-*	-*	১১,৭১০**	২৬২২.২৯	২২.৩৯
৪	ভূমি সেবা	৭,৪৪৩	৭,১৫৪	৭,২৭১	৭৬৮.৯৮	১০.৫৮
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,৭১৬	৭,১৭০	৬,৬৯৮	২৩০৩.৪৬	৩৪.৩৯
৬	বিআরটিএ	৪,৪৪২	৫,৩৪৬	৫,১৪৭	৩১৬.৭৬	৬.১৫
৭	পাসপোর্ট	৫,২২৯	৪,৯১৫	৫,০৫৫	৩২৫.৬৯	৬.৪৪
৮	কর ও শুল্ক	২,৬০০**	৫,২১০**	৪,৭৮৮	৮৮০.৯১	১৮.৪০
৯	ব্যাংকিং	৫,৭৫১	২,১৩৫	৪,৬৬০	২১০০.২৭	৪৫.০৭
১০	বিদ্যুৎ	২,৩২৯	৪,২৩৭	৩,২৮৬	৪৭২.৬৮	১৪.৩৯
১১	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩,৫৪৪	৭০৪	১,৮৭৯	৯৫৩.৭৭	৫০.৭৭
১২	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১,৯২১	১৫৬	১,৩৬৫	৭১৮.০৫	৫২.৬০
১৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৭৯	১,১৪৮	১,০১২	৮৬.২৭	৮.৫২
১৪	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৮৩	৭৯৬	৭০২	৪৯.৪৩	৭.০৪
১৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৭৪৩	৬৩৭	৬৮০	৯০.০৮	১৩.২৫
১৬	কৃষি	২৮২	২২৪	২৬৬	২১.৫৬	৮.১১
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	২,১৪১	৩,৩৬৬	২,৭১১	৭০১.০৩	২৫.৮৬
১৮	**খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ**	**৪,৫৫৫**	**৮,০৫০**	**৬,৬৩৬**	**৩৪৬.৪৫**	**৫.২২**

* অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি; **সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত।

পরিশিষ্ট ৮: প্রাক্কলন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, নভেম্বর ২০২১ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৬.৪১৮ কোটি[৭৭]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২ ধরা হয়েছে। বিবিএস'র গণশুমারী ২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৪.০৭ কোটি।

পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর হার (%)		দুর্নীতির শিকার (%)	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (n=১৩২৫৯)	৫৩.৫	৪৬.৫	২৫.৬	২৮.৪
২	স্বাস্থ্য (সরকারি) (n=২৮৯৬৯)	৪৬.৯	৫৩.১	৪২.৭	৪১.০
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=১২৩১০)	২৬.৮	৭৩.২	৫০.১	৪১.৯
৪	ভূমি সেবা (n=২৬৩৩)	১২.৭	৮৭.৩	৪৩.৯	৪৭.২
৫	কৃষি (n=২০৮০)	৮.৫	৯১.৫	৯.৪	২৫.৪
৬	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=১৩৫০)	১৬.৯	৮৩.১	৭২.০	৭৩.৬
৭	বিচারিক সেবা (n=১১০০)	১১.৩	৮৮.৭	৪৭.৪	৪৭.৭
৮	বিদ্যুৎ (n=৯৮৪২)	১৭.০	৮৩.০	৩২.৮	৩৩.০
৯	ব্যাংকিং (n=১০৬৭৯)	৩০.৯	৬৯.১	১৭.৮	১৩.৬
১০	বিআরটিএ (n=৬৮৬)	১.২	৯৮.৮	**	৬৬.৪
১১	কর ও শুল্ক (n= ৫২৯)	৮.৪	৯১.৬	৫.১	১৩.১
১২	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ) (n=৭১৯৪)	৭০	৩০	১৬.২	১৮.১
১৩	পাসপোর্ট (n=৮৮২)	১৫.৭	৮৪.৩	৭০.৯	৬৮.৫
১৪	বীমা (n=২২১৭)	৫৩.৬	৪৬.৪	২৫.২	১৮.৪
১৫	গ্যাস (n=২২৯)	১৬.৭	৮৩.৩	২২.০	১৪.১
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (n=১৪৭১)	২৯.৯	৭০.১	২৯.৩	২৫.৭
১৭	অন্যান্য (n=৮৮২১)	২৮.২	৭১.৮	১৮.৫	১৪.২
১৮	**সার্বিক**	**৪৭.৩**	**৫২.৭**	**৪৩.২**	**৫২.৪**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে।
** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)					
		< ১৮ বছর	১৮-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬-৫৫ বছর	৫৬-৬৫ বছর	>৬৫ বছর
১	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৭.২	২৪.৫	৩২.৭	২৯.১	২২.৪	৩৬.৪
২	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩২.২	৪১.৮	৪১.৫	৪২.০	৪৬.২	৪১.৪
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৮.৩	৪৮.৬	৪৪.৯	৪৪.৮	৩৬.০	২৫.৫
৪	ভূমি সেবা	**	৪২.০	৪৭.৭	৫২.৯	৪৪.০	৪২.৪
৫	কৃষি	**	২৬.৬	২৭.৯	২১.৫	২২.৮	১৬.৬
৬	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	**	৭৩.৭	৮০.১	৬৫.৫	৭৩.১	৬৯.৬
৭	বিচারিক সেবা	**	৪৫.৯	৪০.৩	৩৯.৯	৬৫.০	৫০.২
৮	বিদ্যুৎ	***	৩২.৪	৩১.৬	৩৪.১	৩৬.৬	৩০.০
৯	ব্যাংকিং	৪.৫	১৫.৩	১৪.৫	১৪.০	১৫.৬	১৭.৯
১০	বিআরটিএ	***	৬৯.৫	৬৪.৪	৬৯.৮	৪৩.০	*
১১	কর ও শুল্ক	***	১০.১	১২.১	৫.৯	২৭.৪	**
১২	এনজিও	৩৭.৫	১৩.৮	১৮.৩	২০.৮	২১.৯	১১.৬
১৩	পাসপোর্ট	**	৭৮.২	৭৩.৪	৪৩.৪	৬৮.৪	*

[৭৭] জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২৭ জুলাই, ২০২২, বিবিএস।

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)					
		< ১৮ বছর	১৮-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬-৫৫ বছর	৫৬-৬৫ বছর	>৬৫ বছর
১৪	বীমা	***	২১.১	২৭.৯	১৯.০	১৩.৫	৪.১
১৫	গ্যাস	***	১৮.৮	৫.০	২২.৫	১৫.২	*
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	**	৩০.৬	২৫.৫	২৩.৮	২১.১	৩৩.৯
১৭	অন্যান্য	৩.০	১৪.৯	১৮.৭	১৩.৬	১০.৮	২১.৭
১৮	**সার্বিক**	**৩০.৩**	**৪৭.৫**	**৫৪.০**	**৫৪.৮**	**৫৫.৯**	**৫০.০**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে।
** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
*** উপাত্ত নেই।

পরিশিষ্ট ১১: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র

পিএসইউ নম্বর				লিস্টিং কোড			খানা কোড				

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০২১

তথ্যদাতার সম্মতি গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা জানার লক্ষ্যে একটি খানা জরিপ পরিচালনা করছে। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ সাক্ষাৎকারটি আনুমানিক ৪০ মিনিট ধরে চলতে পারে। আপনার দেওয়া তথ্য শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। তথ্যদাতা হিসেবে আপনার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনি কি আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন?

1=হ্যাঁ 2=না তথ্যদাতার স্বাক্ষর (সম্মতি সাপেক্ষে)

বিভাগ ক: প্রাথমিক তথ্য

১. খানার পরিচিতি

ক্রমিক নম্বর			কোড
১	খানাপ্রধানের নাম		
২	বিভাগ	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৩	জেলা	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৪	উপজেলা	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৫	ইউনিয়ন	কোড: ... (নমুনা কাঠামো দেখুন)	
৬	এলাকার অবস্থান	1=গ্রামাঞ্চল; 2=শহরাঞ্চল	
৭	তথ্যদাতার উপস্থিতি	1=উপস্থিত; 2=অনুপস্থিত	
৮	যোগাযোগের ফোন/মোবাইল নম্বর (সম্মতিক্রমে)		

২. সাক্ষাৎকার বিষয়ক তথ্য

প্রশ্নপত্র পূরণের ধরন (সার্কেল করুন)	পরিদর্শন	সময়	তারিখ
1=সম্পূর্ণ পূরণকৃত 3=প্রত্যাখ্যান 2=আংশিক পূরণকৃত	১ম পরিদর্শন		
	২য় পরিদর্শন		
	৩য় পরিদর্শন		

৩.তথ্য যাচাইৎ

যাচাইয়ের ধরন	নাম ও পদবি	মন্তব্য	তারিখসহ স্বাক্ষর
1=অ্যাকোম্পানি চেক (AC)			

2=স্পট চেক (SC)			
3=ব্যাক চেক (BC)			
4=টেলিফোন চেক (TC)			
5=রেকর্ড চেক (RC)			

বিভাগ খ: খানার সদস্যদের তথ্য

১. খানা সম্পর্কিত তথ্য

খ.১.১	খ.১.২	খ.১.৩	খ.১.৪	খ.১.৫	খ.১.৬	খ.১.৭
সদস্যের ক্রমিক নম্বর	সদস্যদের নাম (খানাপ্রধান হতে শুরু করতে হবে, খানাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ যদি খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হয় তবে ২য় সারিতে ঐ সদস্যের নাম এবং পরবর্তীতে বয়সানুসারে নাম লিখতে হবে)	বয়স (পূর্ণ বছর)	লিঙ্গ	শারীরিক/মানসিক/অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা (Disability) আছে?	শুধু খানাপ্রধান ও খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য	
					শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

খ. ১.৮ তথ্যদাতার ক্রমিক নম্বর

খ.১.৯ খানাপ্রধানের ধর্ম:

খ.১.১০ খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়:

খ.১.৪ লিঙ্গ	1=নারী 2=পুরুষ 3=তৃতীয় লিঙ্গ 88=নিরুত্তর	
খ.১.৫ শারীরিক/মানসিক/অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা	1=হ্যাঁ 2=না 88=নিরুত্তর	
খ.১.৬ শিক্ষাগত যোগ্যতা	1=প্রি-স্কুল 2=প্রাইমারি 3=মাধ্যমিক 4=উচ্চ মাধ্যমিক 5=স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	6=স্নাতকোত্তর বা সমমান 7=উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ্ব) 54=নিরক্ষর 55=সাক্ষর 56=কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে

খ.১.৭ পেশা	1=সরকারি চাকরি 2=বেসরকারি চাকরি 3=ক্ষুদ্র ব্যবসা 4=মাঝারি ব্যবসা 5=বৃহৎ ব্যবসা 6=আইনজীবী 7=ডাক্তার	8=ইঞ্জিনিয়ার 9=শিক্ষক 10=কৃষিকর্ম/মৎস চাষ 11=রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক 12=দিনমজুর/ক্ষেতমজুর 13=পরিবহন শ্রমিক 14=জেলে	15=কামার/কুমার/তাঁতি /কুটির শিল্প/হস্তশিল্প 16=দর্জি 17=বাবুর্চি 18=মহুরী 19=জনপ্রতিনিধি/হেডম্যান/কারবারি 20=ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু	21=প্রবাসী 22=অবসরপ্রাপ্ত 23=শিক্ষার্থী 24=গৃহিনী 25=অন্যান্য(উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর
খ.১.৯ ধর্ম	1=ইসলাম 2=হিন্দু/সনাতন 3=বৌদ্ধ 4=খ্রিস্টান 5=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...			
খ.১.১০ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	1=বাঙালী 2=অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী (উল্লেখ করুন):....			

বিভাগ গঃ খাতভিত্তিক জরিপের তথ্য

১. শিক্ষা

১.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তরঃ 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১.২ খানা সদস্যদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.২.১	১.২.২	১.২.৩	১.২.৪	১.২.৫	১.২.৬	১.২.৭	১.২.৮	১.২.৯	১.২.১০
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের শ্রেণি	শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন (উত্তর ৪ বা ৫ হলে পরবর্তী খাতে যান)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ডোনেশন/ঘুষ/ নিয়ম- বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

১.২.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	1=জাতীয় পাঠ্যসূচি- বাংলা 2=জাতীয় পাঠ্যসূচি- ইংরেজি	3=বিদেশি পাঠ্যসূচি- ইংরেজি 4=কারিগরি 5=মাদ্রাসা	6=বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য) 7= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2=বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত)	3=স্বায়ত্তশাসিত 4=বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানা	5=এনজিও পরিচালিত

১.২.৬ সেবার ধরন	1=ভর্তি/পুনঃ ভর্তি 2=পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) 3=নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) 4=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত) 5=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (অনিয়মিত শিক্ষার্থী) 6=বই প্রাপ্তি (সরকারি) 7=প্রবেশপত্র 8=বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া)	9=টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট 10=ছাত্র/ছাত্রীবাসে সিট বরাদ্দ 11=সাজেশন/পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া 12=পাঠদান/অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া 13=মাসিক বেতন 14=উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	15=শিক্ষা উপকরণ ক্রয় 16=কোচিং/প্রাইভেট টিউশন 17=হোস্টেল/হল ফি 18=বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ 19=অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া 20=গণিত অলিম্পিয়াড 21=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হওয়া (পোশাক/বই/খাতা) 4=প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট করতে বাধ্য হওয়া 5=সম্পূর্ণ সময় অনলাইন ক্লাস না হওয়া 6=নিয়মিত অনলাইন ক্লাস না হওয়া	7= অনলাইন ক্লাস নেওয়া হয় না 8=সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 9=স্বজনপ্রীতি 10=শারীরিক নির্যাতন 11=প্রশ্ন ফাঁস 12=প্রাইভেট/কোচিং না করায় ইচ্ছকৃতভাবে কম নম্বর দেওয়া	13= স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 14=পরিচ্ছন্নতার পর্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা না রাখা 15=যৌন নির্যাতন 16=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
১.২.১০ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1= ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে	4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন করার জন্য	7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

২. স্বাস্থ্যসেবা

২.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

২.২ উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি বা আপনার খানার কোন সদস্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর: 1=সরকারি 2=বেসরকারি 3=এনজিও ☐ ☐ ☐

(উত্তর 'সরকারি' না হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

২.৩ খানার সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য

২.৩.১	২.৩.২	২.৩.৩	২.৩.৪	২.৩.৫	২.৩.৬				২.৩.৭	২.৩.৮	২.৩.৯		
খানার কোন সদস্যের জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিভাগের নাম (এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করুন)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)				সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

২.৩.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=কমিউনিটি ক্লিনিক 2=ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র 3=ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র 4= উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স 5=জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল 6=মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল 7=মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় 8=বিশেষায়িত হাসপাতাল/ক্লিনিক (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়) 9=হাসপাতাল ব্যতীত অন্যান্য করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র 10=সরকারিভাবে পরিচালিত বেসরকারি করোনা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
২.৩.৪ বিভাগের নাম	১=জরুরি বিভাগ ২=বহির্বিভাগ ৩=অন্তর্বিভাগ ৪=কোভিড ইউনিট/কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্র ৫=কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্র
২.৩.৫ গৃহীত সেবার ধরন	1=টিকিট সংগ্রহ/নিবন্ধন 2=ডাক্তার দেখানো 3=করোনা পরীক্ষা 4=রোগ-নির্ণয় 5=সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন 6=আইসোলেশন শয্যা 7=আইসিইউ 8=ভেন্টিলেশন 9=অক্সিজেন 10=করোনা টিকা নিবন্ধন ও গ্রহণ 11=ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার 12=অ্যাম্বুলেন্স 13=সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং 14=অপারেশন 15=প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান 16=ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ 17=ওষুধ 18=পথ্য 19=ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা 20=সার্টিফিকেট গ্রহণ (রিলিজ, মৃত্যু, মারামারি ও মামলা সংক্রান্ত, ময়না তদন্ত রিপোর্ট, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা ও রিপোর্ট, ফিটনেস ইত্যাদি) 21=তথ্য সেবা 22=দুর্যোগকালীন জরুরি চিকিৎসা সহায়তা 23=অন্যান্য (উল্লেখকরুন):....

২.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারী/কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার পাওয়া যায়নি 4=ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে 5=ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ করা 6=চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি 7=করোনা পরীক্ষার জন্য তদবির ও সুপারিশ যোগাড় করতে বাধ্য হওয়া 8=প্রয়োজনের সময় চিকিৎসক/নার্স পাওয়া যায়নি 9=হাসপাতালে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি 10=আইসিইউ/ভেন্টিলেশন/অক্সিজেন সেবা পেতে হয়রানি 11=করোনার টিকা দেওয়ার পূর্বে টিকা সম্পর্কিত তথ্য ব্যাখ্যা করা হয়নি 12=করোনার টিকা-পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	13=সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ পাওয়া যায়নি 14=করোনা প্রতিবেদন পরিবর্তন করা 15=অ্যাম্বুলেন্স সেবা পেতে হয়রানি 16=কর্মচারী দ্বারা খারাপ আচরণের শিকার 17=নিম্নমানের পথ্য/খাবার (অন্তর্বিভাগ) 18=দালালের মাধ্যমে সেবা প্রদান 19=দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার 20=বেসরকারি ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে বাধ্য করা 21=তথ্য সেবা পাওয়া যায়নি 22=সময়ক্ষেপণ 23=হাসপাতাল/ক্লিনিক/কোভিড-১৯ ইউনিট/কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 24=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...... 99=প্রযোজ্য নয়
২.৩.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
২.৩.৯ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে / জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত সিরিয়াল ও সেবা পেতে	5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=ভাংতি টাকা না থাকার অজুহাত 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

২.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

২.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

২.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

২.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৩.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

৩.২ খানা সদস্যদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫	৩.২.৬	৩.২.৭			৩.২.৮	৩.২.৯	৩.২.১০		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতা খানা সদস্যের অবস্থান (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	বিচার বা সালিশের বিষয় (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/ নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=ইউনিয়ন পরিষদ 2=পৌরসভা 3=সিটি কর্পোরেশন 4=উপজেলা পরিষদ 5=জেলা পরিষদ
৩.২.৪ সেবার ধরন	**ক. সনদ:** 1=জন্ম নিবন্ধন; 2=মৃত্যু নিবন্ধন; 3=নাগরিকত্ব; 4=চারিত্রিক; 5=ওয়ারিশ; 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	খ. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি: 7=বয়স্ক ভাতা; 8=বিধবা ভাতা; 9=ভিজিডি; 10=ভিজিএফ; 11=টেস্ট রিলিফ; 12=কাবিখা; 13=কাবিটা; 14=প্রতিবন্ধী ভাতা; 15=মাতৃত্বকালীন ভাতা; 16=কর্মসংস্থান কর্মসূচি; 17=জিআর; 18=খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি/বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম; 19=কোভিডকালিন ২,৫০০ টাকার প্রণোদনা; 20=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	গ. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা: 21=ত্রাণ (খাদ্য ও অর্থ সহায়তা); 22=ত্রাণ (গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম); 23=ত্রাণ (শিশু খাদ্য); 24=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা); 25=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সহায়তা); 26=পুনর্বাসন (গৃহনির্মাণ); 27=নলকূপ ও পয়ঃনিস্কাশন সামগ্রী; 28=সোলার হোম প্যানেল; 29=পরিবেশবান্ধব চুলা; 30=দুর্যোগকালীন আশ্রয়; 31=রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং/বৃষ্টির পানি ধরে রাখা/দুর্যোগকালীন পানি সরবরাহ; 32=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	ঘ. বিচার ও সালিশ: 33=ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্য আদালতের বিচারিক সেবা; 34=সালিশ
	ঙ. হোল্ডিং কর: 35=হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ; 36=হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর প্রদান
	চ. ট্রেড লাইসেন্স: 37=নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা; 38=ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন
	ছ. অন্যান্য: 39=পানি সেবা; 40=ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সেবা; 41=তথ্য সেবা (আরটিআই ফরমের মাধ্যমে); 42=খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত; 43=বর্জ্য অপসারণ / ড্রেন পরিষ্কার; 44=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

৩.২.৫ বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতার অবস্থান	1=বাদী 2=বিবাদী 3=সাক্ষী
৩.২.৬ বিচার-সালিশের বিষয়	1=জমি সংক্রান্ত 2=বিবাহ সংক্রান্ত 3=পারিবারিক বিরোধ 4=মারামারি সংক্রান্ত 5=নারী নির্যাতন 6=রাজনৈতিক বিরোধ 7=ধার-দেনা সংক্রান্ত 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): …
৩.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=ওজনে কম দেওয়া/বালতিতে অনুমান করে চাল দেওয়া 4=আত্মসাৎ 5=প্রতারণা 6=প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার/বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 7=সময়ক্ষেপণ 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা 9=কর নির্ধারণ সঠিকভাবে না করা 10=সালিশিতে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ/ ধর্মকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 11=স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 12=তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 99=প্রযোজ্য নয়
৩.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৩.২.১০ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পাওয়ার জন্য 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৩.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৩.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):….

৩.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):….
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৩.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):….
88=নিরুত্তর

৪. ভূমি সেবা

৪.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনার খানার কোনো সদস্য ভূমি সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৪.২ খানা সদস্যদের ভূমি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫			৪.২.৬	৪.২.৭	৪.২.৮		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৪.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=তহশিল অফিস (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) 2=উপজেলা ভূমি অফিস (এসি ল্যান্ড) 3=উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস 4=উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস 5=জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস 6=জেলা রেকর্ড রুম 7=জেলা প্রশাসক অফিস [এল. এ শাখা, অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিস]	8=ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর 9=ভূমি মন্ত্রণালয় (ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড) 10=কারবারি 11=হেডম্যান 12=পার্বত্য জেলা পরিষদ 13=জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ 14=রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্লট বরাদ্দ) 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৪ সেবার ধরন	1=দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কাবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র) 2=নামজারি (মিউটেশন) 3=ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা 4=ভূমি জরিপ 5=ভূমি অধিগ্রহণ 6=প্লট বরাদ্দ	7=ইজারা (অকৃষি খাস জমি, জল মহাল, হাট বাজার ইত্যাদি) 8=অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন 9=ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি 10=কৃষি খাস জমি বরাদ্দ 11=গুচ্ছ গ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো 4=জরিপের সময় ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন 5=সময়ক্ষেপণ 6=স্বজনপ্রীতি	7=যোগসাজশের মাধ্যমে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা 8=রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 9=দালাল/উমেদারের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া 10=দালাল/উমেদার কর্তৃক হয়রানি 11=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৪.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
৪.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর

৪.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৪.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে   2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে   3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৪.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৪.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৫. কৃষি সেবা

৫.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কৃষি বিষয়ক কোনো সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ   ২=না   (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৫.২ খানা সদস্যদের কৃষি সংক্রান্ত গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৫.২.৫			৫.২.৬	৫.২.৭	৫.২.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে) (ভর্তুকী ব্যতীত)	ভর্তুকির ক্ষেত্র	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৫.২.২ সেবার ধরন		
৫.২.২ সেবার ধরন	1=সার প্রাপ্তি 2=বীজ প্রাপ্তি 3=ভর্তুকি সেবা 4=কৃষি বিষয়ক পরামর্শ 5=কৃষি খামার প্রদর্শনী	6=কীটনাশক 7=দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিলে অন্তর্ভুক্তি 8= করোনার সময় কৃষকদের জন্য প্রণোদনা 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

৫.২.৩ সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান	1=ডিলার 2=বিএডিসি 3=জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস 4=সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা 5=এনজিও	6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৪ ভর্তুকির ক্ষেত্র	1=বীজ 2=সার 3=জ্বালানি 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়	
৫.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়মতো সার/বীজ/কীটনাশক সরবরাহ না পাওয়া 4=নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি 5=সময়মত পরামর্শ না দেওয়া 6=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা	7=প্রভাব বিস্তার 8= স্বজনপ্রীতি 9=প্রয়োজনীয় নথি জটিলতার কারণে প্রণোদনা হতে বঞ্চিত হওয়া 10=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
৫.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=মানসম্মত সার/বীজ পাওয়ার জন্য 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৫.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৫.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৫.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৫.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৬. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

৬.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন বা কোনোরকম মিথস্ক্রিয়া হয়েছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৬.২ খানা সদস্যদের আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৬.২.১	৬.২.২	৬.২.৩	৬.২.৪	৬.২.৫			৬.২.৬			৬.২.৭	৬.২.৮	৬.২.৯		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	বিভাগ/সংস্থার ধরন (একাধিক বিভাগ/সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	ঘটনা/ইস্যু/ অপরাধের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৬.২.৩ বিভাগ/সংস্থার নাম	1=থানা পুলিশ 2=ট্রাফিক পুলিশ 3=হাইওয়ে পুলিশ	4=র‍্যাব 5=আনসার 6=ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি)	7=স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) 8=সিআইডি 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৬.২.৪ সেবা/ মিথস্ক্রিয়ার ধরন	1=জিডি করা 2=এফআইআর/কেস ফাইল 3=জরুরি সহায়তা (৯৯৯) 4=তদন্ত 5=চার্জশিট দেওয়া 6=গ্রেপ্তার 7=ট্রাফিক সংক্রান্ত	8=নিরাপত্তা চাওয়া 9=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) 10=অন্যান্য ভেরিফিকেশন/পুলিশ ক্লিয়ারেন্স 11=গাড়ি রিকুইজিশন 12=সুরতহাল রিপোর্ট 13=দখল উচ্ছেদ	14 =স্বাস্থ্যবিধি, লকডাউন, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি পরিপালন 15=খাদ্য, ত্রাণ, চিকিৎসা, নিরাপদে খানায় পৌছানো 16=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৬.২.৫ ঘটনা/ইস্যু/ অভিযোগ/ অপরাধের ধরন	1=হত্যা 2=চুরি বা ডাকাতি 3=মারামারি 4=ছিনতাই 5=চাঁদাবাজি 6=জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 7=নারী ও শিশু নির্যাতন 8=প্রতারণা 9=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	10=হারানো 11=ভয়ভীতি 12=ট্রাফিক আইন লংঘন/ ট্রাফিক সংক্রান্ত 13=রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 14=রাজনৈতিক মামলা 15=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) 16=অন্যান্য ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স 17=গ্রেফতার 18=পুলিশ কর্তৃক গাড়ি রিকুইজিশন নেয়া	19=হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গাড়ি আটক 20=মাদক বা চোরাচালান 21=আত্মহত্যা 22=গুম করা/হওয়া 23=করোনাকালীন ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন 24=করোনাকালীন ঘোষিত লকডাউন পরিপালন 25=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর

৬.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=জিডি বা এফআইআর (মামলা) গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ 4=অসদাচরণ 5=ভয়ভীতি প্রদর্শন 6=প্রতারণা 7=মিথ্যা এফআইআর/চার্জশীট প্রদান 8=মিথ্যা মামলায় জড়ানো 9=সময়মতো বা সঠিকভাবে চার্জশিট প্রদান না করা 10=আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক চাঁদাবাজি করা 11=থানায় নির্যাতন করা 12=ক্রস ফায়ারের ভয়ভীতি প্রদর্শন 13=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) রিপোর্ট দিতে দেরি করা বা ভুল তথ্য দেওয়া 14=ভেরিফকেশন/ক্লিয়ারেন্স (অন্যান্য) সাটিফিকেট দিতে দেরি করা 15=ভেরিফকেশন/ক্লিয়ারেন্স (অন্যান্য) সাটিফিকেটে সঠিক তথ্য না দেওয়া	16=মামলার আলামত নষ্ট বা আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট না করা 17= ঘোষণা ব্যতীত ২৪ ঘন্টার বেশি সময় আটক রাখা 18=সময়মতো কোর্টে চালান না করা 19=অর্থের বিনিময়ে গ্রেফতার 20= অভিযোগকারী/ তথ্যপ্রদানকারীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা না করা/হয়রানি 21= অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নেওয়া/ সাড়া না দেওয়া 22=স্বাস্থ্যবিধি, লকডাউন, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি পরিপালনে অমানবিক আচরণ/অসদাচারণ/হয়রানির শিকার হওয়া 23=লকডাউন পরিস্থিতিতে জরুরি সহায়তা (খাদ্য, চিকিৎসা, অপরিহার্য যোগাযোগ ইত্যাদি) প্রদানে অসহযোগিতা/হয়রানি 24=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 25=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৬.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
৬.২.৯ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=অবৈধ সুবিধা বা সুযোগ প্রাপ্তির জন্য 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর

৬.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৬.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৬.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৬.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৭. বিচারিক সেবা

৭.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৭.২ খানা সদস্যদের গৃহীত বিচারিক সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৭.২.১	৭.২.২	৭.২.৩	৭.২.৪			৭.২.৫			৭.২.৬	৭.২.৭			৭.২.৮			৭.২.৯	৭.২.১০		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	মামলার বিষয়বস্তু	আদালতের ধরন (সর্বশেষ যে আদালতে মামলাটি পরিচালিত হয়েছিল/ হচ্ছে)	মামলা চলার সময়কাল			দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ দিতে হলে, কে ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তরহতে পারে)		
			ক	খ	গ														
			বছর	মাস	দিন														

৭.২.২মামলার বিষয়বস্তু	1=হত্যা 2=ডাকাতি 3=বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি 4=ছিনতাই/চাঁদাবাজি 5=প্রতারণা 6=আঘাত 7=চুরি 8=নারী ও শিশু নির্যাতন 9=পারিবারিক সহিংসতা 10=সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 11=বিবাহ বিচ্ছেদ 12=জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 13=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ 14=বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা 15=রীট 16=আপিল 17=রিভিউ 18=রিভিশন 19=ভূমি জরিপ 20=মাদক সংক্রান্ত 21=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৭.২.৩ আদালতের ধরন	**1=জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতসমূহ** (সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, জেলা জজ আদালত) **2=ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতসমূহ** (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত) **3=বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল** (শ্রম আদালত, পারিবারিক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, আয়কর ট্রাইবুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন ট্রাইবুনাল, জননিরাপত্তা ট্রাইবুনাল, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত, ভূমি জরিপ ট্রাইবুনাল ইত্যাদি) **4=হাইকার্ট বিভাগ 5=আপীল বিভাগ 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না**
৭.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার 4=নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/আইনজীবীর সহকারী/মুহুরির অতিরিক্ত টাকা দাবি 5=নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী সময় দিতে চায় না 6=আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না 7=আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করে না 8=আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে 9=আইনজীবীর সহকারী/মুহুরির মাধ্যমে হয়রানি 10=আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা 11=আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা 12=প্রতারণা 13=জালিয়াতি 14=দালালের মাধ্যমে হয়রানি 15=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 16=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

৭.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
৭.২.৭ কে ঘুষ চেয়েছে?	1=উচ্চমান সহকারী 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এম এল এস এস/পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী/উকিল	9=আইনজীবী/উকিলের সহকারী/মুহুরি 10=সরকারপক্ষীয় আইনজীবী/উকিল (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর
৭.২.৮ কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে?	1=উচ্চমান সহকারী 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এম এল এস এস/ পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী	9=আইনজীবী সহকারী/মুহুরি 10=সরকার পক্ষীয় আইনজীবী (পিপি,এপিপি,জিপি,এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=নিজের জন্য চেয়েছে 14=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর
৭.২.১০ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=দ্রুত শুনানি হওয়ার জন্য/দ্রুত সেবা পেতে/কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য	7=শুনানির তারিখ পিছানোর জন্য 8=সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য 9=জামিন করানোর জন্য 10=ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর

৭.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৭.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৭.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৭.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৮. বিদ্যুৎ সেবা

৮.১ আপনার খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

৮.২ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে কোনো ধরনের সেবা নিয়েছেন বা মিথষ্ক্রিয়া হয়েছিল কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৮.৩ খানা সদস্যদের গৃহীত বিদ্যুৎ সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৮.৩.১	৮.৩.২	৮.৩.৩	৮.৩.৪	৮.৩.৫			৮.৩.৬	৮.৩.৭	৮.৩.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সংস্থার নাম (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরন (একাধিক ধরনের গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৮.৩.২ সংস্থার নাম	1=বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) 2=ডিপিডিসি	3=ডেসকো 4=পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	5=ওজোপাডিকো 6=নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লি: 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):
৮.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক	2=অনাবাসিক	3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৪ সেবার ধরন	ক. নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত 1=নতুন সংযোগের জন্য আবেদন 2=নতুন সংযোগ গ্রহণ 3=পুনঃসংযোগ 4=বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ খ. মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা 8=মিটার রিডিং 9=বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা		5=সাব-মিটার সংযোজন 6=মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়ক্ষেপণ 4=দায়িত্ব পালনে অবহেলা/অভিযোগ আমলে না নেওয়া/গ্রহণ না করা 5=সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 6=মিটার না দেখেই বিল প্রদান 7=বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদান		8=অতিরিক্ত বিল পরবর্তীতে সমন্বয় না করা 9=মিটার সংযোজনে হোল্ডিংয়ের দূরত্বের অতিরিক্ত চার্জ দাবী 10=সঠিক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান না করা 11=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৮.৩.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		

৮.৩.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	6=মিটার রিডিং কমানোর জন্য 7=অর্থের বিনিময়ে বিল কমিয়ে দেওয়া 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৮.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৮.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৮.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৮.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

৯. ব্যাংকিং সেবা

৯.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো ব্যাংক থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

৯.২খানা সদস্যদের গৃহীত ব্যাংকিং সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫			৯.২.৬	৯.২.৭	৯.২.৮		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৯.২.৩ প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন	1=রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক 2=কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক 3=অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক 4=বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক 5=বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক 6=গ্রামীণ ব্যাংক 7=অন্যান্য অ-তফসিলি ব্যাংক (যেমন: জুবিলি ব্যাংক)
৯.২.৪ ব্যাংকিং সেবার ধরন	1=হিসাব খোলা 2=টাকা জমা 3=টাকা উত্তোলন 4=ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ 5=ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ 6=ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ 7=গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ 8=কৃষি ঋণ 9=ক্রেডিট কার্ড 10=পে/মানি অর্ডার/টিটি 11=এলসি খোলা 12=রেমিট্যান্স উত্তোলন 13=বেতন ও ভাতা উত্তোলন 14=মেয়াদি সঞ্চয়ী 15=ডিপিএস 16=বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ 17=পাসপোর্টের ফি জমা 18=হোল্ডিং কর জমা 19=ট্রেড লাইসেন্সের ফি/নবায়ন ফি জমা 20=অন্যান্য পরিসেবার বিল পরিশোধ 21=সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন 22=সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত 23=করোনা প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ 24=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৯.২.৫ দুর্নীতির/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়/ 3=সময়ক্ষেপণ 4=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 5=অসদাচারণ 6=প্রতারণা 7=মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান/তথ্য গোপন করা 8=সেবা প্রদানে অনীহা/অসহযোগিতা 9= সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 10=পরিচ্ছন্নতার পর্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা না রাখা 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়
৯.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৯.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=কাগজপত্র সঠিক না থাকা সত্ত্বেও ঋণ পাওয়ার জন্য 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৯.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

৯.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

৯.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

৯.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১০. বিআরটিএ-এর সেবা

১০.১ বিগত এক বছরের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিআরটিএ হতে মোটরযান চালক/মালিক হিসেবে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১০.২ খানার সদস্যদের বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫			১০.২.৬	১০.২.৭	১০.২.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা গ্রহীতার ধরন	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১০.২.২ সেবাগ্রহীতার ধরণ	1=মোটরযান চালক 2=মোটরযান মালিক
১০.২.৩ সেবার ধরন	1=শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স 2=ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু 3=ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন 4=হারানো/ডুপ্লিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স 5=মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন 6=ফিটনেস সনদ/নবায়ন 7=মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন 8=ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন 9=রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট সংগ্র 10=মোটরযানের মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল 11=হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ 12=মোটরযানের কাগজপত্র জমা দেয়া 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১০.২.৪ কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন	1=নিজে 2=দালাল 3=সমিতির সহযোগিতায় 4=মোটরযান বিক্রেতা/শো-রুমের সহায়তায় 5=আত্মীয়/পরিচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১০.২.৫ দুর্নীতির/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=ড্রাইভিং পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন 4=পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া/প্রদান 5=বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া 6=সময়ক্ষেপণ 7=প্রতারণা 8=অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার 9=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 10=দালাল-নির্ভর সেবা/হয়রানি 11=ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়া/মোটরযান হাজির না করে সনদ সংগ্রহ 12=রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া 13=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব 14= বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 15=বিআরটিএ কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 16=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১০.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১০.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=ড্রাইভিং টেস্টে পাশ করতে 7=পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পেতে 8=আনফিট মোটরযানের কাগজপত্র সংগ্রহ 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়

১০.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১০.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১০.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১০.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১১. কর ও শুল্ক

১১.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো কর (ট্যাক্স) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

১১.২ গত এক বছর (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শুল্ক (কাস্টমস) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (১১.১ ও ১১.২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাতে/সেকশনে চলে যান)

১১.৩.১	১১.৩.২	১১.৩.৩	১১.৩.৪	১১.৩.৫	১১.৩.৬	১১.৩.৭	১১.৩.৮
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার সহায়তায় সেবা নেওয়া হয়েছে	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণকারীর ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবা গ্রহণকারী হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

১১.৩.২ কার সহায়তায় সেবা নেওয়া হয়েছে	1= নিজে 3= আয়কর আইনজীবীর মাধ্যমে 2=পরিচিত/আত্মীয়ের মাধ্যমে 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...

১১.৩.৩ গৃহীত সেবার ধরন	1=আয়কর 2=ভ্রমণ কর 3=ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) 4=আমদানি-রপ্তানি শুল্ক 5=পণ্য শুল্ক (এয়ারপোর্টে/স্থলবন্দর) 6=ডাক শুল্ক 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
১১.৩.৪ সেবা গ্রহণকারীর ধরন	1=ব্যক্তিগত 2=বাণিজ্যিক (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে)	
১১.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়ক্ষেপণ 4=আইনের ধারার অজুহাত/মামলার ভয় দেখিয়ে হয়রানি 5=প্রভাব বিস্তার 6=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা	7=ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা 8=কর প্রদানকালে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১১.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১১.৩.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=নির্ধারিত সময়ে কর বা শুল্ক নির্ধারণ করতে 4=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 5=অ্যাসেসমেন্ট সঠিক না হওয়ার কারণে	6=প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল না থাকায় 7=মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে 8=ধার্যকৃত করের পরিমাণ কমাতে/কর কম দিতে 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১১.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১১.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১১.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১১.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১২. এনজিও

১২.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনও এনজিও (*সমবায় সমিতি নয়*) থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১২.২ খানার সদস্যদের এনজিও সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১২.২.১	১২.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪			১২.২.৫	১২.২.৬	১২.২.৭		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	এনজিও'র ধরন (একাধিক এনজিও থেকে সেবা নিলে ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা নিলে, ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১২.২.২ এনজিও'র ধরন	1=স্থানীয় 2=জাতীয় 3=আন্তর্জাতিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... (স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার তথ্য নেওয়ার দরকার নেই)
১২.২.৩ সেবার ধরন	1=ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় 2=শিক্ষা 3=স্বাস্থ্য 4=বিশুদ্ধ পানি 5=স্যানিটারি ল্যাট্রিন 6=ত্রাণ/করোনাকালে সাহায্যপ্রাপ্তি 7=পুনর্বাসন 8=আইনি সহায়তা 9=আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি (কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১২.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=স্বজনপ্রীতি 4=বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া 5=অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য করা 6=প্রতারণা 7=তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ/সহযোগিতা না পাওয়া 8=গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন 9=আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা/আত্মসাৎ/সঞ্চয় নিয়ে উধাও 10=তদারকি না করা 11=তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম 12=সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 13=ত্রাণ/সাহায্য বিতরণে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 14=করোনাকালীন কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া/ বাধ্য করা 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১১.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১২.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=যোগ্য না হয়েও সেবা পেতে 7=নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১২.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১২.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১২.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১২.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৩. পাসপোর্ট সেবা

১৩.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য পাসপোর্ট সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1= হ্যাঁ 2= না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১৩.২ খানার সদস্যদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৩.২.১	১৩.২.২	১৩.২.৩	১৩.২.৪	১৩.২.৫	১৩.২.৬	১৩.২.৭	১৩.২.৮	১৩.২.৯	১৩.২. ১০	১৩.২.১১
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	অফিসের ধরন	পাসপোর্টের ধরন	মেয়াদের ধরন	আবেদনের ধরন/ বিতরণের ধরন	কার মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

১৩.২.৩ পাসপোর্ট অফিসের ধরন	1=আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	2=বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
১৩.২.৪ পাসপোর্ট ধরন	1=নতুন (এমআরপি) 2= নতুন ই-পাসপোর্ট	3=রি-ইস্যু (এমআরপি)
১৩.২.৫ মেয়াদের ধরন	1=৪৮ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ 2=৪৮ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ	3=৬৪ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ 4=৬৪ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ
১৩.২.৬ আবেদনের ধরন/ বিতরণের ধরন	1=সাধারণ (১৫ কর্মদিবস)	2=জরুরি (৭ কর্মদিবস) 3=অতীব জরুরী (২ কর্মদিবস, ই-পাসপোট)
১৩.২.৭ কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন	1=দালাল 2=পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী 3=পরিচিত ব্যক্তি	4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৩.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 4=সময়ক্ষেপণ 5=আত্মসাৎ 6=হয়রানি	7=প্রতারণা 8=দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য করা/ দালাল-নির্ভর সেবা 9=পাসপোর্ট অফিসে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়

১৩.২.৯ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১৩.২.১১ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য/দীর্ঘ লাইন এড়িয়ে চলার জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=নিয়মকানুন সম্পর্কে জানা না থাকায় 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৩.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১৩.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৩.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৩.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৪. বীমা সেবা

১৪.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১৪.২ খানার সদস্যদের বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৪.২.১	১৪.২.২	১৪.২.৩	১৪.২.৪	১৪.২.৫	১৪.২.৬	১৪.২.৭
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত বীমার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের বীমা সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

১৪.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2=বেসরকারি	3=বৈদেশিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৩ বীমার ধরন	1=জীবন বীমা 2=স্বাস্থ্য বীমা 3=শিক্ষা বীমা 4=সঞ্চয় বীমা	5=আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা 6=অবসর বীমা 7=মোটরযান বীমা 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=কিস্তির টাকা আত্মসাৎ/বীমার টাকা আত্মসাৎ 4=কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ 5=তথ্য গোপন করা/বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা/মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা 6=বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া	7=বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ/করোনা মহামারির কারণ দেখিয়ে বীমা দাবি ছাড় না করা 8=অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান 9=বীমা অফিসে কিস্তি/প্রিমিয়াম জমাদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৪.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৪.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা বা করোনার সময়ে অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	5=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৪.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১৪.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৪.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৪.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৫. গ্যাস সেবা

১৫.১ আপনার খানায় গ্যাস সংযোগ আছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

১৫.২ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য গ্যাস বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

১৫.৩ খানার গ্যাস সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৫.৩.১	১৫.৩.২	১৫.৩.৩	১৫.৩.৪	১৫.৩.৫			১৫.৩.৬	১৫.৩.৭	১৫.৩.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৫.৩.২ সংস্থার নাম	1=তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. 2=বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 3=জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 4=পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	5=কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 6=সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লি. 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): …
১৫.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক (মিটারভিত্তিক) 2=আবাসিক (মিটার ছাড়া)	3=বাণিজ্যিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): …
১৫.৩.৪ সেবার ধরন	1=নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করা 2=নতুন সংযোগ 3=পুনঃসংযোগ 4=সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা 5=জরিপ/সম্ভাব্যতা যাচাই 6=রাইজার/আরএমএস মেরামত/স্থানান্তর 7=মালিকানা নাম পরিবর্তন	8=মিটার রিডিং 9=গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস 10=গ্যাসের চুলা হ্রাস/বৃদ্ধি 11=লাইন/সংযোগ সম্প্রসারণ 12=লাইন/সংযোগ মেরামত 13=প্রি-পেইড মিটার স্থাপন 14=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): …
১৫.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=অযথা বিলম্ব করা/সময়ক্ষেপণ 4=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 6=আইনের ধারার অজুহাত দেখিয়ে হয়রানি 7=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 8=ফাইল আটকিয়ে রাখা	9=ফাইল হারিয়ে ফেলা 10=সম্ভাব্যতা যাচাই না করে রিপোর্ট প্রদান 11=দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া 12=সঠিক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান না করা 13=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 14=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 99=প্রযোজ্য নয়
১৫.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	

১৫.৩.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা	7=প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল না থাকায় 8=জরিমানার অর্থ কমানোর জন্য 9=বিল কমানোর জন্য 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৫.৪ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১৫.৫ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৫.৬ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৫.৭ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৬. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

১৬.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা পেয়েছেন কি?

উত্তর: ১= হ্যাঁ ২= না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

১৬.২ খানার সদস্যদের দুর্যোগ সহায়তা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৬.২.১	১৬.২.২	১৬.২.৩	১৬.২.৪			১৬.২.৫	১৬.২.৬	১৬.২.৭		
কে সেবা পেয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের বীমা সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ/সুবিধা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৬.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=উপজেলা প্রশাসন 2=জেলা প্রশাসন 3=দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর 4=উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস 5=উপজেলা/জেলা মৎস অফিস 6=উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস	7=উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস 8=সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) 9=আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড) 10=মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় 11= জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৬.২.৩ দুর্যোগ সহায়তা ধরন	1=ত্রাণ (খাদ্য সহায়তা) 2=ত্রাণ (গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম) 3=ত্রাণ (শিশু খাদ্য) 4=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা) 5=পুনর্বাসন (দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সহায়তা) 6=পুনর্বাসন (গৃহনির্মাণ) 7=নলকূপ ও পয়ঃনিস্কাশন সামগ্রী 8=সোলার হোম প্যানেল 9=পরিবেশবান্ধব চুলা 10=চিকিৎসা সহায়তা 11=দুর্যোগকালীন আশ্রয়	12=শস্য বীমা 13=খাওয়ার পানির ব্যবস্থা (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং/বৃষ্টির পানি ধরে রাখা) 14=পানি শোধনকারী মেডিসিন/প্রযুক্তি 15=প্রশিক্ষণ (জীবিকায়ন কিংবা জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ মোকাবেলা) 16=দুর্যোগকালীন জরুরী স্বাস্থ্যসেবা 17=দুর্যোগকালীন জরুরী ঔষধ সামগ্রী 18=ত্রাণ (নগদ সহায়তা) 19=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৬.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়/নির্ধারিত ফি'র চাইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় 3=ত্রাণের পরিমাণ কম দেওয়া 4=রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ প্রদান 5=প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন কাজ না করা 6=জরুরি উদ্ধার কাজ ও দুর্যোগকালীন আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করা	7=সুবিধাভোগী তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ না করা 8=ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার শর্তে ত্রাণ প্রদান 9= স্বজনপ্রীতি/প্রভাব বিস্তার 10=স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৬.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1= হ্যাঁ 2= না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৬.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	5=সেবা সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে না জানা 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৬.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১৬.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৬.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৬.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই

5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

১৭. অন্যান্য সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান

১৭.১ গত এক বছরে (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য অন্য কোনো সেবাখাত হতে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী বিভাগে চলে যান) [ ]

১৭.২ খানার সদস্যদের অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১৭.২.১	১৭.২.২	১৭.২.৩	১৭.২.৪			১৭.২.৫	১৭.২.৬	১৭.২.৭		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান (একাধিক খাত/প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৭.২.৩ সেবাখাত/ প্রতিষ্ঠান	1=বিটিসিএল 2=নির্বাচন কমিশন 3=ডাক বিভাগ 4=জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর 5=এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং 6=অনলাইন শপিং 7=ওয়াসা 8=ডিসি অফিস	9=সমাজসেবা অধিদপ্তর 10=মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 11=যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 12=ইউএনও অফিস 13=পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন 14=বিআরডিবি 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৭.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=আত্মসাৎ 4=স্বজনপ্রীতি 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 6=প্রতারণা 7=অযথা বিলম্ব করা/সময়ক্ষেপণ	8=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 9=পণ্য না পাওয়া 10=ভুল পণ্য দেওয়া ও পরিবর্তন না করা 11=সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন না করা/ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৭.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৭.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 2=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 3=যথাসময়ে সেবা পেতে 4=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	6=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা 7=করোনার কারণে ভিড় এড়িয়ে সেবা পেতে 8='এল আর ফান্ড'/বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে অর্থ আদায় 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৭.৩ আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হলে, এ বিষয়ে কাউকে অভিযোগ করেছিলেন কি?

1= হ্যাঁ 2= না 3=অভিযোগ নেওয়া হয়নি 88=নিরুত্তর

১৭.৪ আপনি কার কাছে/ কোথায় অভিযোগ করেছিলেন?

1= দুর্নীতি দমন কমিশনে 2=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....

১৭.৫ অভিযোগ দায়ের করার পর কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল/অভিযোগ দায়েরের ফলাফল কী হয়েছিল?

1=কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল
2=তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
3=অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
4=ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
5=অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
6=প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
77=জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
88=নিরুত্তর

১৭.৬ অভিযোগ দায়ের না করলে তার কারণ কী?

1=অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
2=সবখানেই দুর্নীতি হয়, তাই প্রয়োজন মনে করি নি
3=অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না
4=কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই
5=ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে
6=অতিরিক্ত খরচের ভয়ে
7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):....
88=নিরুত্তর

বিভাগ ঘ: খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য

১৮.১ খানার মাসিক খরচ

ক্রমিক নম্বর	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকায়)
১	খাদ্য বাবদ	
২	বাড়ি ভাড়া বাবদ	
৩	শিক্ষা/লেখাপড়া বাবদ	
৪	চিকিৎসা বাবদ	
৫	বস্ত্র/পোষাক-পরিচ্ছদ বাবদ	
৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

১৮.২ খানার মাসিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (ডিসেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২১)

ক্রমিক নম্বর		পরিমাণ (টাকায়)
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় ও নগদ জমা	
২	বিনিয়োগ (শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য)	

১৮.৩ খানার মাসিক আয় (সকল উপার্জনকারী সদস্যের মোট আয়)

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
১	কৃষিজাত পণ্য/ফসল হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
২	মাছ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
৩	চাকরি/দিন মজুরি হতে আয়	
৪	ব্যবসা হতে আয়	

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
৫	বাড়ি/দোকান/অন্যান্য স্থাপনা ভাড়া বাবদ আয়	
৬	বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	
৭	দেশের অন্য স্থান হতে প্রেরিত অর্থ	
৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর অঙ্গীকারনামা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য ও সঠিক এবং নির্দেশনাবলী অনুসারে তথ্যদাতার কাছ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একইসাথে পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ভালভাবে চেক করার পর তথ্য সংগ্রহ স্থল ত্যাগ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীর অনলাইন আইডিঃ ....

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ ....

তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ....

ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম (তারিখসহ): ....